श्रिणिया कलग



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।।

আড়ালে-আবডালে নয়, সরাসরিই

গণতান্ত্রিকতা নিষেধের মুখে ত্রিপুরায়। ফায়ার ফাইটারদের

সংগঠন করার অধিকার কেড়ে নিল

সরকার। তাদের সব রকমের

সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা

হয়েছে। হোম(ফায়ার এন্ড

ইমারজেন্সি সার্ভিসেস) ডিপার্টমেন্ট

নোটিশ জারি করে দফতরের

অপারেশনাল স্টাফদের সব

রকমের সংগঠন নিষিদ্ধ করে

দিয়েছে। নোটিশে বলা হয়েছে যে

স্ট্যান্ডিং ফায়ার অ্যাডভাইসরি

কমিটি/কাউন্সিল তার আঠাশতম

মিটিং থেকে সুপারিশ করেছে,

ফায়ার সার্ভিসের মত ইউনিফর্ম

সার্ভিসের কর্মীদের কাজের জন্য

সংগঠন করা উপযুক্ত নয়। সেই

মিটিঙে ফায়ার সার্ভিসেস-এ টেড

ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গ

আলোচনায় এসেছিল, তাতে

সাধারণভাবে এই ব্যাপারে একমত

হওয়া গেছে। আরও বলা হয়েছে,

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, ফায়ার

এন্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস'র দক্ষতা

বজায় রাখার জন্য সংগঠনের কাজে

প্রভাবিত হওয়া উচিৎ না। ফলে

ভারত সরকারের স্ট্যান্ডিং ফায়ার

অ্যাডভাইসরি কমিটি/কাউন্সিল'র

সুপারিশ রাজ্য সরকার বিবেচনা

করে দেখেছে এই দফতরের সব

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 329 Issue ● 8 December, 2021, Wednesday ● ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮, বুধবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

চলে যাচ্ছে। যন্ত্ৰপাতি, কিট ঠিক

মত দেওয়া হচ্ছে না। দফতরকে

ঢেলে আধুনিক করে তুলতে

কোনও উদ্যোগ নেই। রাজধানী

আগরতলায় সরকারি উদ্যোগেই

বহুতল বাড়ি উঠছে,সেসব একাধিক

বাড়িতে বিপদ হলে , তা

মোকাবিলার পরিকাঠামো নেই

দফতরের কাছে। তাছাড়াও কর্মীর

অভাব আছে। বসতি যেভাবে

বাড়ছে, সেভাবে বাড়ছে না ফায়ার

সংগঠন কর্মীদের স্বার্থে কর্তৃপক্ষের

জনস্বার্থ মামলা করেন আইনজীবী

অ্যাস্থনি দেববর্মা। তিনি দাবি

করেন, জাইকা প্রকল্পের দ্বিতীয়

পর্যায়ের জন্য ৪ হাজার কোটি টাকা

বরাদ্দ করা হয়। মূলত জাপান

এরপর দুইয়ের পাতায়

শুরু লোগোর

অপব্যবহার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। বুঝে

হোক বা না বুঝে, সরকারি বিভিন্ন

দফতরের বদান্যতায়, নিজের

গাম্ভীর্য হারাতে বসেছে 'আজাদি কা

অমৃত মহোৎসব' লোগোটি।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে সৃষ্ট

লোগোটি ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে

আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

আগামী ২০২৩ সালের আগস্ট

মাসে এই লোগোটির মাধ্যমেই

দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস

উদ্যাপিত হবে। তার আগে রাজ্য

সরকারের উচিত, এই লোগো

সম্পর্কিত বিস্তারিত একটি

গাইডলাইন সমস্ত সরকারি দফতরে

পাঠানো। তার থেকেও বেশি সময়

উপযোগী, রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি

মন্ত্রকের তরফে প্রত্যেক বৈদ্যুতিন

এবং প্রিন্ট মিডিয়ার কর্তৃপক্ষকে

লোগোটি যথাস্থানে সুনির্দিষ্ট কারণে

ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করা।

ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার

মন্ত্রণালয়ের তরফে দেশের প্রত্যেক

প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে

উক্ত লোগো ব্যবহারের জন্য

অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু

কিভাবে লোগোটি কোথায় এবং

কিভাবে ব্যবহৃত হবে, তা নিয়ে

সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন দিতে পারবে

একমাত্র তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। এ

বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনও

নির্দেশিকা আসেনি। কিন্তু তার

থেকেও বেশি প্রয়োজন, রাজ্যের

বিভিন্ন সরকারি দফতরগুলোকে এ

সংক্রান্ত বিষয়টি সম্পর্কে অবগত

করা। একেকটি সরকারি দফতর

কিভাবে লোগোটিকে ব্যবহার

করছে, তা নিয়ে এখন থেকেই নানা

মহলে প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে।

সরকারি প্রায় সব বিজ্ঞাপনে, মঞ্চের

যে কোনও অনুষ্ঠান ব্যবহারে এই

লোগো ব্যবহৃত হচ্ছে। বিষয়টি

নিয়ে এখনই নড়েচড়ে বসা দরকার

প্রশাসনের। দেশের ৭৫ তম

স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে

'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' বলে

একটি ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে।

দেশের সমস্ত নাগরিকদের উৎসর্গ

করে এই ক্যাম্পেইনটি তার যাত্রা

শুরু করে। গত মার্চ মাসের ১২

তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে 'আজাদি

কা অমৃত মহোৎসব' এই

গৌরবোজ্জল দেশের ৭৫তম

স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে

ক্যাম্পেইন, তার সূচনা দিন হিসাবে

ইতিহাসের পাতায় নথিবদ্ধ থাকবে।

আগামী ২০২৩ সালের আগস্ট মাস

পর্যন্ত এই ক্যাম্পেইন চলবে।

বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট

বিভিন্ন মহলে আনন্দের বাতাবরণ

তৈরি হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো,

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে যে

ক্যাম্পেইনটি কেন্দ্রীয়স্তরে শুরু

হয়েছে, তার লোগোটির অতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। সরকারি

স্কুল বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার

সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভা ২৭ অক্টোবরেই

নিয়েছিল। তারও আগে প্রতিবাদী

কলম সরকারের এই উদ্যোগের খবর

করেছিল। ৩ ডিসেম্বর শিক্ষা দফতর

বিদ্যালয় শিক্ষায় বেসরকারি

মালিকানা ঢোকানোর পলিসি নিয়ে

নোটিশ জারি করেছে। শিক্ষামন্ত্রী

এতদিন পর মুখ খুললেন, ব্যাখ্যা

দিলেন, "… যেখানে ছাত্রছাত্রীর

সংখ্যা শূন্য বা অতি নগণ্য সেই সব

বিদ্যালয়ের সম্পদকে কাজে

লাগিয়ে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন

ঘটানোর উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা

দফতর।... গ্রামাঞ্চলে ছাত্রছাত্রীদের

মধ্যে গুণগত মানের শিক্ষা আরো

বেশি প্রসারের জন্যই শিক্ষা দফতর

এই পলিসি গ্রহণ করেছে।" আরও

ব্যাখ্যা দিয়েছেন, "... গত

কয়েকদিন ধরে রাজ্যের ছোট্ট একটা

অংশ এই সত্য বিষয়টিকে লুকিয়ে

রেখে অসত্য তথ্য প্রকাশ করে

রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। সরকারি

স্কুল যাচ্ছে বেসরকারি হাতে। আর

গ্র্যান্ট-ইন-এইড-এ থাকা স্কুল

সরকারের হাতে ফিরছে কিনা তা

ইতিমধ্যেই শিক্ষা দফতর জানিয়ে

দিয়েছে শিশু বিহার, উমাকান্ত

অ্যাকাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম সহ

মোট ১০০টি বিদ্যালয় কিভাবে

সরকারের হাত থেকে বেসরকারি

হাতে গিয়ে শিক্ষায় গুণগতমান বৃদ্ধি

গ্র্যান্ট-ইন-এইড-এ থাকা বিদ্যালয়

এবার নিজেদের মান বৃদ্ধি করতে

সরকারি হাতে আসবে কিনা সেই

পাশা পাশি

স্কুল

বেসরকারি

কর বে।

৭৫% ছাড়ে স্কুল

বেসরকারি সংস্থা স্কুল খুলে বসবে। গুণমানের প্রসারে ব্যর্থতা স্বীকার করে নিচ্ছে পরোক্ষে। এত এত সরকারি উদ্যোগের পরেও সেসব স্কুলে শূন্য কিংবা এক-দুই জন পড়ুয়া কেন, যদি সরকার শিক্ষা প্রসারে আন্তরিক হয়, তবে সেই উদ্যোগের ফসল হিসেবে সেসব স্কুলে পড়ুয়াদের ভিড় করার কথা। যদি সরকার গুণগত শিক্ষা প্রসারে সফলই হয়ে থাকে, তারপরেও পড়ুয়ারা ভিড় করেনি সেসব স্কুলে, তাহলে বেসরকারি সংস্থা কী করে পড়ুয়া পাবে, যদি পায় তবে তাদের এমন কী কৌশল যে সরকারের এত বড় পরিকাঠামো নিয়ে, চাণক্য বলে খ্যাত একজন শিক্ষামন্ত্ৰীও তা আনতে হচ্ছে কেন। সরকারের এত ধরতে পারছেন না। আর যদি বেসরকারি সংস্থাও ছাত্র না পায়, তবে কী উদ্দেশ্যে তারা আসবে, সেখানে সরকারের সাথে কী বোঝাপড়া হতে পারে। সরকার বলেছে, সেসব স্কুলে ২৫ শতাংশ আসন থাকবে আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের জন্য, আবার গ্রামাঞ্চলে যেহেতু শিক্ষাপ্রসারের যুক্তি দেখানো হচ্ছে, আর গ্রামেই দুর্বল অংশের মানুষ বেশি বাস করেন, তাদের জন্য মাত্রই ২৫ শতাংশ আসনে এই সব স্কুলে সুযোগ দেওয়া হবে, সবাইকে এরপর দুইয়ের পাতায়

পৃষ্ঠা ৬

মোদির কড়া বার্তা

দলের সাংসদদের

'নিজেদের বদলান,

না হলে আপনাদের

পাল্টে ফেলা হবে'

আন্দোলনে ইতি

টানছেন কৃষকেরা

জয়পুরে ওমিক্রনে

সকলেই উপসৰ্গহীন

ওমিক্রন, কড

সতর্ক বার্ত

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর।। 'ওমিক্রন'

আতঙ্কে কাঁপছে গোটা বিশ্ব।

ভারতে এখনও পর্যন্ত ২৩ জন

ওমিক্রন আক্রান্তের খোঁজ

মিলেছে। প্রতিদিনই লাফিয়ে

বাড়ছে করোনা ভাইরাসের নয়া

স্ট্রেনে আক্রান্তের সংখ্যা। এর

মধ্যেই কেন্দ্রকে ওমিক্রন নিয়ে কড়া

সতক্বাতা শোনাল ইভিয়ান

মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন।

চিকিৎসকদের সংগঠনের বক্তব্য,

স্বাস্থ্যকর্মী, সামনের সারিতে কাজ

করা কর্মী ও রোগপ্রতিরোধক্ষমতা

কম যাঁদের, তাঁদের জন্য 'অতিরিক্ত'

এরপর দুইয়ের পাতায়

আক্রান্ত ৯ জন,

জমি লিজ দিতে গিয়ে সরকার ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দিতে পারে।

নাূনতম ৪০ শতাংশ ছাড়। স্কুল বাড়িও দেয়া হবে। 'শূন্য' বা 'নগণ্য' সংখ্যার ছাত্রের স্কুলের হিসাব দেখানো হয়েছে ১৯। গ্রামে গ্রামে গুণগত মানের শিক্ষার প্রসারকেই বেসরকারি মালিককে সরকারি পরিকাঠামোতে ঢোকানোর জন্য যুক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে তাতে প্রশ্ন ওঠা থামেনি, বরঞ্চ আরও বেড়ে গেছে। গুণগত শিক্ষার প্রসারই যদি লক্ষ্য হয়, তবে সেটা সরকার নিজে করতে পারছে না কেন, বেসরকারি সংস্থাকে ডেকে বড় কাঠামো, একটু খেল-একটু পড়, ক্যাচআপ'র মত যুগান্তকারী প্রকল্প, কেন্দ্রীয় প্রক্ষে পরীক্ষা, রবিবারেও শিক্ষকদের কাজে যুক্ত রাখা, কোনও শিক্ষককে বিশেষ ট্রেনিং করিয়ে তাদের ল্যাপটপ দিয়ে বিভিন্ন স্কুলে স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত, শিক্ষামন্ত্রীর আচমকা পরিদর্শন, হাতে-নাতে ধরে ফেলা,

শিক্ষা দফতরের উদ্যোগকে ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার এত উদ্যোগের পরেও গুণগত সর্বনাশ ডেকে না আনার জন্য শিক্ষার প্রসারে কি সরকার ব্যর্থ যে শিক্ষামন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। " বেসরকারি সংস্থাকে সুযোগ করে পরিকাঠামোতেই দিতে হচ্ছে, সরকার কি তাহলে এক শিক্ষিকার বদালতে গোটা রাজ্যে ভূমিকম্প

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, একটি বেসরকারি বিদ্যালয়

নিজেরাই সরকারি নিয়ম পদ্ধতি মেনে নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন হলে

বিদ্যালয় পরিচালন কর্তৃপক্ষ

নং ক্রমতালিকায় রয়েছে সুস্মিতা সেন চৌধুরীর নাম। সঙ্গে বিদ্যালয়ের নামও রয়েছে। বলা হয়েছে, সুস্মিতা সেন চৌধুরীকে বদলি করা হয়েছে অমরপুর ইংলিশ তাকে অমরপুর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হেড অফ

নতুন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ নিয়েই এখন চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। করে ফেলেন, এটাই রীতি। কিন্তু সম্প্রতি বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর থেকে একটি বদলির আদেশ বের

হয়েছে। এই বদলির আদেশের ৫ মিডিয়াম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

প্রশ্ন জানা না গেলেও ইতিমধ্যেই এমন একটা ইঙ্গিত যেভাবে ফুলকির অফিসের কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। হঠাৎ করে এমন বদলির মতো জ্বলে উঠেছে তা দেখে আদেশ পেয়ে রীতিমতো হতভম্ব অনেকেই নানারকম আশঙ্কার কথা ভাবছেন। জানা গেছে, বিলোনিয়া হয়ে পড়েছেন এই শিক্ষিকা। তার বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বক্তব্য, এমন বদলির আদেশ পেয়ে বিদ্যালয়ে ভূগোল পড়ান সুস্মিতা তিনি তো আকাশ থেকে পড়েছেন। সেন চৌধুরী নামের এক পিজিটি কারণ, এই বিদ্যালয় তথা শিক্ষিকা। এই বিদ্যালয়ে চাকরিরত গ্র্যান্ট-ইন-এইড-এ চাকরি পেলে কোনও শিক্ষকেরই এতদিন পর্যন্ত কোনওদিনই বদলি হবেন না, কোনও বদলি হয়নি। এই বিদ্যালয় এতদিন পর্যস্ত এটাই তিনি জেনে থেকেও কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকা এসেছেন। কিন্তু দুঃস্বপ্নেও জানেন অন্য কোনও বিদ্যালয়ে বদলি হননি নি রাজ্য সরকার চাইলে এই বিদ্যালয় আবার অন্য কোনও বিদ্যালয় থেকেও বদলি করতে পারে। তবে থেকেও কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকা এর আইনগত কোনও বৈধতা এই বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে রয়েছে কিনা সেই প্রশ্ন পরে হবে। আসেননি। কারণ, বিদ্যালয়টি রাজ্য কারণ, এই বিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্রে সরকারের গ্র্যান্ট-ইন-এইড-এ চলা এরপর দুইয়ের পাতায়

টিএসআর র



সোজা ঝাঁপ মারে সে। আর চোখে মুখে বিষ্ঠা নিয়েও আঘাত গুরুতর এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ ডিসেম্বর।। পুলিশি জীবনে বহু ঘটনা দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকলেও মঙ্গলবার এমন এক ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। যে ঘটনা তাদের কর্মজীবনে কোনওদিন ঘটেনি, কল্পনাও করতে পারেননি। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি পান্না লাল সেন। বিশ্রামগঞ্জ থেকে প্রতিনিয়ত বাইক চুরির ঘটনায় সম্প্রতি চোরচক্রের সন্ধান পায় পুলিশ। এই চক্রের অন্যতম পান্ডা সবুজ ওরফে জাহাঙ্গির হোসেনকে তার সোনামুড়ার বাড়ি থেকে গ্রেফতারও করে তারা। মঙ্গলবার বিশ্রামগঞ্জ থানায় মেডিক্যাল করিয়ে বিশালগড়ের এসডিজেএম আদালতে নিয়ে যাওয়ার পরই আসল কাণ্ড ঘটায় সবুজ ওরফে জাহাঙ্গির হোসেন। জানা গেছে, জাহাঙ্গিরকে নিয়ে পুলিশের এক পুলিশ কর্মী গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে তাকে ধরে ভ্যান যখন ছেচরিমাই পেরিয়ে পরিমল চৌমুহনির ফেলে। অবশ্য ততক্ষণে চলন্ত গাড়ি থেকে পড়ে কাছাকাছি তখনই গাড়িতে পায়খানা করে দেয় অভিযুক্ত । হাতে-পায়ে এবং মাথায় চোট পেয়ে গুরুতর জখম হয়। সবুজ।আর সেই বিষ্ঠা হাতে নিয়ে গাড়িতে তার পাহারায় সবুজ ওরফে জাহাঙ্গির। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ফের থাকা পুলিশ কর্মীদের চোখে মুখে মেরে গাড়ি থেকে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। কিন্তু তার

প্রকাশের পর ওই বিদ্যালয়ের উনার কাছে ফর্ম না ভরাট করালে এদিকে, জেলা শিক্ষা আধিকারিক লক্ষণ দাস বিষয়টি সম্পর্কে উনার মতামত জানিয়ে সম্প্রতি বলেছেন, তিনি কোনও ভাবেই ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এমন টাকা নিতে পারেন না। লক্ষণবাবুর বক্তব্য অনুযায়ী, যদি লিখিত কোনও অভিযোগ আসে তবে যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হবে। আর লক্ষণবাবুর উত্তমবাবুকে বাঁচিয়ে দেওয়ার একটি কৌশল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দীর্ঘদিন ধরেই দাবি উঠেছে, উত্তমবাবুকে এই বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। মুহুরিপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক উত্তম সূত্রধরের নিয়মবহির্ভূত নানা কাজের ফলে বিদ্যালয়টির ছাত্রছাত্রী থেকে অভিভাবক, পরিচালন কমিটির

এরপর দুইয়ের পাতায়

দফতরের দুই আধিকারিক এবং বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রীর অতি ঘনিষ্ট শ্রীসাহাবাবুর দৌলতে উক্ত পর্যন্ত গঠিত হয়নি। কমিটি তো দূরের কথা, উত্তমবাবুর বিরুদ্ধে এর সদস্যদের থেকে শুরু করে ওই রক্তচক্ষুর কারণে তা সম্ভবপর হয়নি। আগেও এমন যত অভিযোগ জমা এলাকার নাগরিক সকলেই কলঙ্কের তিনি ছাত্রছাত্রীদের বলে দিয়েছেন, পড়েছে, সেগুলোরও কিছু হয়নি।

ম্যানেজমেন্ট কমিটি অত্যস্ত এবং বিনিময়ে অর্থ না দিলে তিনি 'আনন্দিত' হয়েছিলেন। আশা স্টাইপেন্ড থেকে ছাত্রছাত্রীদের নাম ছিলো, জেলার শিক্ষা আধিকারিক বাদ দিয়ে দেবেন। স্বভাবতই লক্ষণ দাস খবরগুলোকে এক ছেলেমেয়েরা ভয়ে উত্তমবাবুর জায়গায় করে শিক্ষা দফতরের কাছে নিজেদের তরফ থেকে আশি নজরে আনবেন। কিন্তু তা করা টাকা করে দিয়ে দিয়েছে। এই হয়নি।অভিযোগ,উত্তমবাবু সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে রাজ্যজুড়ে সংশ্লিস্ট অনলাইন স্টাইপেভ ফর্ম ফিলাপ মহলে ব্যাপক ক্ষোভ এবং করিয়ে দেবার নামে ছাত্রছাত্রীদের আলোচনা। কিন্তু হলে কী হবে? এই বক্তব্যটি আদতে যে কাছ থেকে জন প্রতি ৮০ থেকে উত্তমবাবুর কোনও ভ্রুক্ষেপও নেই। ১০০ টাকা করে রোজগার শোনা যাচেছ, বিদ্যালয় শিক্ষা করেছেন। গত বেশ কয়েকদিন ধরেই মুহুরিপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড ফর্ম বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক এমন ফিলাপ করার কাজ শুরু হয়। একটি জঘন্য অপরাধ করেও বহাল ছাত্রছাত্রীরা উক্ত ফর্মটি বিদ্যালয়ের তবিয়তে চাকরি করে যাচ্ছেন। বাইরের বিভিন্ন কম্পিউটার ন্যুনতম উনার বিরুদ্ধে একটি কমিটি দোকানে অনেক কম টাকা দিয়ে করাতে পারতো। কিন্তু উত্তমবাবুর

স্টেশন, ফলে কম পরিকাঠামো NOTIFICATION দিয়ে বেশি সার্ভিস দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন কর্মীরা। আগুন Committee/Council in its 28th meeting which lays down inter alia that "The question of putting a ban on Trade Union Activities in fire services was again discussed at the 28th meeting. It was generally agreed the Union Activities were not conducive to functioning of a Uniform service like the fire service"; নেভানো ছাড়া , অন্য ইমার্জেন্সি সার্ভিসের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে, দাবি-দাওয়াও উঠে WHEREAS, it is also experienced that in order to maintain the efficiency of the Emergency Services which has very specialized role to perform, it is essential tembers of Fire & Emergency Services should not be affected by association, আসছে, এসব দমন করার জন্যই সরকার সংগঠন নিষিদ্ধ করার পথে NOW, THEREFORE, the aforesaid recommendation of the Standing Fire হেঁটেছে। স্ট্যান্ডি কমিটি'র ittee/Council of Ministry of Home Affairs, Gover considered by the State Government in Home (Fire & Emergency Services) Department and it has been considered necessary to put a ban on all types of Associational/ Uni Activities by all Operational Staff of Home (Fire & Emergency Services) Department a accordingly, all types of Associational/ Union Activities by all Operational Staff of Home (Fire & Emergency Services) Department will be treated as banded-necessary to put a ban on all types of Associational/ Union Activities by all Operational Staff of Home (Fire & Emergency Services) Department will be treated as banded-necessary to put a banded with immediations. মিটিঙের যে কথা নোটিশে লেখা হয়েছে, তাতে 'ট্রেড ইউনিয়ন'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন আর অ্যাসোসিয়েশন (A.K. Bhattacharya) 1/2 ditional Secretary to the Sovernment of Tripura. বিষয়টি এক নয়। অ্যাসোসিয়েশনে মানুষ এক সঙ্গে আসেন, নানা দাবিও তুলতে পারেন, অবসরে অপারেশনাল স্টাফদের সব সচিব এ কে ভট্টাচার্য। ফায়ার যাওয়ার সুবিধা, কর্মীদের কল্যাণ, সার্ভিসেস'র কর্মীরা মন্তব্য ইত্যাদি নিয়ে দাবি জানাতে পারেন। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন হলে, সেই

সুবিধাই পাচ্ছেন না। টিএ বিল করে

টাকা পেতে পেতে দেড়-দুই বছর

নিয়োগ নিয়ে প্রথম থেকেই

অভিযোগ উঠতে শুরু করেছিল।

বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায়

আসার পর জাইকা প্রকল্পে

নিযুক্তদের প্রথমেই ছাঁটাই করা হয়।

An Initiative by Joyjit Saha

ড় লে

পর বতী সময়ে বাইরের এক সরকার বেশিরভাগ টাকা বহন করে।

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

9774414298 53 Shishu Uddyan Bipani Bitan

সতর্ক্তবার্তা 'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে <mark>পারুল প্রকাশনী</mark>-র বই কিনুন!

সংস্থাকে নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া এই প্রকল্পে নিয়োগের জন্য

হয়। ওই সংস্থার সঙ্গে চুক্তি বাতিল সফেদ-সহ দুটি সংস্থাকে দায়িত্ব

হওয়ার পর নিযুক্তরা ছাঁটাই হয়ে দেওয়া হয়। মোট ২১৮জনকে

যায়। পরবর্তী সময়ে সফেদের নিয়োগ করে সফেদ।এর মধ্যে মাত্র

মাধ্যমে জাইকার বিভিন্ন প্রকল্পের ৬জন ছিল তপশিলি জনজাতি

৩১০টি পদের জন্য আবেদনপত্র সম্প্রদায়ের। এনিয়েই মামলা করা

চাওয়া হয়। মূলতঃ মৌখিক হয়।অ্যান্থনির দাবি, কোনওভাবেই

ইন্টারভিউ নিয়ে ২১৮জনকে সংরক্ষণের নীতি মানা হয়নি।

HOME (FIRE & EMERGENCY SERVICES) DEPARTMENT SECRETARIAT, AGARTALA.

Dated, Agartala, the 06th December, 2021

করেছেন, তারা অনেক সুযোগ,

রকমের সমিতি/সংগঠন নিষিদ্ধ করা দরকার, এবং সব রকমের সংগঠন ও সমিতি নিষিদ্ধ করা হল। নোটিশ জারি করেছেন অতিরিক্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। জাইকায়

সফেদ সংস্থার মাধ্যমে নিয়োগ

বাতিল করে দিলো ত্রিপুরা উচ্চ

আদালত। শুধু তাই নয়, জাইকার

জন্য সফেদ আর কর্মী নিয়োগই

করতে পারবে না। এই ধরনের

নিদেশিই দিলো ত্রিপুরা উচ্চ

আদালত। এই রায়ের ফলে

জাইকাতে নিযুক্ত ২১৮ জনের

নিয়োগ বাতিল হয়ে গেলো।

জাইকার জন্য সফেদকে দেওয়া

চুক্তিও বাতিল হয়েছে। গত

আগস্টেই সফেদ জাইকায় ৩১০টি

পদের জন্য ইন্টারভিউ ডেকেছিল।

এই পদগুলি ছিল রেঞ্জ ডাটা

এনালিস্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিল্ড

অ্যাকাউন্টেন্ট, ম্যানেজার, রিসার্চ

অফিসার, কম্পিউটার অপারেটর,

প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, অফিস

ম্যানেজার-সহ বেশ কিছু পদ।

এগুলিতে নিয়োগের জন্য সফেদ

ইন্টারভিউ ডেকেছিল। এই বছরের

২৪ আগস্ট পর্যন্ত ছিল আবেদনপত্র

অ্যাকাউন্ট,

কো-অর্ডি নেটর,

লাইভ লিহুড

ফিল্ড

হাসপাতাল

না যমালয় ?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আমবাসা, ৭ ডিসেম্বর।।** রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার বর্তমান হাল মানুষের জীবনের জন্য কতটা বিপজ্জনক তার জলজ্যান্ত প্রমাণ পাওয়া গেলো কুলাইস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালে। জেলা সদরের এই হাসপাতালটিতে চিকিৎসা পরিসেবা নিতে গিয়ে অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলো আসাম রাইফেলস"এ কর্মরত এক জওয়ান। রোগ নিরাময় হতে গিয়ে উল্টো বেঘোরে প্রাণ যাওয়ার উপক্রম তাও আবার এক আধা সামরিক জওয়ানের। বিষয়টি একট খোলাসা করা প্রয়োজন। গত ৩ ডিসেম্বর শারীরিক কিছু সমস্যা নিয়ে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যান ওই জওয়ান। কর্তব্যরত চিকিৎসক যথারীতি ঊনাকে দেখেন এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য রক্তের কয়েকটি পরীক্ষা করানোর জন্য হাসপাতালের প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবে পাঠান।ওই পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট আসে ৬ ডিসেম্বর।রিপোর্টে দেখা যায়, ওই জওয়ানের রক্তের নমুনায় এইচবিএস এজি (HbsAg)

• এরপর দুইয়ের পাতায় । দফতরের জাইকা প্রকল্পের জন্য এই নিয়েই উচ্চ আদালতে একটি এরপর দইয়ের পাতায় এরপর দুইয়ের পাতায় শিক্ষা দফতরের দৌলতেই কলঞ্চের ফাঁদ থেকে মুক্ত প্রধানশিক্ষক

জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। বন নিয়োগ করা হয়। এই নিয়োগ এছাড়া নিয়োগ হয়েছে মূলত



বিদ্যালয় সংক্রান্ত নানা বিষয় সাংবাদিকদের সামনে তলে ধরেন বলে নানা বেআইনি ঘটনাগুলো শিক্ষক উত্তম সূত্রধরের মতো এমন চাপা পড়ে যায়। গত এক সপ্তাহে রাজ্যের বেশ কয়েকটি প্রভাতী পত্রিকায় মুহুরিপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের দায়িত্বরত প্রধানশিক্ষক বাসা তা বাইরে থেকে বোঝা দুষ্কর। উত্তম সূত্রধরকে নিয়ে বেশ কিছু শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ ঘন ঘন সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদগুলোর সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং সত্যতা জানার সুবাদে, সেগুলো

হয়ে পড়ছে। নিজের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ফর্ম ফিলাপ করার নামেও অর্থ নয়-ছয় করতে পারেন কোনও প্রধানশিক্ষক, তার নজির রাজ্যজুড়ে পাওয়া ভার। কিন্তু মুহুরিপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক উত্তম সূত্রধর রাজ্যের শিক্ষিত সমাজের কাছে এক কলঙ্কের প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছেন। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে, রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনের ইতিহাসে অভিযুক্ত লজ্জাদ্ধর ঘটনা দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। শিক্ষা দফতরের অলিন্দে কী পরিমাণ ঘুঘুর



সোজা সাপ্টা

আগরতলা পুর নিগম সহ রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতের মেয়র ও চেয়ারম্যানদের নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করলো ভোটে জিতে আসা শাসক তথা বিজেপি দল। ২৮ নভেম্বর ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর আটদিন সময় লাগলো মেয়র এবং চেয়ারম্যানদের নাম ঘোষণায়। তবে ডেপুটি মেয়র এবং ভাইস চেয়ারম্যানদের এখনও সরকারিভাবে ঘোষণা করা যায়নি বা হয়নি। সম্ভবত এখনও এই নামগুলি নিয়ে শাসক দল চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে যেতে পারেনি। অবশ্য এসব কিছু প্রত্যাশিত। কেননা এবার পুর নিগম সহ বিভিন্ন পুরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতে যেভাবে ভোট হয়েছে এবং যেভাবে শাসক দলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন তাতে তো সবাই মেয়র বা চেয়ারম্যান, ডেপুটি মেয়র বা ভাইস চেয়ারম্যান হতেই পারেন। সবাই তো নিজেদের যোগ্য মনে করতেই পারেন। তবে শাসক দল নিশ্চয় ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মেয়র, চেয়ারম্যান, ডেপুটি মেয়র এবং ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন। কেননা ২০২৩ নির্বাচন বেশি হলে ১৭-১৮ মাস। আর এই সময়ে নগরগুলিতে ব্যাপকভাবে কাজ করতে হবে। মানুষ কিন্তু ৪৪ মাসে প্রত্যাশিত সার্ভিস পায়নি। তাই পুর নিগম ও পুরসভাগুলির দায়িত্বে যারা এসেছেন তাদের উপর বাড়তি চাপ থাকবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, যারা মেয়র বা চেয়ারম্যান হয়েছেন তাদের সাফল্য বা ব্যর্থতার উপর কিন্তু অনেক জায়গায় ২০২৩ নির্বাচনে ভোট হতে পারে। এখন দেখার, মেয়র ও চেয়ারম্যানরা কতটা জনমুখী কাজ করতে পারেন যা দলের জন্য পজিটিভ হয়।

পুলিশ ও টিএসআর'র মুখে বিষ্ঠা

• প্রথম পাতার পর হওয়ায় বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের চিকিৎসক তাকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেন। এই ঘটনায় তাজ্জব হয়ে যাওয়া পুলিশের বক্তব্য, চাকরি জীবনে অনেক চোর-ডাকাত-খুনি- অভিযুক্ত অনেককেই তারা গ্রেফতার করেছেন। নানা জায়গা থেকে নানারকম অভিজ্ঞতার সাক্ষী থেকেছেন তারা। কিন্তু কোনও অভিযুক্ত এমন কাণ্ডও ঘটাতে পারে তা তাদের কল্পনার বাইরে। অনেকদিন ধরেই বিশ্রামগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে বাইক চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। এই ঘটনায় নাজেহাল বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। কিন্তু কোনওভাবেই চোরচক্রের সন্ধান পাচ্ছিলেন না তারা। সম্প্রতি বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামের সামনে আখের রস বিক্রেতা এক যুবককে সন্দেহবশত আটক করে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। সেই যুবককে জেরা করেই আস্ত চোরচক্রের সন্ধান পেয়ে যায় তারা। এর ভিত্তিতেই সোনামুড়ার আড়ালিয়া এলাকা থেকে সবুজ মিঞা ওরফে জাহাঙ্গির হোসেন নামক এক যুবককে আটক করে বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে তারা। মঙ্গলবার সকালে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সবুজ ওরফে জাহাঙ্গিরকে বিশালগড় এসডিজেএম আদালতের দিকে রওনা দেয় তারা। তার পাহারায় তখন গাড়ির ভেতরে হেড কনস্টেবল নারায়ণ দেববর্মা, টিএসআর হাবিলদার বিজয় কান্ত সাহু এবং টিএসআর জওয়ান ব্রজশাখা মুড়াসিং। গাড়িতে উঠেই সবুজ মিঞা ওরফে জাহাঙ্গির উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করে। কিন্তু পুলিশ কর্মীদের সতর্ক দৃষ্টি দেখেই সে বুঝে যায় এখান থেকে পালানো অসম্ভব। তাই নতুন ফন্দি আঁটে সে। কিন্তু তখনও উল্লেখিত পুলিশ কর্মীরা বুঝতে পারেননি, চাকরিজীবনে তাদেরকে এমন অস্বস্তিকর এক পরিস্থিতির শিকার হতে হবে। পরিমল চৌমুহনি এলাকায় আসতেই নিজের জামা-প্যান্টে পায়খানা করে দেয় ওই অভিযুক্ত। এরপর সেখান থেকে নিজের হাতে নিয়েই এই পুলিশ কর্মীদের চোখে-মুখে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করতে শুরু করে। পুলিশ কর্মীরা কিছু বুঝে উঠার আগেই চলন্ত গাড়ি থেকে পিচের রাস্তায় ঝাঁপ দেয় অভিযুক্ত সবুজ। কিন্তু ততক্ষণে চোখে-মুখে বিষ্ঠা নিয়েও টিএসআর জওয়ান ব্রজশাখা মুড়াসিং চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ মারে রাস্তায় আর সঙ্গে সঙ্গেই পাকড়াও করে নেয় ওই যুবককে। আহত অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তার পাহারায় এখন কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে বলে খবর। তবে তার বিরুদ্ধে এবার নতুন ধারাও যুক্ত করেছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। যে কায়দায় সবুজ মিঞা ওরফে জাহাঙ্গির ঝাঁপ মেরেছে এবং পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে এতে পুলিশের অনুমান, সে দাগি আসামি। যেকোনও ধরনের অপরাধ সে করতে পারে। নইলে পালানোর জন্য এভাবে পায়খানা করে চলন্ত গাড়ি থেকে ঝাঁপ দেওয়ার মতো সাহস কোনওভাবেই সে দেখাতে পারতো না। একজন অভিযুক্তের দ্বারা এমন ঘটনায় স্তম্ভিত শুধু বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ নয়, অন্যান্য পুলিশও। কারণ এই জাতীয় ঘটনা তাদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা।

গোটা রাজ্যে ভূমিকম্প

 প্রথম পাতার পর এমনভাবে বদলির কোনও সংস্থান আছে বলে বিদ্যালয় পরিচালক মণ্ডলী পর্যন্ত মনে করতে পারছেন না। তাদের বক্তব্য, হঠাৎ করে কিভাবে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা এমন বদলির আদেশ ধরাতে পারেন তা নিয়ে তারাও সন্দিহান। বিষয়টি নিয়ে তারা দফতরের উপর মহলে কথা বলতে শুরু করেছেন। তবে এর মধ্যে ভুলচুকের ব্যাপারটাকেই বেশি করে দেখছেন। আবার অনেকেই বলছেন তরুণী আইএএস অফিসার চাঁদনী চন্দ্রণ ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসনে দারুণ দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। তিনি যখন কোনও আদেশপত্রে স্বাক্ষর করেছেন, তখন এর পেছনে বহু যুক্তিতর্ক-আইন-কানুন ইত্যাদি থাকাও অস্বাভাবিক নয় বলে তারা মনে করছেন। সুস্মিতাদেবীও জানিয়েছেন, তিনি এ নিয়ে বিস্তারিত কিছুই জানেন না। তবে তার প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা করছেন। সত্যিই যদি ভুলচুক না হয়ে এমন ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তিনি হয়তো-বা এ বিষয়ে আইনের আশ্রয়ও নিতে পারেন। তবে অনেকের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গিয়েছে, ইতিপূর্বে বহুবার ১০৩২৩-র চাকরিচ্যুত শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে। বহু দিন আগে মৃত্যু হয়েছে এমন শিক্ষকেরও বদলি হয়েছে বহুবার। পরে অবশ্য ক্ষমা চেয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক কিংবা আমলা ভুল শুধরে নিয়েছেন। এক্ষেত্রেও একই ধরনের কাণ্ড ঘটতে পারে বলে অনেকের অনুমান। নইলে হঠাৎ করে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠের এক শিক্ষিকাকে সরকার বদলি করতে যাবে কেন? আবার চক্রান্তের গন্ধও পাচ্ছেন অনেকে।

টিকাপ্রাপকের তালিকায় মোদি

• **ছয়েরপাতারপর** প্রিয়দর্শিনী জানিয়েছেন, এই ঘটনার তদন্ত করে দেখা হবে কার গাফিলতিতে এমন কাণ্ড ঘটেছে তার কথায়, "এটা গুরুতর অপরাধ। আমরা কড়া নজরদারি চালাচ্ছি। কিন্তু তার পরেও কী ভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুধু কার্পি নয়, সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নজরদারি চালানো হবে। এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।"এ প্রসঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডে বলেন, "বিষয়টি আমার দফতরের নজরে আসা মাত্রই দুই কম্পিউটার অপারেটরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তদন্ত করতে বলেছি। কেউ দোষী প্রমাণিত হলে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।"

ওমিক্রনে আক্রান্ত ৯ জন

• **ছয়ের পাতার পর** ওমিক্রন আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল কর্নাটকে। সেখানে দুই ব্যক্তির শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়ে। তাঁদের মধ্যে এক জন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ওই রাজ্যে ফিরেছিলেন। এবং পরে তিনি দেশ ছেড়ে দুবাই চলে যান। দ্বিতীয় জন স্বাস্থ্যকর্মী। কিন্তু তিনি বিদেশে যাননি। কী ভাবে তিনি আক্রান্ত হলেন, তা খতিয়ে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। গুজরাটের জামনগরে আরও এক জনের দেহে ওমিক্রন পাওয়া যায়। এর পর মুম্বইয়ে এক মেরিন ইঞ্জিনিয়ারের দেহে এই ভাইরাসের হদিশ মিলেছে। তারপর ধরা পড়ে দিল্লিতেও। আক্রান্ত ব্যক্তি তানজানিয়া থেকে দিল্লিতে ফিরেছিলেন। কোভিড-এর এই নতুন রূপকে নিয়ে ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ভারত-সহ একাধিক দেশ আন্তর্জাতিক বিমানে আগত যাত্রীদের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন-সহ অনেক দেশ সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া শুরু করেছে।

আবার ডুবল লাল-হলুদ

• সাতের পাতার পর দলকে এগিয়ে দেন ওর্টিজ। পাঁচ মিনিট পরেই ম্যাচে দ্বিতীয় বারের জন্য সমতা ফেরায় লাল-হলুদ বাহিনী। ফ্রি কিক থেকে বাঁ পায়ের শটে গোল করেন দেরভিসেভিচ। বিরতির আগে ফের এগিয়ে যায় গোয়া। আত্মঘাতী গোল করেন ইস্টবেঙ্গলের প্রথম গোলের নায়ক পেরোসেভিচ। প্রথমার্ধের শেষে ২-৩ গোলে পিছিয়ে সাজঘরে যায় লাল-হলুদ বাহিনী। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে গোল করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে ইস্টবেঙ্গল। ৫৯ মিনিটের মাথায় প্রায়শ্চিত্ত করেন পেরোসেভিচ। গোয়ার রক্ষণের ভূলে বল পেয়ে বেশ কিছুটা টেনে নিয়ে গিয়ে ধীরাজ সিংহকে পরাস্ত করে গোল করতে কোনও ভুল করেননি তিনি। খেলা যত গড়াতে থাকে দু দলই গোল করার জন্য আক্রমণে ওঠে। ৭৯ মিনিটের মাথায় ডান প্রান্তে বল ধরেন ওর্টিজ। তিনি বল বাড়ান অরক্ষিত অবস্থায় থাকা নগুয়েরার দিকে। গোল করতে ভুল করেননি তিনি। ৪-৩ গোলে এগিয়ে যায় গোয়া। বাকি সময়ে আর গোল আসেনি। শেষ পর্যন্ত হেরে মাঠ ছাড়তে হয় ইস্টবেঙ্গলকে।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা

• পাঁচের পাতার পর করে দানব রূপী জাওয়াদের আক্রমনে তিতিরবিরক্ত হয়ে উঠেছেন ধর্মনগর ও পানিসাগর মহকুমা এলাকার চাষিরা। কথায় আছে 'যদি বর্ষে আঘনে, রাজা যাইন মাগনে'। এ সময়ে পাকা ধান কাটতে না পারায় মাঠেই পচন ধরতে শুরু করেছে। এদিকে চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত ছেচড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের থালা ভাঙ্গা ছেচড়িমাই জাতীয় সড়কের দু'পাশের জমিগুলো বালুয়াছড়ি এবং মন্ডলপাড়া এলাকা। ছেচড়িমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের এই চারটি এলাকা পাতা সবজির জন্য চড়িলাম ব্লুকের মধ্যে পরিচিত। প্রতি ঘরে ঘরে কৃষক আছেন। এক কৃষক চোখের জল ফেলে জানান, তিন কানি জমিতে লাউ চাষ করেছিলেন। প্রায় ৭০০০০ টাকা খরচ হয়েছে। সবেমাত্র লাউ বিক্রি শুরু করেছিলেন। রাঙ্গাপানিয়া নদীর জল ছেয়ে গিয়েছে পুরো মাঠে। রাঙ্গাপানিয়া নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের দাবি করেছেন ওই কৃষকরা। সোনামুড়া মহকুমার সবজির ভান্ডার হিসেবে পরিচিত গ্রাম বেজিমারার সিংহভাগ পরিবার সবজি চাষের উপর নির্ভরশীল। সঙ্গে বছরে দুটি মরসুমে ধান চাষ করে জীবন-জীবিকা রক্ষা করে পরিবার নিয়ে বেঁচে আছে তারা। কিন্তু অকালবর্ষণে সবজি ক্ষেতগুলি নম্ভ হয়ে গেছে। কৃষকরা দাবি তুলেছেন কৃষি দফতর যাতে তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। অন্যদিকে, গত দু'দিনের অকাল বর্ষায় শান্তির বাজার মহকুমার কৃষকরা ব্যাপকহারে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মঙ্গলবার কৃষকদের ক্ষতির পরিমাণ পরিদর্শনে বের হন বগাফা কৃষি দফতরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস ও বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস। একইভাবে করবুক মহকুমার কৃষকরাও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। করবুক এবং শিলাছড়ি ব্লকের অন্তর্গত সমতল অংশের কৃষি জমি জলে তলিয়ে গেছে। কৃষকরা সরকারি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী ন্য়

অভিশপ্ত ফিক্সড ঃ বঞ্চনার

সারা ভারতবর্ষের গৃহীত নীতির উল্টোপথে হেঁটে নজির গড়তে চলেছে মডেল রাজ্য ত্রিপুরা। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে টেট শিক্ষকদের বঞ্চনা এমনটাই দাবি করছে বলে তথ্যভিজ্ঞ মহলের ধারণা। রাজ্যে দীর্ঘদিনের শিক্ষক নিয়োগের ভ্রান্ত নীতির অবসান ঘটিয়ে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে প্রথম এনসিইআরটির গাইডলাইন মেনে টেট ও যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষার মাধ্যমে রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। গুণগতমানের শিক্ষা প্রসারে এক মাইলফলক সূচিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে ফিক্সড প্রথায় শিক্ষকদের নিয়োগ করে এক বঞ্চনার ইতিহাস রচনা করে। ২০১৮ সালে নতুন প্রতিষ্ঠিত বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার সেই বঞ্চনার ইতিহাস জিইয়ে রেখেছে। সারা ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে টেট শিক্ষকদের ফিক্সড প্রথায় নিযুক্তি নেই। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের ধ্বজাধারী বর্তমান সরকার সেই বঞ্চনার আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে কি বার্তা দিতে চাইছেন তা নিয়ে শিক্ষানুরাগী মহলে ধোঁয়াশা। পূর্বতন বামফ্রন্ট আমলে টেট শিক্ষকদের ফিক্সড প্রথার বিরুদ্ধে ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন লড়াই করে এসেছিল। তৎকালীন সরকারের রক্তচক্ষু, ভয় উপেক্ষা করে সংগঠন নিরলস সংগ্রামে মাঠে নেমেছিল। পরিণামহেতু অনেক শিক্ষক নেতৃত্বকে সরকারের রোষানলে পড়ে দূর-দুরান্তে বদলি পর্যন্ত হতে হয়েছে। অথচ এই টেট সংগঠন তখন বক চিতিয়ে তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে লডাই করে সরকার পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টেট শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের দাবিকে সামনে রেখে শীতের সকালবেলা আগরতলা গান্ধিমূর্তির পাদদেশে গণঅবস্থানে শামিল হয়েছিল টেট সংগঠন। তৎকালীন ১৮-র নির্বাচনের প্রাক্মুহুর্তে গণ-অবস্থান মঞ্চে বর্তমান বিজেপির নেতৃত্ব কর্মচারী সন্তোষ সাহা, মুখপাত্র ড. অশোক সিনহা প্রমুখ শামিল হয়েছিলেন এব টেট শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের সপক্ষে সাফাই গেয়েছিলেন। এমনকী তৎকালীন বাম সরকারের ট্রান্সফরমার পরিবর্তনে টেট শিক্ষকদের শামিল হতে আহ্বান রেখেছিলেন। নির্বাচনি ইস্তেহারেও টেট শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ হয়। তবে দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি এত ঢালাও প্রতিশ্রুতির বাণী আজ নীরবে নিভূতে কাঁদে। সেদিন যে সমস্ত টেট শিক্ষকদের পাশে থেকে আন্দোলনকে চাঙ্গা করেছিলেন তাদের প্রতি আজও টেট শিক্ষকরা বিচারের বাণী সঁপে দিয়ে অপেক্ষায় আছেন। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরা টেট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন শিক্ষা দফতরের অধিকর্তা থেকে সচিবের কাছে বিভিন্ন সময়ে ডেপুটেশনে মিলিত হন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর দরবারে বারবার হানা দিয়ে এই সংগঠন তাদের দুঃখ দুর্দশা ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। কিন্তু বারবার আবেদনের পরেও শিক্ষামন্ত্রীর ঝুলি থেকে শুধু প্রতিশ্রুতির ফানুস ছাড়া সমস্যা সমাধানের ছিটেফোঁটা উদ্যোগ কপালে জোটেনি টেট শিক্ষকদের। এটাও সত্যি, দীর্ঘ বঞ্চনাকে বুকে চেপে রেখে টেট শিক্ষক সংগঠন সর্বদা এই জোট সরকারের পাশে থেকে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশীদারিত্বের ছাপ রেখে গেছেন। এত বঞ্চনার পরেও টেট শিক্ষকরা সদ্য সমাপ্ত পুরনিগম ও পুর পরিষদ নির্বাচনে সরকারের পক্ষে সওয়াল করে গেছেন। অথচ শিক্ষক-কর্মচারীদের অন্যান্য বড় বড় মঞ্চ বদলি সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিলেও কতটুকু সরকারকে মাইলেজ দিতে পেরেছেন তা সদ্য সমাপ্ত পুর নির্বাচনেই প্রমাণ মিলে, এমনটাই অভিমত রাজনৈতিক মহলের। রাজ্যে এনসিইআরটির পাঠ্যবই সূচনা থেকে শুরু করে নতুন দিশা— প্রত্যেকটি প্রকল্পে বর্তমান সরকারের যে সাফল্যের খতিয়ান তাতে প্রত্যেক টেট শিক্ষকরা অবদান রেখে গেছেন তার নজির দফতরও অস্বীকার করার উপায় নেই। সর্বদা সরকারের পাশে থেকেও এই টেট শিক্ষকদের বঞ্চনার ইতিহাস আগামীদিনের গুণগতমানের শিক্ষা কর্মযজ্ঞে প্রভাব ফেলবে না তো ? এরকম প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে শিক্ষক মহলে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর টেট-এ নিযুক্ত প্রথম ব্যাচের ৫ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। জন্মলগ্ন থেকে এই সংগঠন এই অভিশপ্ত ৫ বছর ফিক্সড প্রথার বিলোপ সাধনে লড়াই করে আসছে, লড়াই এখনও জারি। এখন দেখার বিষয়, সরকার বাহাদুর এই অভিশপ্ত প্রথার বিলোপ ঘটিয়ে নজির গড়বে কিনা। অপেক্ষার আর মাত্র ৬ দিন। রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত মহল তাকিয়ে আছে বর্তমান ইতি - টেট শিক্ষকবন্দ সরকারের সদিচ্ছার দিকে।

মুক্ত প্রধানশিক্ষক উত্তম

 প্রথম পাতার পর ভাগীদার হচ্ছেন। নিজেকে সব সময় শাসক দলের সমর্থক হিসাবে পরিচয় দিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছেন তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর আগে আগরতলাতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদের খাতা দেখার সময় এক কর্মীকে কামড় দিয়ে আহত করেছিলেন এই একই প্রধান শিক্ষক। লজ্জাষ্কর ওই ঘটনাটি শিক্ষকদের সংগঠনের কয়েকজন নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে ধাপাচাপা পড়ে গেলেও, নিজের অভ্যাস এবং খোলস ছেড়ে বোরয়ে আসতে পারেনান উত্তমবাবু।বিদ্যালয়ের এসাস, এসাঢ়, ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ ফর্ম পূরণ নিয়ে বিদ্যালয়ের একজন ভারপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক টাকা নয়-ছয় করতে পরেন, এ বিষয়টি চিন্তায় আনাও রীতিমতো অসাধ্য ব্যাপার।কিন্তু এরপরও উত্তমবাবুদের মতো অনেক শিক্ষক, শিক্ষিকারাই নানা অন্যায় করেও বহাল তবিয়তে চাকরি করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, বিনা সরকারি স্বীকৃতিতেও বহু শিক্ষক, শিক্ষিকা নিজেদের উজাড় করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করার স্বপ্নে বিভোর। বৈপরীত্যের এই চরম বিষয়টি বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরে বেশি করে দৃশ্যমান। এই খবর প্রকাশের পর রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর ঘটনাটির সঠিক তদন্ত করবে কিনা এবং এর কোনও সুরাহা হয় কিনা, সেটাই এখন দেখার।

চালকের আসনে অনুর্ধ্ব ১৯ দল

• সাতের পাতার পর করতে হবে। বিহারের বিরুদ্ধে জয় না পেলে কোচবিহার ট্রফিতে জয়হীন অবস্থাতেই শেষ করতে হবে। কারণ গ্রুপে ত্রিপুরা এবং বিহারই সবচেয়ে দুর্বল দল। তাই এরকম একটি দলের বিরুদ্ধে জয় পাওয়ার জন্য অবশ্যই ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভরসা জোগানোর মতো বোলিং করেছে ত্রিপুরার ত্রয়ী স্পিনার। আগামীকালও সৌরভ, সন্দীপ এবং অর্কজিৎ-র বোলিং-র দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে ত্রিপুরাকে।

'বদলা' নেওয়ার হুমকি

 ছয়ের পাতার পর চালাচেছ কেন্দ্র। কিন্তু অপর অংশটি এখনও জঙ্গি আন্দোলন চালাচেছ। শনিবার এই জঙ্গি আন্দোলন দমন করতেই ওই এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। সেসময়ই গুলি চালনায় সাধারণ নাগরিকদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। যা নিয়ে এবার ওই বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনটি সরব হল।

হিংসা ছড়ানোয় চার মামলা

• আটের পাতার পর - তদন্তটি করা হচ্ছে। এদিনই বিকালে মেলাঘর থানায় চন্ডুলের বাসিন্দা অমিয় নোয়াতিয়ার বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে পুলিশ মামলার নম্বর ৭৮/২০২১। ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং সাইবার পুলিশ সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া পোস্টগুলি তদন্ত করে দেখছে। পুলিশের বক্তব্য, সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে কিছু লোক রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার ষডযন্ত্র করছে। তাদের বিরুদ্ধেই মামলাগুলি নেওয়া হয়েছে।

ছাত্ৰীকে তুলে নিয়ে ধৰ্ষণ

• আটের পাতার পর - সহযোগিতায় গ্রেফতার করানো হয়। আসাম পুলিশের সাহায্যেই সোমবার জিতেন্দ্র এবং কাজলকে ধর্মনগর আনা হয়। আদালত মঙ্গলবার দুই অভিযুক্তকে জেলহাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। তাদের এখন ঠিকানা ধর্মনগর সাব জেল।

মামলা থেকে খালাস

• আটের পাতার পর - তিনি মঙ্গলবার জানিয়েছেন, পুলিশ শান্তিপ্রিয় আন্দোলনে লাঠিচার্জ কেরছেল। থেনেডে ছুড়ে। পুলিশের আক্রমণে অনেক আন্দোলনকারী জখম হন। পাল্টা পুলিশ গিয়েই সুমনের বিরুদ্ধে মামলা নেয়। এই মামলায় আদালত তাকে বেকসুর খালাস দিয়েছে। এই ঘটনায় পরিষ্কার সত্যকে ঢেকে

গণতন্ত্রকে রুখতে চেস্টা করছে বিজেপি শাসিত সরকার।

চোরের হানা

আটের পাতার পর - চুরির পেছনে এই দুর্বৃত্তদের হাত রয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আশিসও এই ধরনের সন্দেহ করছেন। হিন্দু মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘিরে গোটা এলাকাতেই রাখতে মিথ্যে মামলা দিয়ে । চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

শুরু লোগোর অপব্যবহার

 প্রথম পাতার পর ব্যবহার কার্যত মূল বিষয়টিকে স্লান করে দিচ্ছে। আর এতে রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতরের ভূমিকা অগ্রগণ্য। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির ৭৫ সপ্তাহ আগে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে ক্যাম্পেইনটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন, তা ডান্ডি মার্চের ৯১তম বছরটিকেও ঐতিহাসিকভাবে মনে করায়। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'র সুনির্দিষ্ট লোগো ব্যবহারের নানা নিয়মাবলী করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রককে দায়িত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, একেকটি রাজ্যে যত সংখ্যক পত্রিকা, টিভি চ্যানেল ইত্যাদি রয়েছে, তাতেও বিষয় ভিত্তিকভাবে লোগোটি ব্যবহৃত হতে পারে। অথচ, রাজ্যে এখন পর্যন্ত তথ্য সংস্কৃতি দফতরের তরফে এই বিষয়টি সম্পর্কে মিডিয়া কর্তৃপক্ষকে কিছুই জানানো হয়নি। ঠিক কখন, বা কোন্ অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপটে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের লোগোটি ব্যবহার করা যাবে, তা এখনো জানায়নি তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। শুধু এই দফতর নয়, লোগো ব্যবহার এবং গাইডলাইন না মেনে যত্রতত্র এর ব্যবহার আদতে গোটা উদ্দেশ্যটাকেই স্লান করে দিচ্ছে। যেভাবে একেকটি রাজ্যে এই লোগোটি অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে ব্যবহাত হচ্ছে, এ রাজ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি ঠিক উল্টো। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও এই বিষয়ক অনেকে মেইল ইত্যাদি করেছেন। খুব শীঘ্রই প্রত্যেকটি দফতরকে এই বিষয়টি নিয়ে যদি এখন থেকে সজাগ না করা হয়, তাহলে স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষের আরো বেশ কিছু সপ্তাহ বাকি থাকতেই বিষয়টি তার গৌরব হারাবে।

জরুরি অবস্থা,নিষিদ্ধ সমিতি

 প্রথম পাতার পর সাথে সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দর ক্যাক্ষি করতে পারে, সেটা সংগঠনের অধিকারের মধ্যে পড়ে। সরকার বা কর্তৃপক্ষও কথা বলতে বাধ্য থাকেন। ত্রিপুরায় ফায়ার সার্ভিসেস'র কর্মীদের কোনও ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না কোনওকালেই। সাধারণত এরকম সরকারি দফতরে ট্রেড ইউনিয়ন কোথাও থাকে না। ত্রিপুরা সরকার সব ধরনের সমিতি/সংগঠনই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ত্রিপুরা ফায়ার এন্ড ইমারজেন্সি সার্ভিসেস'র ওয়েবসাইটে 'হাউ ওয়েল ইক্যুইপড ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিস' অংশে এই সরকারের আমলের কোনও কিছু'র কথা নেই। যা আছে সবই আগের আমলের। একটি ৩২ মিটার উঁচু হাইড্রোলিক প্ল্যাটফর্ম'র কথা বলা আছে, তা কেনা হয়েছিল ২০১২ সালে। সেটা দিয়েই বহুতলের বিপদে ছুটে যেতে হয়। যে গাড়ির ছবি দেওয়া আছে ২০১২ সালের, পোর্টেবল ফায়ার পাম্প'র ছবি ২০১৩ সালের। এই ওয়েবসাইট আপডেট হয় না, তাও বলা যায় না কারণ সংগঠন নিষিদ্ধ করার নোটিশ সেখানেই আছে। নতুন মন্ত্রী হয়েছেন রামপ্রসাদ পাল, তার নাম আছে টিপ ম্যানেজমেন্ট'র তালিকায় একেবারে প্রথমে। বছরে কত কল আসে, কত জান-মাল রক্ষা পেয়েছে, তার পরিসংখ্যান আছে। নিয়মিতই আপডেট হচ্ছে। ফলে ২০১২ সালের, ২০১৩ সালের ছবি ইঞ্চিত করে নতন সরকারের আমলে বলার মত কিছ নেই। ভারত সরকারের স্ট্যান্ডিং ফায়ার অ্যাডভাইসরি কমিটি/কাউন্সিল'র এই সপারিশের সনদ প্রকাশ হয়েছিল প্রায় ২৩ বছর আগে। সেই সুপারিশ সম্বল করে এখন দমকল কর্মীদের সংগঠন করার অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই সুপারিশের পর দীর্ঘ তেইশ বছর কেটে গেছে, সংগঠনও ছিল, সংগঠন নিষিদ্ধ না হওয়ায় দফতরটির কর্মীরা দক্ষতা হারিয়েছেন বা আরও অদক্ষ হয়ে পড়েছেন বলে কেউ জানাতে পারেননি। সরকারি কর্মচারীদের নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি সরকারে এসেছিল, তার কিছুই পালন করেনি বলে বিরোধীরা সব সময়েই অভিযোগ তুলে আসছেন। সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আপত্তিকর মন্তব্য করছেন বলেও তাদের তীব্র অভিযোগ। ২০১৮ বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি সামাজিক মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চনা নিয়ে একটি ভিডিও প্রচার করত, তাতে বলা হয়েছিল, বিজেপি ক্ষমতায় এলে, যার বেতন কৃড়ি হাজার, তার হবে চল্লিশ হাজার, আর যার বেতন চল্লিশ হাজার, তার হবে সোয়া লাখ টাকা। সেরকম হয়নি এখনও। কংগ্রেস-টিইউজেএস জোট সরকারের সময়ে ত্রিপুরায় পুলিশ বিদ্রোহ হয়েছিল। নীচের দিকের পুলিশ কর্মীরা ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন। সরকার তখন দমন-পীড়ন করেছিল, কিন্তু তার স্থায়ী প্রভাব থেকে যায়, পরের নির্বাচনেও তার প্রভাব পড়েছিল। সাধারণ মানুষও সেই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। সে বারেও পলিশে সংগঠন করার দাবি উঠেছিল আন্দোলনে। পলিশকে যারা চালান, সেই সব অফিসারদের সংগঠন ঠিকই আছে। আইপিএস ক্যাডারদের সংগঠনের কথা বছর দই আগে প্রাক্তনমন্ত্রী বাদল চৌধরীকে গ্রেফতারের সময়ে এক আইপিএস অফিসার বরখাস্ত হওয়ার পরেই শোনা গিয়েছিল। তারাও ইউনিফর্ম সার্ভিসেরই কর্মী।

ওমিক্রন, কড়া সতর্ক বার্তা

🏿 প্রথম পাতার পর টিকার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে। নইলে পরিস্থিতি ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। চিকিৎসকেরা এদিন বলেন, ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের টিকাকরণ দ্রুত শেষ করতে হবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ওমিক্রন নিয়ে রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেন চিকিৎসকদের সর্বভারতীয় সংগঠনটি। তাদের বক্তব্য, ইতিমধ্যে একাধিক রাজ্যে ওমিক্রন আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা বাড়বে বৈ কমবে না। আইএমএ-র বক্তব্য, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো যে সব দেশে প্রথম ওমিক্রনের খোঁজ মেলে, সেখানকার বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ভাইরাসটি দ্রুত সংক্রমণ ছড়াতে সক্ষম। ফলে খুব তাড়াতাড়ি বহু সংখ্যক মানুষের সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কেন্দ্রের মাথাব্যথা বাড়িয়ে এদিন আইএমএ-র তরফে বলা হয়, যে সময়ে একটু একটু করে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরছিল দেশে, সেই সময় ওমিক্রন বিপরীত পরিস্থিতি তৈরি করছে। আমরা যদি প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করি তবে ভয়ঙ্কর তৃতীয় ঢেউয়ের মুখে পড়তে হবে। ভারতের ৫০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক কমপক্ষে টিকার একটি ভোজ পেয়েছেন ইতিমধ্যেই। এর ফলেই পরিস্থিতি আগের তুলনায় নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই কথা উল্লেখ করেও আইএমএ চিকিৎসকেরা বলেন, এই কারণেই টিকাকরণে আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত সরকারের। যা ওমিক্রনের দাপট রুখতে সাহায্য করবে। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে টিকা পৌঁছে দিতে হবে। যারা একটি ডোজ পেয়েছেন, তাদের জন্য দ্বিতীয় ডোজের ব্যবস্থা করতে হবে অতি দ্রুত।

হাসপাতাল না যমালয়?

🏿 প্রথম পাতার পর পজেটিভ অর্থাৎ ওই জওয়ান অস্ট্রেলিয়ান জন্ডিসে আক্রান্ত। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসক ঊনার চিকিৎসাও শুরু করে দেন। অস্ট্রেলিয়ান জন্ডিসের মত বিপজ্জনক রোগ নিরাময়ে ঔষধপত্রও লিখে দেন। কিন্তু ওই জওয়ান হাসপাতালের ল্যাবের উপর বিশ্বাস না রেখে ৭ ডিসেম্বর সকালে স্থানীয় একটি বেসরকারি ল্যাবে রক্ত পরীক্ষা করান এতে দেখা যায় HbsAg নেগেটিভ। সাথে সাথেই সে পার্শ্ববর্তী আরেকটি ল্যাবে পরীক্ষা করিয়ে দেখেন সেখানেও পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ। অর্থাৎ ওই জওয়ানের রক্তের নমুনায় অস্ট্রেলিয়ান জন্ডিসের লেশমাত্রও নেই। এখন প্রশ্ন হল, যে কঠিন রোগে সে আক্রান্তই নয় সেই রোগের ঔষধপত্রাদি ব্যবহার করলে তার পরিণাম কতটা ভয়ানক হতে পারে তাই বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হবার প্রয়োজন নেই। জেলা হাসপাতালের ওই রিপোর্ট কার্ডে আরোও হাস্যকর বিষয় হল, তাতে লেখা আছে ওই জওয়ানের রক্তে সুগার ও এলবুমিন অনুপস্থিত। এখন প্রশ্ন হল, কোনও জীবিত মানুষের রক্তে কখনো সুগারশূন্য বা এলবুমিন শূন্য হতে পারে কি? একটি জেলা হাসপাতালের ল্যাব টেকনেশিয়ানের কি এতটুকু জ্ঞানও নেই। এমনটাতো হতেই পারে না। তাই কোথায় এবং কেন এই ভেজাল তার ছানবিন করতে গিয়ে যে ভয়ানক চিত্র পাওয়া গেলো তা এককথায় হাড হিম করা সত্য। আর সত্য তলে ধরা হবে পরবর্তী সংখ্যায়।

মুখ পুড়লো সরকারের

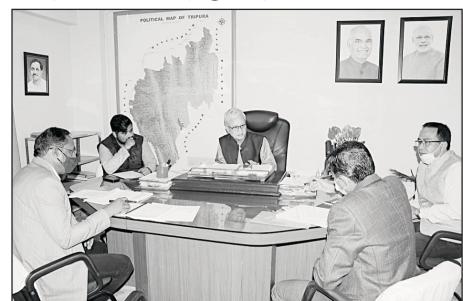
 প্রথম পাতার পর মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ছিল ৫০। দেখা গেছে কেউ কেউ ৫০-এ ৫০-ই পেয়ে গেছেন। অথচ টিপিএসসি থেকে শুরু করে ইউপিএসসি পর্যন্ত যেকোনও নিয়োগের ক্ষেত্রেই মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ১৫ থেকে ২০'র মধ্যে হয়। অথচ সফেদ মৌখিক পরীক্ষার জন্যই ৫০ নম্বর রেখে দেয়। জাপান সরকার সফেদকে আগেই কালো তালিকায় রেখেছিল। অথচ বন দফতর জাপান সরকারকে না জানিয়ে সফেদের সঙ্গেই লোক নিয়োগের চুক্তি করে। এই মামলাটি শুনানির জন্য ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মোহান্তি এবং বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে উঠে। মামলায় রাজ্য সরকারকে জবাব দিতে নির্দেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত। যথারীতি জবাব দেওয়ার পর মঙ্গলবারই মামলার ফয়সলা করে উচ্চ আদালত। উচ্চ আদালত সফেদের মাধ্যমে নিয়োগ বাতিল করেছে। শুধু তাই নয়, সামনের দিনগুলোতে জাইকা প্রকল্পে নিয়োগে সংরক্ষণ মান্যতা দেওয়া-সহ জাপান সরকারের অনুমোদিত সংস্থাকে দেওয়ারও কথা বলেছে উচ্চ আদালত। অন্যদিকে, সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন সরকারি আইনজীবী দেবালয় ভট্টাচার্য। তিনি জানিয়েছেন, সফেদের মাধ্যমে নিয়োগ মানেনি উচ্চ আদালত। এই সংস্থার সঙ্গে চক্তি বাতিল করে দিয়েছে। যে কারণে সফেদের মাধ্যমে নিয়োগেরও কোনও বৈধতা রইলো না। অথচ এই সফেদের মাধ্যমেই রাজ্য সরকার এখন প্রত্যেক দফতরে নিয়োগ করছে। খোদ তথ্য সংস্কৃতি দফতরেও ৩৫ হাজার টাকার বিনিময়ে কয়েকজন সংবাদপত্র কর্মী-সহ এক বিধায়কের মেয়েকে নিয়োগ করেছে। এই নিয়োগের আগেও তথ্য সংস্কৃতি দফতরের কথা বলে বেশ কিছু নিয়োগ করা হয়েছিল। এই নিযুক্তদের তালিকায় ঢুকে পড়েছিলেন এক সাংবাদিকের ছেলেও। এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে বিপল টাকার লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। সফেদের মাধ্যমেই নাকি নিয়োগ এখন চলছে টাকা লেনদেনের বিনিময়ে। এই ধরনের অভিযোগ প্রায়ই তুলছেন বঞ্চিত বেকাররা। তাদের দাবি, শাসক দলের একনিষ্ঠ কর্মীদেরও নিয়োগের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। কারণ টাকার বিনিময়ে নিয়োগ পেয়ে যাচ্ছে ক্যাডাররা। এমন উদাহরণ অসংখ্য রয়েছে। সফেদের নিয়োগ প্রক্রিয়াগুলি তদন্ত করে দেখারও দাবি উঠেছে। শুধু তাই নয়, সফেদের মাধ্যমে নিয়োগে যুক্ত অফিসারদের আয়ের তুলনায় সম্পত্তি বেশি কিনা তা ভিজিলেন্স দিয়ে পরীক্ষা করানোরও দাবি উঠেছে।

৭৫% ছাড়ে স্কুল বেসরকারি হাতে

 প্রথম পাতার পর নয়। দাঁড়ায় য়ে এই ২৫ শতাংশ বাদ দিলে অন্যরা এইসব উঁচু গুণমানের স্কুলে শিক্ষা বিনা পয়সায় পাবে না। মানে, গ্রামীণ এলাকার হলেই সরকারি স্কুলের মত শিক্ষার সুযোগ নাও পাওয়া যেতে পারে। তাতে গ্রামীণ এলাকায় সার্বিকভাবে উন্নত মানের শিক্ষা নাও ছড়াতে পারে। উন্নত শিক্ষা প্রসারের নামে বৈষম্য তৈরির কানাগলি তৈরি হওয়ারও সুযোগ থাকছে যদি সেসব স্কুল ঠিকই উন্নত মানের হয়। মডেল রাজ্যে ত এমন হওয়ার কথা নয়। বেসরকারি সংস্থা যখন আসবে, তারা ব্যবসায়িক দিক বিবেচনা করেই আসবে, দাতব্য সংস্থা খুলতে নয়। সরকার লিজে ছাড়ের ব্যাপারে সেসব সংস্থার অন্য স্কুলের ফলাফল দেখে বিচার করবে, আবার রাজ্যের স্কুলগুলির ফল সময়ে সময়ে খতিয়ে দেখবে, তাতে যদি ৮৫ শতাংশ গড় নম্বরের ছাত্রওয়ালা স্কুল ৭৫ শতাংশ ছাড় পেয়ে এখানে সেই মান ধরে না রাখতে পারে, তাহলে কি তাদের পুরো দাম দিতে হবে, তা মন্ত্রী কিছু বলেননি। বেসরকারি সংস্থা ব্যবসা বুঝেই ঝাঁপাবে, গ্রামীণ এলাকার স্কুল হলেও, ছাত্ররা সেসব এলাকারই হবে, তার গ্যারান্টি দেওয়ার কোনও শর্ত নেই। ছাত্র রাজ্যের হবে না, অন্য জায়গার হবে, সে বিষয়েও কিছু নেই। দিল্লিতে আপ সরকার সরকারি স্কুলের এমন সব উন্নতি ঘটিয়েছে যে বেসকারি স্কুল ছেড়ে পড়ুয়ারা সরকারি স্কুলে এসেছে। তাছাড়াও ডবল, বলা যায় ত্রিপল ইঞ্জিনের সরকার চলছে, তাতে রাজ্যের বিজেপি সরকার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বলে সেসব 'শূন্য' বা 'নগণ্য' পড়ুয়াদের স্কুলগুলিকে কেন্দ্রীয় স্কুলে পরিবর্তিত করতে পারলে গুণগতমানের কথা দাঁড়াত। প্রতি বছর বেসরকারি স্কুল থেকেও কেন্দ্রীয় স্কুলের ফল ভাল থাকে। তবে যদি নৈতিকতা হয় পাবলিক মানিতে বানানো স্কুলে বসবে বেসরকারি স্কুল, তবে ব্যাখ্যা অন্যরকম হতে পারে। ১৯ স্কুলে আসার পর তা আরও ছড়িয়ে পড়বে না, সেটাই কে জানে! কে জানে আরও স্কুল ছাত্রশূন্য হয়ে পড়বে না ! ছাত্র, অভিভাবক, ছাত্র সংগঠন সব স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনা না করে সব চূড়ান্ত করে শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বনাশ ডেকে না আনার জন্য আহ্বান রেখেছেন মন্ত্রী। তাতে অবশ্য ইঙ্গিত মেলে যে সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণমানের আমদানি করতে পারেনি, বেসরকারি সংস্থার মানই মানদন্ড, সরকার তা তৈরি করতে ব্যর্থ বলেই গ্রামাঞ্চলে 'গুণগত মানের শিক্ষার' আরও বেশি প্রসারের জন্য বেসরকারি সংস্থার শরণ নিচ্ছে সরকার। প্রতিবাদী কলম ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত যে ছাড় দেয়া হতে পারে, কম ছাত্রের স্কুলকে বেসরকারি সংস্থার কাছে দেয়া হতে পারে, তা লিখেছিল মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত হওয়ার আগেই, যখন এই পলিসির কাগজপত্র তৈরি হচ্ছিল, তখনই লেখা হয়েছিল। প্রতিবাদী কলম কিছু চাপেও পড়েছিল তার জন্য। প্রতিবাদী কলম ভুয়ো খবর ছাপায় না, অসত্য তথ্য দিয়ে কাউকে বিভ্রান্ত করে না।

জল জীবন মিশন বাস্তবায়নে বৈঠক

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ **ডিসেম্বর।।** রাজ্যে জল জীবন মিশনের সঠিক বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন যে সমস্ত এলাকাগুলি রয়েছে সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ ও ট্রান্সফরমার স্থাপনের লক্ষ্যে মঙ্গলবার সচিবালয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী যীষুও দেববর্মার অফিস কক্ষে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতর এবং বিদ্যুৎ দফতরের যৌথ উদ্যোগে এক উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উ পমুখ্যমন্ত্রী যীষুও দেববর্মার সভাপতিত্বে এদিনের বৈঠকে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। সভায় আলোচনায় উপমুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিদ্যুৎমন্ত্ৰী যীষুও দেববৰ্মা জল জীবন মিশনে রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাসপিরেশনাল ব্লকগুলিকেও প্রাধান্য দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পাশাপাশি তিনি এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে পরিকল্পনা কার্যকর করে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্যে জল জীবন মিশন বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই



প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে মিশন মুডে কাজ করছে দফতর। সভায় আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ১ মাসের মধ্যে ১৮১টি ট্রান্সফরমার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতরের ৭২২টি স্মলবোর ডিপ টিউবওয়েল চালু করতে দ্রুত প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সংযোগেরও ব্যবস্থা করা হবে। বিদ্যুৎ সংযোগ এবং ট্রান্সফরমার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হলে

বিশাল সংখ্যায় প্রায় ৩০ হাজার

পানীয় জলের কানেকশন দেওয়া সম্ভব হবে বলে সভার আলোচনায় উঠে আসে। এর জন্য ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ দফতরকে প্রয়োজনীয় অর্থও প্রদান করা হয়েছে বলে সভায় প্রদত্ত তথ্যে জানা যায়। সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতর এবং বিদ্যুৎ দফতরের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া পানীয় জল প্রকল্প সমূহের সঠিক বাস্তবায়নে এখন থেকে প্রতি মাসে বৈঠক করা হবে বলে সভায় আলোচনায় প্রাধান্য পায়। পানীয় জল প্রকল্প সমূহ দ্রুত কার্যকর করার জন্য সভা

থেকে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতর এবং বিদ্যুৎ দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করা হয়েছে। সভায় পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব দেববর্মা রাজ্যে জল জীবন মিশনে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার প্রক্রিয়ার অথগতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন করেন। সভায় বিদ্যুৎ দফতরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. এম এস কেলে প্রমুখ উপস্থিত হয়ে আলোচনায় অংশ নেন।

করোনায় ফের মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ।। করোনায় আবারও মৃত্যু। রাজ্যে পজিটিভ রোগীর সংখ্যা নামলেও মৃত্যু কিছুতেই থামছে না। এখন পর্যন্ত ৮২৩জন পজিটিভ রোগী মারা গেলেন। মঙ্গলবার একজন মৃত্যুর সঙ্গে নতুন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন ৮জন। তাদের মধ্যে ৫ জনই পশ্চিম জেলার। স্বাস্থ্য দফতর। জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২১৪৩ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১ হাজার ৮২৪ জনের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়। বাকিদের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়েছে। অ্যান্টিজেনেই ৮জন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। সংক্রমণের হার ছিল দশমিক ৩৭ শতাংশ। এই সময়ে করোনা মুক্ত হয়েছেন ১৭জন। মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্যে ৭৫জন পজিটিভ রোগী চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছিলেন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় পজিটিভ রোগীর সংখ্যা নামলো ৬ হাজারে। এই সময়ে মারা গেছেন ২২০জন পজিটিভ রোগী।



সমস্ত গরিব ছাত্রছাত্রীদের বই

পোশাক ও পড়াশোনার

ব্যয়ভার থাহণ কর বে।

থামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের

মধ্যে গুণগত মানের শিক্ষা

আরও বেশি করে প্রসারের

জন্যই শিক্ষা দফতর এই পলিসি

গ্রহণ করেছে। তিনি জানান,

গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের

ছোট্ট একটা অংশ এই সত্য

বিষয়টিকে লুকিয়ে রেখে অসত্য

তথ্য প্রকাশ করে রাজ্যের

মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। রাজ্যের শিক্ষা দফতরের উদ্যোগকে ভুল

ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায়

সর্বনাশ ডেকে না আনার জন্য

শিক্ষামন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও

শিক্ষা দফত রের অধিকর্তা

চান্দনী চন্দ্ৰণ উপস্থিত ছিলেন।

াদাল্লর বেঠকে

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর।। তৃণমূলের

সংসদীয় কমিটি-র বৈঠকে ফের

দূর্নীতি মুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন। কিন্তু কঙ্কাল চেহারা। সোমবার রাতে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর ডাবল আমবাসা বাজারের ঠিক মধ্যবর্তী

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ।। যেখানে পাশে রাখা মাটি ধসে

মনমোহিনী

স্লোগানগুলির অন্যতম হল 'না

খাওঙ্গা, না খানে দুঙ্গা ' অনুরুপ

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর স্লোগান হল

স্থানে কংগ্রেস অফিসের সামনে ইঞ্জিনের প্রশাসনে বাস্তব সত্য ঘটে এই ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে হল- খাওয়া এবং খাওয়ানো দুটোই চলছে বেশ জম্পেশ ভাবে। নির্মীয়মাণ ড্রেনের এই ভূপতিত ফলে প্রশাসনে স্বচ্ছতা একটি হওয়ার দৃশ্য ব্যবসায়ীদের নজরে আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। পরিণাম আসতেই দেখা দেয় তীব্ৰ ক্ষোভ। যা হওয়ার তাই , নির্মাণ ক্ষুদ্ধ ব্যবসায়ীরা দুই-এক জন চলাকালেই ভেঙে পড়েছে কোটি সংবাদকমীকে ডেকে এনে টাকার ড্রেন। তাও আবার জাতীয় তাদের ক্ষোভের কথা বয়ান করে। স্তরের নির্মাণ এজেন্সি এন এইচ ঐ ব্যবসায়ীরা জানায়, চারমাস আই ভি সি এল- এর তত্তাবধানে আগে এই ডুনে নির্মাণ শুরু চলমান কাজ বলে কথা। গত দুই করেছে আগরতলার এক দিনের অকাল বর্ষণে আমবাসা ঠিকাদার। শুরু থেকেই এই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মুখথুবড়ে পড়ার এই ঘটনা। অভিযোগ উঠতে শুরু করে। প্রথমে পুরোনো ড্রেনের কয়েক লক্ষ ইট গায়েবের পর নতুন ড্রেন নির্মাণে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠে। পাঁচ থেকে ছয় ফুট উঁচু ড্রেনের আর সি সি ওয়ালের প্রস্থ কোথাও কোথাও চার ইঞ্চিতে ঠেকেছে।রড ব্যবহার হচ্ছে সর্বোচ্চ ৬-৮ এম এম সাইজের। ব্যবসায়ীদের দাবি, এই ড্রেন ভেঙে পড়া ছিল কেবল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। অকাল বর্ষণে এই ভাঙ্গন আংশিক হলেও কালের বর্ষণে ভাঙ্গন পূর্ণতা পাবে। বাজারের ব্যবসায়ীরা যখন তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল ঠিক তখনই ঠিকাদারের পক্ষে বহুমুখী যুক্তির ডালি সাজিয়ে ময়দানে উদয় হয় বাজার সেক্রেটারি অমৃত রায়। উনার মতে কাজ যথার্থই হচেছ। ঠিকাদারের পক্ষে সেত্রেটারিবাবুর এই ব্যাট ধরায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এদিকে জানা যায় যে, এন এইচ আই ভি সি এল থেকে কাজের বরাত পেয়েছে বহির্রাজ্যের এক সংস্থা। ঐ সংস্থা নিজেদের লভ্যাংশ রেখে আগরতলার এক ঠিকাদারকে নিয়োগ করেছে। ওই ঠিকাদারই

জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ

মডেল রাজ্যে নির্মাণকালেই

ভূপতিত কোটি টাকার ডেন

গিয়ে নির্মীয়মাণ ড্রেনের আর সি

সি ওয়ালে সামান্য চাপ সৃষ্টি

করতেই বেরিয়ে পড়েছে

তথাকথিত মডেল রাজ্যের হাড়



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ **ডিসেম্বর।।** রাজ্যের জনজাতিদের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নে বহুমুখী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জনজাতিদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। মঙ্গলবার আগরতলার মেলারমাঠে নবকলেবরে নতুন ত্রিতল বিশিষ্ট কুমারী মধুতী রূপশ্রী অতিথিশালার উদ্বোধন করা হয়েছে। শিলং-এ জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বয়েজ হোস্টেল নির্মাণের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু করা হবে। এছাড়া জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের लिখा পড়ার সুবিধার্থে দিল্লি, গুয়াহাটি, চেন্নাই, মুম্বাই, হায়দরাবাদে এসটি হোস্টেল খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া মঙ্গলবার আগরতলার মেলারমাঠে নবনির্মিত ত্রিতল বিশিষ্ট কুমারী মধুতী রূপশ্রী (কে এম আর) অতিথিশালার উদ্বোধন করে একথাগুলি বলেন. ০.২৫৬ একর জায়গার উপর নির্মিত এই অতিথিশালায় মোট ৬৪টি শয্যা রয়েছে। এর মধ্যে ৩০টি পুরুষদের, ৩০টি মহিলাদের ও ৪টি

দিব্যাঙ্গজনদের জন্য রাখা হয়েছে। অতিথির ভাষণে জনজাতি কল্যাণ প্রদীপ জেলে ও ফলক উন্মোচন করে এই অতিথিশালার উদ্বোধন করে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, এর আগেও ২নং এমএলএ হোস্টেল সংলগ্ন কে এম আর অতিথিশালা ছিলো। কিন্তু এখন এটি অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। নতুন ত্রিতল বিশিষ্ট এই অতিথিশালা চালু হওয়ায় জনজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী. রোগী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রমুখ দূর দুরান্ত গভাছড়া, কাঞ্চনপুর, ভাভারিমা, কৈলাসহর, সাব্রুম থেকে আগরতলায় এসে এই অতিথিশালায় ৫০ থেকে ১০০ টাকা ভাড়ায় থাকতে পারবেন। অন্য হোটেলে থাকতে গেলে অনেক টাকা ভাড়া দিতে হবে। যারা আগরতলায় সবজি ও অন্যান্য পণ্য বিক্রয় করে রাতে বাড়ি ফিরতে পারবেন না, তারাও এখানে রাত্রি যাপন করতে পারবেন। তিনি বলেন, এই অতিথিশালা সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনায় স্থানীয়দেরও সহযোগিতা করতে হবে। পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ও শান্তিশৃঙ্খলায় সকলকে একসাথে চলতে হবে। বিশেষ

দফতরের সচিব পুণিত আগরওয়াল বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্ৰক এই অতিথিশালা নির্মাণের অনুমোদন দেয়। এখানে থাকার ও খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি বলেন, জনজাতিরা যাতে আরও সুযোগ সুবিধা পান সে বিষয়ে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনজাতি কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা ডা. বিশাল কুমার। স্বাগত ভাষণ দেন জেলা উন্নয়ন আধিকারিক বি রাঙ্খল। উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দফতরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এএইচ হালাম, চিফ এগ্জিকিউটিভ অফিসার সঞ্চয়িতা দাস, অন্যান্য আধিকারিকগণ, শিল্পী ও ছাত্রছাত্রীগণ। উল্লেখ্য, এই অতিথিশালা নির্মাণে এমপিএ প্রকল্পে ৪৯৪.২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। জনজাতি কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে ত্রিপুরা আবাসন ও নির্মাণ পর্ষদ এই অতিথিশালা নির্মাণ করেছে। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ত্রিপুরা স্টেট অ্যাকাডেমি অব ট্রাইবাল কালচারের শিল্পীগণ।

নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী দিলে

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ **ডিসেম্বর।।** রাজ্যের থামীণ এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয় যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শুন্য বা অতি নগণ্য সেইসব বিদ্যালয়ের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ঘটানোর উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা দফতর। এক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত দেশের বিভিন্ন বিখ্যাত সংস্থাকে ওই সমস্ত বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করার জন্য শিক্ষা দফতর আহ্বান জানিয়ে ছে। মঙ্গলবার সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, গত ২৬ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার শুন্য বা এবং ৪টি বিদ্যালয়ে রয়েছে ২ জন অনুমোদিত বিদ্যালয়ে ১৫০০ অনুমোদন দিলেই রাজ্য সরকার অতি নগণ্য সে সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। দীর্ঘদিন ধরেই এই মতো ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা সেই শিক্ষা সংস্থাকে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে গুণগতমানের শিক্ষা প্রদান করার উদ্যোগ নেবে শিক্ষা দফতর। তিনি জানান, রাজ্যে মোট ৪,২০০টির মতো বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ২,৬০০'র মতো বিদ্যালয় সরাসরি রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত এবং ১,৬৩০টি বিদ্যালয় এডিসি দ্বারা পরিচালিত। রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এমন ৩টি বিদ্যালয় রয়েছে

যেখানে ছাত্রসংখ্যা শুন্য, ৩টি

২টি বিদ্যালয়ে রয়েছে ৩ জন ছাত্রছাত্রী। সেরকম এডিসি পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এমন ৪টি বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা শুন্য, বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এরকম অবস্থায় ছলি। রাজ্য সরকার সেই বিদ্যালয়গুলিকে চালু করার চেষ্টা করছে। সে জন্য শিক্ষা দফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশের বিভিন্ন নামকরা শিক্ষা সংস্থার মাধ্যমে সেই বিদ্যালয়গুলি গুণগতমানের শিক্ষা সম্প্রসারণ করা। তিনি জানান, রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের শিখনস্তরের উন্নয়ন ঘটাতে, গ্রামীণ এলাকায় সেন্টার অব এড়কেশনাল এক্সিলেন্স তৈরি বিদ্যালয়ে রয়েছে ১ জন ছাত্র, ১টি

অ্যাক্টিভিটি ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চাল ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন শিক্ষা সংস্থাকে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় যুক্ত হতে আহ্বান জানানো হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা সংস্থাগুলিকে থাকতে হবে অথবা ১টি বিদ্যালয় হলে কমপক্ষে ১০০০ ছাত্ৰছাত্ৰী হতে হবে এবং দ্বাদশ মান পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের পর পর ৩ বছর গড়ে ৮৫ শতাংশ মার্কস থাকতে হবে। সেই সমস্ত সংস্থাগুলিকে রাজ্য সরকার জমি লিজ দেওয়ার ক্ষেত্রে ৭৫

৭৫-৮০ শতাংশ হলে ৪০ শতাংশ ডিসকাউন্ট দেবে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্য সচিবের ইনভেস্ট মেন্ট ফেসিলিটেশন কমিটি বিভিন্ন ২টি বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা ১ জন দেশের অন্তত ২টি সি বি এস ই দিকগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ছাত্রছাত্রীর স্বল্পতার দর্ত্ণ যে সমস্ত বিদ্যালয়গুলি সংস্থার পরিচালনায় দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে সেই বিদ্যালয়গুলি বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের বই, পোশাক সহ পড়াশোনার শতাংশ ডিসকাউন্ট দেবে। ব্যবস্থা রাজ্য সরকার বহন অনুরাপভাবে কোনও সংস্থার করবে। পাশাপাশি ওই পরিচালিত বিদ্যালয়ে দ্বাদশমান বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের গড় নম্বর ২৫ শতাংশ আসন গরিব করতে, শিখন পদ্ধতিতে নতুনত্ব ৮০-৮৪ শতাংশ হলে ৫০ ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত বিদ্যালয়ে রয়েছে ২ জন ছাত্র এবং আনতে, কম্পিউটার ও শতাংশ ডিসকাউন্ট এবং থাকবে। রাজ্য সরকার সেই



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ।। সংখ্যালঘু অংশের এক মৃতদেহ'র কবর ঘিরে উত্তেজনা।অন্য ধর্মের বিশ্বাসীদের। এখানেই একটি বিশ্বাসী লোকজনের ভিড়ে গিয়ে মঙ্গলবার মৃতদেহ কবর দেওয়া দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার। আগেও হয়। এই ঘটনাটি হয়েছে এই ধরনের কবর দেওয়া হয়েছে বাধারঘাটের নাথপাড়ায়। বলে জানা গেছে। এদিন কবর এমনিতেও মুসলিম বাড়ি

ওয়ার্ড এলাকার এই পাড়াটি রাস্তা থেকে মাত্র ৫০ মিটার ভেতরে। এলাকায় বেশিরভাগ ঘর হিন্দু ধর্মে খালি জায়গায় মৃতদেহ কবর আগরতলা পুর নিগমের ৪৫ নম্বর দিতে মৃতদেহ আনতে দেখে হাতেগোনা। তাদের কেউ মারা

এলাকার কয়েকজন লোক আপত্তির কথা জানান। তাদের বক্তব্য, আইন অনুযায়ী যেখানে খুশি কবর দেওয়া যায় না। নির্দিষ্ট আইন মেনেই কবরের জায়গা দেওয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে কবর দেওয়া দরকার। নাথপাড়ায়

মতদেহ এদিন জোর করে কবর দেওয়া হয় নাথপড়ায়। বাইরে থেকে মৃতদেহ আনতে দেখেই প্রথমে এলাকার কিছু যুবক আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন। এই ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে পড়ে এলাকা। কেউ ভয়ে সামনে গিয়ে মোবাইল ভিডিও বন্দি করতে পারছিলেন না স্থানীয়রা। অভিযোগ, কবরে আসা লোকজনদের হাতে দা, লাঠি, রড, খুন্তি, কোদাল ছিল। এগুলি দেখিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছিল। প্রচন্ড বৃষ্টির মধ্যেই ত্রিপাল টাঙিয়ে নাথপাড়ায় দেহ কবর দেওয়া হয়। ভয়ে অনেকেই সামনে যাননি। এই ঘটনায় পুলিশ এবং প্রশাসনের ভুমিকায় ক্ষোভ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে সংখ্যালঘু অংশের নাগরিকদের মৃত্যুর পর কবর নিয়ে প্রায় জায়গায় সমস্যা হচ্ছে। রামনগর সীমান্ত এলাকাতেও দেহ কবর দেওয়া ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। কবরের জন্য আগরতলায় কিছু জায়গায় নির্দিষ্ট করা আছে।এগুলি ঠিকভাবে না মেনে অনেকেই নতুন এলাকা চিহ্নিত করে মৃতদেহ কবর দিতে চলে যাচেছন। এ নিয়েও তৈরি হচ্ছে সমস্যা।

যাননি। বাইরে থেকে একটি

একবার কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার বার্তা দিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বিরোধী ঐক্য প্রসঙ্গে কংগ্রেস দ্বিচারিতা করছে। পশ্চিমবঙ্গে তারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ছে, আবার তৃণমূল যখন অন্য রাজ্যে যাচ্ছে কংগ্রেস তখন বিরোধী ঐক্য ভাঙার অভিযোগ তুলছে। মঙ্গলবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লি গিয়েছেন অভিষেক। রাজধানীতে পৌঁছে তিনি প্রথমে তৃণমূল সাংসদদের ধরনা মঞ্চে যান। এর পর, সংসদে দলের লড়াইয়ের কৌশল কী হবে তা নিয়ে দলীয় সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সূত্রের খবর, বৈঠকে অভিষেক সাংসদদের বলেন, "বাংলায় আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে কংগ্রেস আমরা গোয়ার মতো রাজ্যে গেলেই প্রশ্ন উঠছে বিরোধী ঐক্য নিয়ে।' ডায়মভহারবারের সাংসদ আরও বলেন, "কংগ্রেসের চেয়ে আমাদের কৌশল ভিন্ন হতে হবে। এর পর আমরা কোন্ রাজ্যে যাব তা এখনই প্রকাশ্যে আনছি না। যে রাজ্যে ছাপ ফেলতে পারব সেখানে যাব।" বিজেপি-র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, "বিজেপি-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলবে। জনগণের জন্য আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।" এই বৈঠকে যে সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন না তাদের 'শো-কজ' করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।রাজ্যসভা থেকে দোলা সেন ও শাস্তা ছেত্রীর মতো সাংসদদের সাসপেভ করার পর লাগাতার গান্ধী মৃতিরি পাদদেশে ধরনা-অবস্থান চালিয়ে যাচেছ তৃণমূল। দিল্লি বিমানবন্দরে নেমে অভিষেক সোজা চলে যান সেই ধরনা মঞ্চে। সাংসদদের সঙ্গে ধরনাতেও বসেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শান্তনু সেন ও অপরূপা পোদ্দার-ও।

হাবিলদারের আকস্মিক মৃত্যু টিএসআরে শোকের আবহ



আমবাসা পুর পরিষদ নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনে টি এস আর ১২ নং বাহিনীর একটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসাতেই একটি অস্থায়ী আমবাসা, ৭ ডিসেম্বর ।। ক্যাম্প করে দায়িত্ব পালন করছিল কোম্পানির জওয়ানরা। মঙ্গলবার ভোরে ঐ অস্থায়ী ক্যাম্পেই অকস্মাৎ প্রাণ হারালেন কোম্পানির কোম্পানি আনা হয়েছিল। হাবিলদার হরি ত্রিপুরা। সহকর্মীরা

হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েই এই অকাল মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এদিনই ময়নাতদন্তের পর তার মৃতদেহ কফিন বন্দি করে পাঠানো হয়েছে চাকমাঘাটস্থিত বাহিনীর সদর দফতরে। সেখানে বাহিনীর প্রথা অনুযায়ী মরদেহকে পূর্ণ সম্মান জানিয়ে জোলাইবাড়ি স্থিত তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। এদিকে হাবিলদার হরি ত্রিপুরার এই অকষ্মাৎ মৃত্যুর ঘটনায় গোটা বাহিনী জুড়েই শোকের ছায়া লক্ষ্য করা গেছে।

তাকে তৎক্ষণাৎ ধলাই জেল

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।।

কংগ্রেসের ঘর ভাঙিয়ে তৃণমূল

বিজেপির বিরুদ্ধে প্ল্যাটফর্ম গড়ে

তুলছে। তৃণমূল নেত্ৰী মমতা

ব্যানার্জী একজন স্বার্থপর নেত্রী,

মীরজাফর। মমতা ব্যানার্জী আসলে

বিজেপির হয়েই কাজ করছে। এই

বিস্ফোরক অভিযোগ প্রদেশ

কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিন্হার।

কংগ্রেস ভবনে আহৃত এক

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি

বলেছেন, কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীকে

আমন্ত্রণ জানিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে

লড়াই করছে মমতা ব্যানার্জী। এটা

আসলে অভিনয়। মোদি ঘনিষ্ঠের

সাথে নবান্নে বসে বৈঠক করছেন

মমতা ব্যানার্জী। আবার দিল্লিতে

বিজেপি বিরোধী বৈঠকও করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ ভিত্তিক রাজনৈতিক দল

তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির সাথে

গোল্ডেন হ্যান্ডশেক করে চলে।

তাতে মানুষের ক্ষতি। এই বিষয়টি

উপলব্ধি করতে হবে। মমতা

ব্যানার্জী কার স্বার্থে কাজ করছেন।

প্রশ্ন তুলে বীরজিৎ সিন্হা আরও

বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে

সচেতন থাকতে হবে রাজ্যবাসীকে।

তিনি সকলের প্রতি আহ্বান

জানিয়েছেন তৃণমূল সুবিধাবাদী

দল। কংগ্রেসের সময়েও দিল্লি থেকে

সুবিধা নিয়েছে। আবার সোনিয়া

গান্ধীর সাথেও গাদ্দারি করেছে

মমতা ব্যানার্জী। বীরজিৎ সিনহা

গোটা রাজ্যবাসীকে এই সম্পর্কে

সচেতন থাকতে আহ্বান রাখেন।

তিনি প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আহৃত

এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোটা

বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছেন।

বিজেপির সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের

দিনদুপুরে দোকানে ভাঙচুর

তাজ্জব বনে গেলেন ব্যবসায়ীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. জিরানিয়া, ৭ ডিসেম্বর।। জিরানিয়া বাজার ব্যবসায়ীরা হতবাক। দিনদুপুরে তাদের বাজারে দুষ্কৃতিদের তাণ্ডব ঘিরেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যবসায়ীদের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, গত কয়েক বছর ধরে বাজারগুলোতে একটা অংশের নেতা গোছের মন্ত্রী ঘনিষ্ঠরা রীতিমতো ত্রাস সৃষ্টি করছে। ব্যবসায়ীদের তরফে আরও অভিযোগ, এসব তাণ্ডব চললেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে পুলিশ প্রশাসন কিংবা শাসক দলের তরফে 'প্রতিরোধে' কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। মঙ্গলবারও অনুরূপ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ব্লক চৌমুহনি থেকে স্বপন, সুজিত ওরফে নংকা, পার্থ-সহ অন্যান্যরা বাজারের একটি দোকানে এসে ভাঙচুর চালায়। প্রতিবেশী ব্যবসায়ীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই এই মোবাইল দোকানে তাণ্ডব চালিয়েছে দুর্বৃত্ত সাথে কথা বলেও ঘটনার সত্যতা বাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শী এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, যারা এই অবধি এই ঘটনায় থানায় কাজের সাথে যুক্ত স্থপন, সুজিত, এফআইআর করা হয়নি বলে নংকারা গোটা এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। কি কারণে দোকানে ভাঙচুর তা অবশ্য জানা গেলো না। রাতে গোটা

প্রয়াত গোপেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। চলে

গেলেন শহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী

গোপেশ রঞ্জন সাহা। তাঁর মৃত্যুতে

গভীর শোক প্রকাশ করে শোকাহত

পরিবার - পরিজনদের প্রতি

সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে ত্রিপুরা

হোলসেল গ্লোসারি মার্চেন্ট

অ্যাসোসিয়েশন। এদিকে বাণিজ্য

ভবনের তরফে জানানো হয়েছে

গোপেশ রঞ্জন সাহার মৃত্যুতে এই

সদস্য-ব্যবসায়ীরা ৮ ডিসেম্বর

সংগঠনের



বিষয়টি নিয়ে জিরানিয়া থানা পলিশের কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে। বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর জানা গেছে। কিন্তু সংবাদ লেখা পুলিশের তরফে জানানো হয়। ব্যবসায়ীরা সরাসরি অভিযোগ করেছে, ব্লক চৌমুহনি থেকে এসে জিরানিয়া বাজারে সুজিত বাহিনী

দিনদুপুরের এই ঘটনায় রীতিমতো তাজ্জব বনে যান অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দেডটা থেকে দটো নাগাদ। সেই সময় এই দোকানের আশেপাশে কর্তব্যরত পুলিশ টিএসআরও ছিল। পুলিশের সামনে এই ধরনের তাগুবের ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মহলেও তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সকলের অভিযোগ, পুলিশ-টিএসআর দাঁড়িয়ে সবকিছু প্রত্যক্ষ করেছে কিন্তু দুর্বৃত্তদের বাধা দেয়নি। দিনদুপুরে ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে ঢুকে মোবাইল, ল্যাপটপ-সহ অন্যান্য সামগ্রী নম্ট করার পাশাপাশি লুট করার অভিযোগও শোনা গেছে। স্বপন, সুজিত-দের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে পলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচেছ না বলে অভিযোগ। তারা নিজেদেরকে মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করে এলাকায় যা-খুশি তা করছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা জানাজানি হতেই জিরানিয়া-সহ গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছডিয়ে পডেছে। কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হলো ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের হামলার ঘটনায় তথাকথিত ব্যবসায়ী সমিতিও নীরবতা পালন করছে।

কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত

মিয়াপাড়া হাইস্কুলের প্রাথমিক

বিভাগে ১১৯ জন ছাত্ৰছাত্ৰী

রয়েছে। শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র এক

জন। একজন শিক্ষক ওই

বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন চালিয়ে

দু'জন শিক্ষকের। বর্তমানে সে

বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা

গিয়ে দাঁড়িয়েছে তিনজন। যার ফলে

ছাত্রছাত্রী-সহ অভিভাবকসকলেই খশি।

দোকানে ভাঙচর করেছে।

শিক্ষক পেলো মিয়াপাড়া

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ৭ ডিসেম্বর।। প্রতিবাদী কলম পত্রিকার খবরের জেরে নড়েচড়ে বসল শিক্ষা দফতর।

আজ রাতের ওযুধের দোকান সাহা মেডিসিন সেন্টার ৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

অস্তর্ভু ক্ত

আজকের দিনটি কেমন যাবে

। মেষ : পারিবারিক | ব্যাপারে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায়ে প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিদ্মের যোগ আছে।

বৃষ : পারিবারিক ব্যাপারে প্রিয়ন্তবের সংস্থ ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি | স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিস্তা থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির | ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ আছে। সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক | অর্থ ভাগ্য শুভ। চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারেন। মিথুন: সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে

অপেক্ষাকৃত শুভ ফল সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য পাওয়া যাবে। অকারণে ক্ষতিবাঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে দুশ্চিন্তা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা । পারেন। দিনটিতে সতর্ক দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার । থাকবেন। মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।

কর্কট : কর্মসূত্রে দিনটিতে | দায়িত্ব বৃদ্ধি। উধর্বতনের সঙ্গে জ্ঞানীগুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও | মতানৈক্য ও প্রীতিহানির লক্ষণ শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে।।

পারিবারিক ব্যাপারে কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিঘ্নের লক্ষণ আছে, তবে ! ব্যবসায়ে লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে।প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি যেহেতু । তবে কোন অসুবিধা হবে না। মনোকস্টের যোগ আছে।

সিংহ: প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক | ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি উন্নতির যোগ আছে। পাবে।সরকারিভাবে কর্মেউন্নতির আর্থিক ক্ষেত্রে।

আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। | চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা i পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া i আছে। প্রণয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন।

কন্যা : দিনটিতে চাকরিজীবীরা ! ্রান্যথ চাপ এবং | দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে | অধিক উৎক্ষেত্র অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং 📗 থাকবেন। ব্যবসায়ে লাভবান হবার

যোগ আছে।

তুলা : সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের | সন্তানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। । ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে।

প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ারা পাঠালো দফতর। উল্লেখ্য,

তড়িঘড়ি করে দু'জন শিক্ষক

বৃশ্চিক: কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত

🔻 করতে হবে। সরকারি

ধনু : দিনটিতে কর্মে

বাধা-াবদ্মের মবে) অগ্রসর হতে হবে। বাধা-বিদ্মের মধ্যে

সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বৃদ্ধির

সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের হঠাৎ কোন

মকর: সরকারি কর্মে চাপ ও

মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি

পাবে। নিজের পরিকল্পনাকে

অন্যের মতো পরিবর্তন করবে না।

ক্স্ত: প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত

মীন: পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ততা

বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে

কিছুটা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে

পারেন। শত্রু থেকে সাবধান

প্রণয়ে শুভ ফল লাভ সম্ভব নয়।

(2°0)

পারে।

আছে। কর্মস্থান বা কর্ম

পরিবর্তনেরও যোগ

আছে। এর ফলে

ভাব শুভ। ব্যবসায়েও

লাভবান হবার লক্ষণ

থাকবেন। খনিজ

দ্রব্যের ব্যবসায়ে

লাভবান হওয়ার দিন।

কর্মে নানান ঝামেলার

সম্মুখীন হতে হবে।

বুধবার তাদের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ রাখবে।

যাচ্ছিলেন। যার ফলে একদিকে ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমতো শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছিল না অন্যদিকে শিক্ষক স্বল্পতার দরুণ একজন শিক্ষক অনেক কন্তেই পঠনপাঠন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এলাকার অভিভাবক মহল থেকে আরম্ভ করে পরিচালন কমিটি বারবার বিশালগড় শিক্ষা দফতরে জানানোর পরও সে বিদ্যালয় কোন শিক্ষকের ব্যবস্থা করেনি। চার দিন পূর্বে প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় এ বিষয়ে খবর প্রকাশিত করার পরই শিক্ষা দফতর নড়েচড়ে বসে। খোদ শিক্ষামন্ত্রীর গোচরে আসে বিষয়টি। কর্মে যশবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়টিতে ছুটে যায় বিশালগড় শুভফল। শিল্প সংস্থায় মহকুমার শিক্ষা দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার আধিকারিকরা। পরবর্তী সময়ে জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা বিদ্যালয়ে এসে সরেজমিনে দেখে যান এবং অভিভাবকদের সাথে কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। কথা বলেন। ব্যবস্থা করা হয় আরো

ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। অকাল বর্ষণে রাজ্যের কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এই বিষয়টি তুলে ধরে সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্য করার দাবি জানিয়েছে। সংগঠনের তরফে রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর বলেছেন, জাওয়াদ ঘূর্ণিঝড় ও অকাল বর্ষণে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন রাজ্যের কৃষকরা। এই অবস্থায় রাজ্যের কৃষি দফতর কৃষি আধিকারিক পাঠিয়ে ক্ষতি নিরূপণ করে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। একই সাথে রাজ্য কৃষক সভার সমস্ত সদস্যদের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে থেকে সাহায্য করতে আহ্বান জানিয়েছে। রাজ্য কৃষক সভা দেখেছে গত তিনদিনের বর্ষণে তলিয়ে গেছে বহু কৃষি জমি।এর মধ্যে ধান থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের সবজি রয়েছে। ধান কাটার মরসুমে সব ধান ঘরে তুলতেও পারেননি তারা। ফলে এই মুহূর্তে জলের নিচে চলে গিয়েছে প্রচুর ধান ও সবজি। আলু-সহ সবজি লাগানোর এই সময়ে, এই বর্ষণের ফলে ওই সবজি লাগানো সম্ভব হয়নি। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ফুলেরও। আটকে গেছে রবিবার রসের সংগ্রহ। এই সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের তরফে ক্ষকদের প্রতি কোনো প্রকার সহানুভূতিও কৃষক সভা লক্ষ্য করেনি। তাই রাজ্য কৃষক সভার দাবি জানাচ্ছে যে, রাজ্য সরকার কৃষি আধিকারিক পাঠিয়ে কৃষকদের ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। একই সাথে রাজ্য কৃষক সভা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে থেকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করছে। সংগঠনের তরফে নেতৃত্ব রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাথেও কথা বলছেন। গত কয়েকদিনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়

গোল্ডেন হ্যান্ডশেকঃ বীরজিৎ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনালী করমর্দন চলছে বলে তিনি আরও বলেন, শুধু এই রাজ্যেই নয় প্রমাণিত। মমতা ব্যানার্জী বিরোধী কটাক্ষ করেন। বীরজিৎ সিনহা বলেন, বিশ্বাসঘাতক মমতা ব্যানার্জী। ভারতীয় রাজনীতিতে তৃণমূলের বিশ্বাসঘাতকতা সকলের জানা। তৃণমূল একটি নজিরবিহীন কার্যকলাপ চালাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতদের চাকরি দেওয়া হচ্ছে না। ত্রিপুরায় এসে ১০৩২৩ নিয়ে কুমিরের কান্না করছে। রীতিমতো

বিজেপির সাথে তৃণমূলের



বীরজিৎ সিন্হা আরও বলেন, রাজ্যে কংগ্রেস দলকে শক্তিশালী করার জন্য এখন উদ্যোগ চলছে সর্বত্রই। তিনি অভিযোগ করে আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের মানুষের কল্যাণ চায় না। তারা রাজ্যের কংগ্রেস দলকে দুর্বল করার চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। গোটা দেশে তৃণমূল এইভাবেই সুবিধা ভোগ করছে। বিভিন্ন জায়গায় দল ভাঙিয়ে বিজেপির পথ প্রশস্ত করছে। যাতে ২০২৪ সালে বিজেপির আরও কাছে যেতে পারে মমতা ব্যানার্জী সেই ধরনের গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তৃণমূলের কিছু নেই। এই দাবি করে বীরজিৎ সিনহা

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেস দলকে দর্বল করতে এমনকী বিরোধী ঐক্য দুর্বল করার জন্য চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এক্ষেত্রে বীরজিৎ সিনহার যুক্তি সেজন্যই তৃণমূল কংগ্রেস মেঘালয়ে সাংগঠনিক তৎপরতা বদ্ধি অন্তরালে কংগ্রেস দলকে দুর্বল করার চক্রান্ত করে চলেছে। এ ধরনের চক্রান্ত সম্পর্কে কংগ্রেস দল ভালোভাবেই জানে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিন্হা বলেন, কংগ্রেস দলই একমাত্র মানুষের ভরসাস্থল। কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়েই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। বীরজিত সিন্হা আরও বলেন, দেশের বিরোধী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী উদ্যোগ গ্ৰহণ করেছেন এবং বৈঠক আহ্বান করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আরও বলেন, সোনিয়া গান্ধী যখন ওই বিজেপি বিরোধী ঐক্য মজবত করার জন্য বৈঠক আহ্বান করেন তখনই মমতা ব্যানার্জী বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন। মমতা ব্যানার্জীর ভূমিকা সম্পর্কে দেশের জনগণ সম্পূর্ণভাবে অবগত রয়েছেন। বিজেপি বিরোধী জোট গঠন নিয়ে মমতা ব্যানার্জী এবং তার দলের ভূমিকা নিয়ে দেশবাসীর মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে বলেও দাবি করেন বীরজিৎ। তিনি আরও বলেন, বিজেপির সঙ্গে মমতা ব্যানার্জীর সোনালী করমর্দন

ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য সবসময়ই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলেও তিনি মন্তব্য করেন। ত্রিপুরায় এসে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি বিরোধী স্লোগান কার্যত বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্যই বিরোধীদের ঐক্য বিনম্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন। তিনি এক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন, এবারের পুর সংস্থার নির্বাচনে তৃণমূল কার্যত বিজেপিকে সুবিধা করে দিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থী দিলেও তৃণমূল ঢাহা ফেল করেছে। সে কারণেই রাজ্যের জনগণকে তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে সচেতন থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।রাজ্যে কংগ্রেসের শক্তি আরও সংহত করার জন্য তিনি রাজ্যের শান্তিকামী সকল অংশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বীরজিৎ সিনহা আরও বলেন, মমতা ব্যানার্জী হাওয়াই চটি পডেন বলে প্রচার করা হয়। অথচ তার ভাইয়ের স্ত্রী এবারের কলকাতা পুর সংস্থার নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন বলে সকলেই জানতে পেরেছে তাদের পশ্চিমবাংলায় ১৩টি ফ্ল্যাট রয়েছে। কোটি কোটি টাকা কোখেকে এলো জানতে চাইলেন বীরজিৎ সিন্হা। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরায় বহুবার তৃণমূল কংগ্রেস এসেছে। কিছুই করতে পারেনি। আগামীদিনেও কিছু করতে পারবে না। তবে ত্রিপুরায় বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেবে তৃণমূল। কার্যত তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ তেজি করলেন প্রদেশ কংগ্রেস রয়েছে। যা ইতিপূর্বে বহুবার সভাপতি বীরজিৎ সিন্হা।

আত্মহত্যার

কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

চেষ্টা যুবকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ **ডিসেম্বর**।। বাডির লোকজনের অনুপস্থিতিতে ২৫ বছরের যুবকের ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশালগড় থানাধীন চেলিখলা এলাকায় এই ঘটনা। আলো দেববর্মা নামে ওই যবক বাড়ির পাশে একটি গাছে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু কয়েকজন লোক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করায় তারা যুবককে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিশালগড় হাসপাতালে। সেখান থেকে রেফার করা হয় হাঁপানিয়া হাসপাতালে। রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত তার শারীরিক অবস্থা আশক্ষাজনক বলে জানা গেছে। তবে কি কারণে এই ঘটনা তা জানা যায়নি।

বিএসএফ'র সামাজিক কর্মসূচি

মঙ্গলবার বিলোনিয়া মতাই কমিউনিটি হলে বিএসএফ ২০০ নম্বর ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার প্রচুর সংখ্যক মানুষ শিবির থেকে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে বিনামূল্যে ওযুধ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিতরণ করা হয়। এছাড়া সীমান্তবর্তী विर्लानिशा, १ ७ रिमम्बत्।। সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে

এলাকার যুবকদের সেনাবাহিনীতে কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করে বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। এছাড়া এদিনের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নবোদয় বিদ্যালয়ে জলের ট্যাঙ্ক এবং ফিল্টার দেওয়া হয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাহিনীর আধিকারিক বিনয় কমার, এসএস যাদব, চিকিৎসক সহ অন্যান্যরা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের রিরুদ্ধে মাঠে নামলো বিভিন্ন সংগঠন। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন এবং উপজাতি ছাত্র ইউনিয়ন ৮ ডিসেম্বর প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করবে। সংগঠনের তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মতামত জানানো হয়। ছাত্র যুব ভবনে আহুত এক সাংবাদিক বলেছেন, স্কুল স্তরের ক্ষেত্রে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছে এসএফআই টিএসইউ। সরকার যদি তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করে তাহলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। তার পাশাপাশি স্কুলকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। এটা সরকারি স্কুলকে হবে। শিক্ষা সাধারণের আওতার আনার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলিই বেসরকারিকরণের উদ্যোগ। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, রাজ্যে শিক্ষা মহার্ঘে পরিণত হবে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে কার্যত শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে রাজ্যের সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত ছেলেমেয়েদের। যাদের কাছে টাকা

থাকবে তারাই পড়াশোনা করতে

হবে।সরকারি স্কুলগুলিকে নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এটা কাৰ্যত বেসরকারি স্কুল পরিচালনার মতোই সরকার ব্যবস্থা পাকা করছে। সন্দীপন দেবের দাবি, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হাত তুলে আগরতলা-সহ গোটা রাজ্যে নিচেছ সরকার। বুধবার আগরতলা-সহ গোটা রাজ্যেই সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে। এদিকে, ত্রিপুরা বেসরকারি শিক্ষক সমিতি এইচবি রোডের সম্মেলনে মিলিত হয়ে এসএফআই তরফে সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব রাজ্যের একশোটি স্কুলকে প্রকারান্তরে ১৬টি এনজিও'র হাতে তুলে দেবার রাস্তা পাকা হলো। এইসব স্কুলগুলিকে আসলে বেসরকারি এনজিও'র নিয়ন্ত্রণে আনা হলো। এতে এরাই স্কুলগুলিতে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করবে। এর ফলে তিনি এও বলেছেন, ধীরে ধীরে সরকারি চাকরি সংকৃচিত হবে। অভিভাবকদের উচ্চমুল্যে নিজেদের ছেলেমেয়েদের পড়াতে

পরিবর্তে সংকুচিতই হবে। এর আগে রাজ্যের বহু বাংলা মিডিয়াম স্কুলকে সিবিএসই বোর্ডের কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রচুর স্কুলকে এর জন্যে সিবিএসই অ্যাসেসমেন্টের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি চলে যাবার পর স্কুলগুলি আবার শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। এই অবস্থায় যেখানে অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা প্রয়োজন, উপরস্ত সেখানে প্রাথমিক স্তরে এগারোশ শূন্যপদের অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে প্রধানশিক্ষক, বিষয় শিক্ষক, করণিক ও গ্রুপ ডি পদে ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। সেই সব পদে নিয়োগ অবিলম্মে জরুর। সব মিলিয়ে পরস্থিতি খুবই করুণ। সরকার সে সব বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ না করে আস্তে আস্তে বেসরকারি হাতে বেশ কিছু স্কুলকে তুলে দেবার রাস্তা পাকা করছে। এনজিও-কে ডেকে

भ्य तद प्रता निक्री, समला जुना मान प्रार ভারতের ছাত্র ফেডারেশন 🗓 🖺 Students' Federation of India

বাইরে যাবে। শিক্ষা সম্প্রসারণের জড়িত কিনা সংগঠনকে ভাবাচ্ছে। এর ফলে স্কুলগুলি যেমন ধুঁকবে তেমনি বেকারদের চাকরির সযোগও কমবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ত্রিপরা সরকারি শিক্ষক সমিতি এইচবি রোড। এদিকে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলোকে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এমন দাবি করে, এন্টি প্রাইভেটাইজেশন ফোরামের তরফে সরকারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারেরও দাবি জানানো হয়েছে।

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি

ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক

সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। সংখ্যা ৩৭১ এর উত্তর 1 3 6 4 8 7 2 9 5 9 7 2 1 5 6 3 4 8 4 8 5 2 3 9 1 6 7 3 2 8 9 1 5 4 7 6 6 9 7 3 4 2 8 5 1

5 4 1 6 7 8 9 2 3

8 5 3 7 9 4 6 1 2

2 1 9 5 6 3 7 8 4

7 6 4 8 2 1 5 3 9

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ হয়েছে। সংগঠন বহুদিন থেকেই এই **ডিসেম্বর।।** এসইউসিআই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক প্রভাষ ঘোষ বলেছেন— ৪ ডিসেম্বর শনিবার নাগাল্যান্ডের মন জেলায় স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স কর্তৃক পরপর তিনটি জায়গায় গুলি করে ১৪জন সাধারণ নাগরিককে হত্যা এবং ১১জনকে আহত করার বর্বর ঘটনায় এসইউসিআই দলের কেন্দ্রীয় কমিটি তীব্র ধিকার জানাচ্ছে। শনিবার কয়লা খনির শ্রমিকরা যখন একটি ভেনে করে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরছিল তখন সেনা বাহিনীর লোকেরা গুলি করে প্রথমে ছয় জন সাধারণ নাগরিককে হত্যা করেছিল। যে সেনা কর্মীরা জনসাধারণের নিরাপতা প্রদান করবে তারাই জনগণের প্রাণ কেডে নিল। এইরূপ বর্বর হত্যাকান্ড ঘটতে পারল কারণ 'আর্মড ফোর্স স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট' যাহা পূর্বের কংগ্রেস সরকার চালু করেছিল এবং বর্তমানে বিজেপি সরকার তাহা ব্যবহার করছে এবং এই আইন এই বছর জন মাসে নাগাল্যান্ডে লাগু করা

আইন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে আসছে। এই আইন উগ্রবাদীদের প্রতিহত করার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে এবং সাধারণ নাগরিকদের জীবন বিপন্ন করছে। এই আইনের অন্তর্গত নাগাল্যান্ড-সহ অন্যান্য এলাকায় সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার বিপন্ন হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমিটি সরকারের নিকট দাবি জানাচেছ যে অবিলম্বে বিনা প্ররোচনায় গুলি করার ঘটনার জন্য দায়ী সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। সংগঠন আরও দাবি জানাচ্ছে, নিহতদের প্রতি পরিবারকে কমপক্ষে ১০-লক্ষ টাকা এবং আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপরণ প্রদান করতে হবে। সংগঠন এই ভয়ঙ্কর আইনের বিরুদ্ধ প্রতিবাদ করতে এবং অবিলম্বে এই আইন প্রত্যাহার করার দাবিতে এগিয়ে আসতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাচেছ। দলের তরফে রাজ্যেও বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সন্দীপন দেব বলেছেন, অধিকর্তার আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ওবিসি কাছে এসব দাবি সনদ পেশ করার কল্যাণ দফতরের অধিকর্তার সাথে দাবি সনদ পেশ করেছে ভারতের

পড়ুয়াদের প্রাপ্ত সমস্ত রকম পর তারা জানতে পারেন, সরকার স্টাইপেন্ড অনতিবিলম্বে মিটিয়ে এই ক্ষেত্রে অর্থ দিচেছ না বলে দেওয়া, স্টাইপেন্ডের পরিমাণ স্টাইপেন্ড প্রদান করা যাচ্ছে না। বাড়ানো, স্টাইপেন্ড প্রদানে তারা এই বিষয়গুলো তুলে ধরে টালবাহানা বন্ধের দাবিতে ওবিসি আরও বলেছেন, দফতর যেন এক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে। গোর্খাবস্তি এলাকায় ওবিসি কল্যাণ ছাত্র ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র দফতরের অধিকর্তার কাছে তারা ইউনিয়ন। দুটো সংগঠনের তরফে তাদের স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৭২											
5	8	1		9		2					
	2					6	9				
		9			4		8				
8					3						
3	1		5		2	9	7	4			
9		5			6	3					
	5					7	1				
	3			6		4		9			
1	9	4	2	7	5		3				

আগ্নদন্ধা বধূর মৃত্যু জিবিপি হাসপাতালে

বিশালগড, ৭ ডিসেম্বর।। সোমবার রাতে বিশালগড মহকুমার মধুপুর থানাধীন পুরাথল রাজনগর এলাকায় এক গৃহবধৃ অগ্নিদগ্ধা হয়েছিলেন। প্রিয়াঙ্কা সরকার নামে ওই গৃহবধু জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তার বাপের বাড়ির লোকজন এই ঘটনার জন্য প্রিয়াঙ্কার শ্বশুরবাড়ির লোকজনকেই দায়ী করেছেন। তাদের অভিযোগ, শ্বশুরবাড়িতে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা। সোমবার রাতে কোনো একটি বিষয় নিয়ে গৃহবধু নিজের বাপের বাড়িতেই গায়ে আগুন লাগিয়ে দেন। তাকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসার পর জিবি হাসপাতালে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, রেফার করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার প্রাণ রক্ষা করা গেল না। এদিন জিবিপি হাসপাতালে গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন জানান, বিশালগড় রঘুনাথপুর এলাকার রাকেশ দত্তের সাথে প্রিয়াঙ্কার বিয়ে হয়েছিল। বর্তমানে তাদের একটি ছোট সন্তান আছে। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে আসার সময় সন্তানকেও সাথে নিয়ে এসেছিলেন প্রিয়াঙ্কা। মায়ের মৃত্যুতে ছোট শিশুটি এখন অসহায় হয়ে পড়েছে। গৃহবধুর বাপের বাড়ির লোকজন জানান, প্রিয়াঙ্কা যখন শৃশুরবাড়িতে ছিল তার সাথে খুবই খারাপ আচরণ করা হয়েছিল। সেই কারণেই গৃহবধূ বাপের বাড়িতে চলে এসেছিলেন। তার মৃতদেহ এদিন জিবিপি হাসপাতালের মর্গ থেকে

বাইক চোর আটক যিরে লঙ্কাকাণ্ড

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আলমগীর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে সোনামডা, ৭ ডিসেম্বর।। যেতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সময় আবারও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ নাগরিকরা প্রশ্ন তুললেন। তাদের অভিযোগ, মেলাঘর থানা থেকে অভিযুক্ত এক বাইক চোর পালিয়ে যায়। তাকে পরবর্তী সময় নাগরিকরাই দ্বিতীয় দফায় আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু পুলিশের এই ধরনের গা হেলানিভাব দেখানোর জেরে ক্ষুব্ধ লোকজন মেলাঘর থানার সামনে এসে বিক্ষোভ দেখায়। একটা সময় তাদের বিক্ষোভের জেরে মেলাঘর থানার সামনের রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এদিন মেলাঘরবাসী পরপর দু'জন বাইক চোরকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তারা হল অধীর বিশ্বাস এবং আলমগীর হোসেন। নাগরিকদের অভিযোগ, অভিযুক্তদের কাছে চুরির আরও কয়েকটি বাইক মজুত আছে। সোমবার বাতে ইন্দোরিয়া এলাকা থেকে টি আব ০৭ - সি - ৭৯৬২ নস্বরের একটি বাইক চুরি হয়েছিল। সেই ঘটনার পর মেলাঘর পচারঘাট এলাকার মান্য অধীর বিশ্বাস নামে এক যবককে আটক করে। তার সাথে

স্থানীয় লোকজন আলমগীরের বাডিতে হানা দেয়। সেখান থেকে সোমবার রাতে চুরি যাওয়া বাইকটি উদ্ধার হয়। আলমগীরকেও তারা আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। দু'জন অভিযুক্তকে মেলাঘর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্থানীয়রা। কিন্তু আলমগীর থানা থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। স্থানীয় লোকজন তখন থানার বাইরেই ভিড় জমিয়েছিল। যে কারণে আলমগীর সেখান থেকে গা ঢাকা দিতে পারেনি। নাগরিকরা পুনরায় তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। শত শত মানুষ এদিন মেলাঘর থানার সামনে এসে ভিড্জমায়। তারা জানান, আলমগীর এবং অধীর বিশ্বাস স্বীকার করেছে তাদের কাছে চুরি যাওয়া আরও চারটি বাইক আছে। এলাকাবাসী দাবি জানান, পুলিশ যেন দ্রুত অভিযুক্তদের সাথে নিয়ে চুরি যাওয়া বাইকগুলি উদ্ধার করে। কিন্তু পুলিশ ওই সময় বাইক উদ্ধার করতে যায়নি। যে কারণ নাগরিকদের ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। তারা এখন দাবি জানিয়েছেন, অতিদ্রুত চুরি যাওয়া ছিল আলমগীর হোসেন। কিন্তু বাইকগুলি উদ্ধার করা হোক।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৭ ডিসেম্বর।। চলতি মাসের ১৫ এবং ১৬ তারিখ থেকে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম পর্বের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। সেই উপলক্ষে মঙ্গলবার কল্যাণপুর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বুক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, দেবযানী বসু রায়-সহ বিভিন্ন

দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের খামতি যাতে না থাকে সেই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন সবাই। কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, বাগানবাজার বিদ্যালয় এবং ঘিলাতলী বাজার দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় — এই তিনটি বিদ্যালয়ে পর্যদ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তবে শুধুমাত্র কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। বাকি দুটি বিদ্যালয়ে

কতদিন চলবে। জাতীয় সড়কের এই স্থান উঁচু না করলে বৃষ্টি হলেই জল জমবে। কারণ ড্রেন পরিস্কার করার কিছুদিন পর হোটেলের

হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা।

PNIeT No: - 14/EE/RIG/2021-22

Item rate e-tender in single bid are invited for the following work :-

Website for online biding Place, Time & date of opening of online bid Fime for Completion Earnest Money Class of Bidder Deadline for online Bid Fee SI. Name of work No. 24(Twenty Four) months

Date 27 Month 12 Year 2021

Up to 15.30 Hrs on 27/12/2021

Office of the Executive Engineer,
Agartala, West Tripura Rig Division,
P.N. Complex, Category https://tripuratenders.gov.in Sweeping and Cleaning of the office of the Chief Engineer, PWD(DWS), DWS Circle, Agartala, DWS Rig Division, WSSO, State Appropriate Class/ Ca as per NIe-T ₹ 44,685.00 Water Testing Laboratory, Training Center and Conference Hall etc. at P.N.Complex, Agartala. DNIeT No. 06/DNIe-T/EE/RIG/ 2021-22

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in

For details please visit www.tripuratenders.gov.in for any query please contact : 0381-232-0699

ICA/C-2817-21

For and on behalf of Governor of Tripura.

'একবার ব্যবহার্য্য' প্লাস্টিক করো না ব্যবহার। ঘরে বাইরে নির্মল হোক পরিবেশ সবার।

Sd/- Illegible **Executive Engineer** Rig Division, P.N.Complex Agartala, Tripura

ক্ষুব্ধ জনতার হাতে আক্রান্ত তিন বিদ্যুৎকর্মী বিদ্যালয়ে দুষ্কৃতি হানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বকানগর, ৭ ডিসেম্বর।। ক্রুর জনতার হাতে মার খেলেন বিদ্যৎ নিগমের তিন কর্মী। ঘটনা উত্তর কলমচৌড়ার ছাতিয়ান টিলা এলাকায়। ঘটনার পর আহত তিন বিদ্যুৎকর্মীকে বক্সনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে নিগম কর্ত্রপক্ষ কলমটোডা থানায় পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পর একজন অভিযুক্তকে আটক করা হয়। ঘূর্ণিঝড়ে ছাতিয়ান টিলায় গাছ ভেঙে বিদ্যুতের খুঁটি-সহ পরিবাহী তার মাটিতে পড়ে যায়। সেই খবর জানানো হয় বক্সনগর বিদ্যুৎ নিগম অফিসে। কিন্তু নিগম কর্মীরা কিছুটা দেরিতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

কাঁঠালিয়া, ৭ ডিসেম্বর।। রাতের

অন্ধকারে দুষ্কৃতিরা হানা দিল

বিদ্যালয়ে। দরজার তালা খলে

বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষের নথিপত্র

এবং অন্যান্য সামগ্রী লণ্ডভণ্ড করে

দেয় দুষ্কৃতিরা। যাত্রাপুর থানাধীন

কাঁঠালিয়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের

এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্ৰ

চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন উঠছে

দুষ্কৃতিরা কি উদ্দেশে বিদ্যালয়ে

হানা দিয়েছিল? মঙ্গলবার

বিদ্যালয়ের প্রাতঃ বিভাগের

ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরা অন্যান্য

দিনের মত আসার পরই ঘটনাটি

নজরে আসে। বিদ্যালয়ের দুটি

কক্ষের দরজা খোলা এবং

ভেতরের সামগ্রী এলোমেলো

অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে

শিক্ষকরা ঘটনাটি বুঝে যান।

এরপরই প্রধানশিক্ষককে ঘটনা

জানিয়ে যাত্রাপুর পুলিশকে

খবর দেওয়া হয়। এসআই

সুজিত রুদ্রপালের নেতৃত্বে

পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে।

তারা বিদ্যালয় চত্তর ঘরে দেখে

বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন।

এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি,

দৃষ্কতিরা বিদ্যালয় থেকে কোনো

কিছু চুরি করেছে কিনা।

বিদ্যালয়ে এই ধরনের ঘটনায়

নিরাপতা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন

উঠেছে। দাবি উঠছে ঘটনার সাথে

জড়িতদের অবিলম্বে শনাক্ত করে

কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

খবরের জেরে

ঘুম ভাঙলো

প্রশাসনের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

চড়িলাম, ৭ ডিসেম্বর।। প্রতিবাদী

কলম পত্রিকার খবরের জেরে

অবশেষে জাতীয় সড়কের দুই

ধারের ড্রেন পরিস্কারে হাত দিল

জাতীয় সড়ক নির্মাণ কর্তৃপক্ষ।

বহুদিন ধরে চড়িলাম সৎসঙ্গ

আশ্রম সংলগ্ন বন্ধন ব্যাক্ষ এবং

কোপারেটিভ ব্যাঙ্কের সামনে

জাতীয় সড়কে হালকা বৃষ্টি হলেই

কোমর সমান জল জমে যায়।

জনদুভেগি সৃষ্টি হয়। যানজট সৃষ্টি

হয়। পথচারীদের দাঁডিয়ে থাকতে

হয় জল কমার জন্য। গতকাল

সন্ধ্যার এক পশলা বৃষ্টিতে কোমর

সমান জল হয়ে যায় জাতীয়

সড়কে।জলমগ্ন হয়ে পড়ে জাতীয়

সড়ক। এ নিয়ে প্রতিবাদী কলম

পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়।

প্রতিবাদী কলম পত্রিকার খবর

প্রকাশের বারো ঘণ্টার মধ্যেই ড্রেন

পরিস্কারে হাত দেয় নির্মাণ

কর্তৃ পক্ষ। ডুজার দিয়ে জাতীয়

সভ কের দুই পাশের ডেন

জোরকদমে পরিষ্কার করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার ১২টা থেকে শুরু হয়

ড্রেন পরিস্কার করার কাজ। খুশি

এলাকার নাগরিকরা। কিন্তু এভাবে

নেশা জাতীয় বোতল এবং নানা

আবর্জনায় কয়েকদিনের মধ্যে

আবার ড্রেন ভর্তি হয়ে যায়। তাই

নাগরিকরা চাইছে স্থায়ী সমাধান।



ঘটনাস্থলে পৌঁছান। যার ফলে স্থানীয় লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। কয়েকজন মিলে তিনজন বিদ্যুৎকর্মীর উপর চড়াও হয়। এই

উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আহত বিদ্যুৎকর্মীরা হলেন মাধব দেবনাথ, নির্মল সরকার এবং নিরঞ্জন সূত্রধর। তাদের মধ্যে মাধব দেবনাথের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরেছে। বাকি

দু'জনও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত পান। তারা লিখিতভাবে ডিজিএমকে ঘটনা সম্পর্কে জানিয়েছেন। পুলিশ যাকে এই ঘটনায় আটক করেছে তার নাম সবোধ দাস। এদিকে পরবতী সময় উত্তর কলমচৌড়া পঞ্চায়েতের প্রধান সবিতা দাসের নেতৃত্বে দু'পক্ষকে নিয়ে ঘটনার মীমাংসা করা হয় বলে খবর। প্রশ্ন উঠিছে যেখানে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে সেই জায়গায় প্রধানের নেতৃত্বে এভাবে ঘটনার মীমাংসা কিভাবে হতে পারে? অনেকেই মনে করছেন ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য চেষ্টা চলছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ৭ ডিসেম্বর।। দু'দিনের টানা বৃষ্টিতে বিভিন্ন এলাকার রাস্তাঘাট একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছে। কুমারঘাট আম্বেদকরনগর পঞ্চায়েতের পাশে ২০৮ নং জাতীয় সডকের নির্মাণ কাজ চলছে। কিন্তু বৃষ্টিতে সেই রাস্তা এখন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পডেছে। নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার জেরে রাস্তার জল পাশের বাড়ি-ঘরে প্রবেশ করেছে। যার ফলে নাগরিকরা খুবই দুর্ভোগের শিকার।জলের কারণে বাড়ি-ঘরে ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে বলে নাগরিকরা জানিয়েছেন। এদিকে কুমারঘাট নিদেবী এলাকার কৃষকরা বৃষ্টির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কারণ অনেক কৃষক জমিতে উৎপাদিত ফসল কাটতে পারলেও সেগুলি ঘরে নিয়ে যেতে পারছেন না। তাদের ধান জমিতেই পড়ে আছে। সব মিলিয়ে রাউৎখলা এলাকার মানুষ পুর এলাকায় কুমারঘাট এলাকার মানুষও বৃষ্টিতে বসবাস করেও দীর্ঘদিন ধরে দর্দশা নিয়ে একেবারে নাজেহাল। সবচেয়ে চলছেন। প্রত্যেক নির্বাচনের সময় বেশি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে

যোগাযোগ

ব্যবস্থা

শরণার্থীদের সংবর্ধনা

যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ৭ **ডিসেম্বর**।। অবশেষে মিজোরাম থেকে বিতাডিত হওয়া প্রথম ধাপে ১৪১ রিয়াং পরিবারকে অমরপুর মহকুমার অর্ক্তাত পশ্চিম কালাজারির খাসস্রাং পাড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাসের স্থান করে দিল সরকার।এইপরিবারগুলিকেউষ্ণসংবর্ধনা এবং তাদের খোঁজখবর নিতে বুধবার ছুটে যান ব্রু সংগ্রংমা মথহসামাজিক সংস্থার সমাজ অধিপতি অনিল চন্দ্র রিয়াং এবং ব্রু সংগ্রংমা মথহসামাজিক সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি খনারাম রিয়াং। রিয়াং পরিবারগুলি তাদেরকে কাছে পেয়ে অত্যন্ত খুশি ব্যক্ত করেন। ব্রু সংগ্রংমা মথহসামাজিক সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি খনারাম রিয়াং সরকারের প্রতি আহ্বান জানান দ্রুত তাদের মৌলিক অধিকার শিক্ষা-স্বাস্থ্য-রাস্তাঘাট-বিদ্যুৎ ও পানীয় জল ব্যবস্থা করে তাদের বাঁচার অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। তার পাশাপাশি প্রত্যেক পরিবারকে পাঁচ কানি করে জায়গা দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান করেন। এরই পাশাপাশি আরও বলেন, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সংগ্রংমা পূজাকে কেন্দ্র করে যদি ছুটি মঞ্জুর না করা হয় তাহলে জানুয়ারি মাস থেকে বুহত্তর আন্দোলনে নামবে রিয়াং জনজাতিরা।

চুরি যাওয়া জলে থইথই গোটা বিশালগড় ৬টি বাইক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, থেকে টানা বৃষ্টিতে রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ ডিসেম্বর।। গত এক দেড় মাসের মধ্যে সিপাহিজলা জেলার অন্তর্গত বিশ্রামগঞ্জ, বিশালগড় এবং সোনামুড়া থানা এলাকা থেকে মোট ৭টি বাইক চুরি হয়েছিল। যাদের মধ্যে দু'জন পুলিশকর্মীর বাইকও ছিল। সেই সব ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ এখনও পর্যন্ত ৬টি বাইক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, চুরির বাইক উদ্ধারের ক্ষেত্রে সিপাহিজলা জেলার ডিআইবি'র অতরিক্ত পুলাশি সুপারের নেতৃত্বে মেলাঘর এবং সোনামুড়া থানার পুলিশ যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। এছাড়া বিএসএফও তাদেরকে কাজে সাহায্য করেছে। বাইক চুরির সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের জন্য এখন পুলিশ

চেস্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশালগড়, ৭ ডিসেম্বর।। চলতি বছরের জুলাই মাসে বিশালগড় মহক্মার বিভিন্ন এলাকা বানভাসী হয়েছিল। অনেকটা বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল ওই সময়। সেই সময় থেকে এখনও পর্যন্ত ওই অঞ্চলের কৃষক থেকে সাধারণ নাগরিকরা আতক্ষে আছেন। কারণ, বৃষ্টি হলেই বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে যায়। গত দু'দিনের বৃষ্টিতে বিশালগড়ের নাগরিকরা খুবই সমস্যায় আছেন। ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে কৃষকরা আতঙ্কে দিন কাটাচেছন। বহু কৃষকের সীমাহীন ক্ষতি হয়েছে এই বৃষ্টিতে। এক কথায় দু'দিনের বৃষ্টিতে সব অংশের মানুষের মাথায় হাত পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা এখন সরকারি সাহায্যের দিকে তাকিয়ে আছেন। কারণ এমন বহু পরিবার আছে যারা সরকারি সাহায্য না পেলে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন না। রবিবার

নদ-নদীগুলির জল ফলে ফেঁপে উঠেছে। বিশালগডের বডিমা নদীরও একই অবস্থা। পার্শ্বিতী অঞ্চলের কৃষক থেকে শুরু করে অন্য সাধারণ নাগরিকরা ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়েছেন। বিশালগড় মহক্মার রাউৎখলা, উত্তর রাউৎখলা, গোপীনগর, আমবাগান, দূর্গানগর, রাঙাপানিয়া-সহ বেশকিছু অঞ্চলের বাড়ি-ঘরে জল ঢুকে পড়েছে। প্রচুর সংখ্যক কৃষকের ধান এবং শাক-সবজি এখন জলের নিচে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা সরকারি সাহায্যের দাবি জানিয়েছেন। মঙ্গলবার ভোর থেকে উত্তর রাউৎখলা এলাকায় নদীর জল প্রথমে ধানের জমি গ্রাস করে নেয়। পরে বাড়ি-ঘরেও জল ঢুকে। নাগরিকরা বাড়ি ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। অভিযোগ, পুর পরিষদের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত তাদের খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। এমনটাই আক্ষেপের সুরে জানিয়েছেন

হয়। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর কেউই তাদের কথা মনে রাখেন না। রাউৎখলা এবং উত্তর রাউৎখলার পরিবারগুলো এখনও পর্যন্ত ড্রেনের সুবিধা পর্যন্ত পাননি।স্থানীয়দের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কেন এখনও ওই এলাকায় জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়নি। ওই এলাকার বেশিরভাগ পরিবারই কৃষির উপর নির্ভরশীল। বছরের পর বছর কৃষি কাজ করে তারা সংসার চালান। দু'দিনের বৃষ্টিতে বিশালগড় বাজার এলাকাতেও জল জমে গেছে। যার ফলে ব্যবসায়ীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কারণ দু'দিন ধরে ব্যবসায় পটল উঠেছে। এভাবে যদি বৃষ্টি চলতে থাকে তাহলে ব্যবসায়ীদের সংসার কিভাবে চলবে এ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

তাদেরকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া

সাহায্যের আশায় মুখিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া/ কদমতলা/ চড়িলাম/ কাঁঠালিয়া/ শান্তিরবাজার/নতুনবাজার, **৭ ডিসেম্বর।।** ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের প্রভাবে ছন্দপতন গোটা রাজ্যে। টানা এই ভারী বর্ষণে নাজেহাল জনজীবন। এরমধ্যে সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন কৃষককুল। কারণ টানা বৃষ্টির জেরে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় শীতকালীন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদের কারণে কৃষকদের এখন মাথায় হাত। জানা যায়, তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীন বাইশঘরিয়া, ব্রহ্মছড়া, ত্রিশাবাড়ি এবং হাওয়াইবাড়ি-সহ আরো নানা এলাকায় কৃষকরা রকমারি ফসল চাষ করে থাকে। বিশেষ করে বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলো

রাতে গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি কমলাসাগর, ৭ ডিসেম্বর।। সন্দেহজনক গাড়ির ধাক্কায় আহত হলেন এক যুবক। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ মধুপুর থানাধীন জামটৌমুহনি এলাকায় ঘটনা। এলাকার কুখ্যাত পাচারকারী হিসেবে পরিচিত এক যুবক তার গাড়ি নিয়ে আগরতলার ক্যাম্পের বাজার থেকে মিয়া পাড়ার উদ্দেশে যাচ্ছিল। কিন্তু কি উদ্দেশে গাড়িটি দ্রুতগতিতে ছুটে যাচ্ছিল তা জানা যায়নি। এলাকাবাসীর সন্দেহ কোনো কারণে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে ছিল ওই গাড়ির চালক। কেউ কেউ বলছেন গাড়িতে হয়তো ছিল নেশা সামগ্রী। সেই কারণেই গাড়িটি দ্রুতগতিতে গস্তব্যের উদ্দেশে যাচ্ছিল। মধুপুর বাজারের মানুষও দ্রুতগতিতে আসা গাড়ি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। যদিও পরিবর্তী সময় কেউ গাড়িটি আটক করতে সাহস পাননি। মিয়া পাড়া এলাকা থেকে ফেরার পথে জামটৌমুহনি এলাকায় এক যুবককে ধাক্কা দেয় ওই গাড়ি। গাড়ির ধাক্কায় যুবক আহত হন।এদিকে গাড়ি চালক রাস্তার পাশে গাছে ধাক্কা দেয়। চালক কোনোরকভাবে বেঁচে যায়। এলাকার মানুষ বিকট আওয়াজ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই ধরনের গাড়িতে করে প্রতিনিয়ত নেশা সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার করা হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকাবাসী পুলিশের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় গাড়িটির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্তহয়েছে। যদিও চালক অল্পেতে বেঁচে যায়।

এবং লাউ সহ শীতকালীন বিভিন্ন কিভাবে পুরণ হবে তা নিয়ে চিন্তিত ফসলের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। কারণ ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর থেকে মোটা সুদে টাকা নিয়ে শীতকালীন **यत्रमण्डला यामित्रार्ह्न वर्ण** জানান কৃষকরা। একই সাথে নানা কৃষিজ সামগ্রীও ক্রয় করতে হয়েছিল। তাতে ব্যাপক অর্থের ক্ষতি হয়েছে বলে জানায় কৃষকরা। এই বিষয়ে জনৈক এক কৃষকের বক্তব্য, টানা বৃষ্টির ফলে ব্যাপক

সংকটের মুখে কৃষকরা। সরকারের কাছে দাবি রেখেছেন এ বিষয়ে যেন সরকার সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। অন্যদিকে উত্তর জেলার ধর্মনগর ও পানিসাগর শহর ছাড়া অধিকাংশ এলাকার জনগণ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ক্ষতি হয়েছে। এখন অর্থের ঘাটতি জাওয়াদের কু-ফলে সৃষ্ট অকাল

কৃষককুল। টানা বর্ষণের জেরে পচন

ধরেছে ফসলগুলিতে। আর্থিক

NIT NO:e-PT-24/EE/RD/MNU/D/2021-22, dt. 04-12-2021

The Executive Engineer, RD Manu Division, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 02:00 PM 24/12/2021 for Mtc. & Electrification works (2 bid system) under RD Manu Division, Dhalai. For details visit website- https:// tripuratenders.gov.in and contact at M-9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only

NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER *

For and on behalf of Governor of Tripura ICA/C-2837/21

'একবার ব্যবহার্য্য' প্লাস্টিক করো না ব্যবহার।

Sd/- Illegible ঘরে বাইরে নির্মল হোক পরিবেশ সবার। Er. Binoy Kr. Jamatia **Executive Engineer** RD Manu Division, Dhalai. বর্ষণে এলাকার কৃষকদের হাজার হাজার বিঘা ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। পাকা সোনালী ধানের পাশাপাশি শীতকালীন শাক-সবজিতেও পচন ধরতে শুরু করেছে। অগ্রহায়ণ মাসে যেখানে কৃষকদের সোনালী ধান ঘরে তোলার কথা ঠিক সেই সময় হঠাৎ এরপর দুইয়ের পাতায়

SHORT NOTICE INVITING TENDER

On behalf of Governor of Tripura the undersigned invites sealed Quotation of rate in the plain paper for supply of 10 tage water purification filter with RO, UV, mineral(storage tank capacity 8 Liters) with electrically operated for Mandwi R.D. Block, West Tripura under BEUP scheme during the year 2021-22.

The Tender Box will be kept opened for dropping of quotation by the intending Quotationer in the office chamber of the undersigned from 08/12/2021 to 14/12/2021 from 10.00 AM to 3.00 PM except Govt. Holiday and the Box will be opened on the last day at 3.30 pm if possible. Details of tender can be downloaded from website www.westtripura.gov.in, www.tripura.gov.in and www.tenders.gov.in.

ICA/C-2830/21

প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ করব না ব্যবহার। শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়বো এবার।

Block Development Officer Mandwi R.D Block West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:-22/AGRI/EE(WEST)/2021-22

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (west), Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of Tripura, Agartala, West Tripura invites separate percentage Rate e-Tender from the eligible bidders upto 3.00PM on 22 /12/2021 for the following works

OII	off 22 /12/2021 for the following works.								
SI. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Tender Fee	Pre-bid discussion	End date of e-bidding	Time and Date of opening Tender	
01	DNIeT NO:- 19/CE/AGRI/EE(WEST) / 2021-22 (2 nd Call)	Rs. 2,81,14,671.00	Rs. 2,81,147.00	12 Months	Rs. 2,500.00	09/12/2021	22/12/2021 upt 3.00PM	23/12/2021 At 1.00PM	
02	DNIeT NO:- 29/SE/AGRI/EE(WEST) / 2020-21 (2 nd Call)	Rs. 67,24,989.00	Rs. 67,250.00	12 Months	Rs. 2,500.00	09/12/2021	22/12/2021 upt 3.00PM	23/12/2021 At 1.00PM	
03	DNIeT NO:- 26/SE/AGRI/EE(WEST) / 2020-21 (2 nd Call)	Rs. 67,24,989.00	Rs. 67,250.00	12 Months	Rs. 2,500.00	09/12/2021	22/12/2021 upt 3.00PM	23/12/2021 At 1.00PM	
04	DNIeT NO:- 31/SE/AGRI/EE(WEST) / 2020-21 (2 nd Call)	Rs. 67,24,989.00	Rs. 67,250.00	12 Months	Rs. 2,500.00	09/12/2021	22/12/2021 upt 3.00PM	23/12/2021 At 1.00PM	

Interested bidders can view the tender documents in the e- portal www.tripura.tenders.gov.in and in the O/o the Executive Engineer (West), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala.

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA.

ICA/C-2823/21

'একবার ব্যবহার্য্য' প্লাস্টিক করো না ব্যবহার। ঘরে বাইরে নির্মল হোক পরিবেশ সবার।

Sd/- Illegible (Er. Nikhil Roy) Executive Engineer (West) Department of Agriculture & FW Tripura, Agartala

জানা এজানা

করে, যা জটিল নিউরোলজিকেল

ফোটনের মতো এরকম উজ্জ্বলতা

মস্তিষ্কের কাঠামো বা কার্যপ্রণালী

কোন সভ্যতার মানুষেরা কিছুই

জানতো না। কিন্তু তারপরও

সংবেদন, পর্যবেক্ষক ছাড়া যার

পাশাপাশি আলো সম্পর্কে কিছু

তাৎক্ষণিকভাবে আবিৰ্ভূত হয়।

আলোর যে একটা সসীম গতি

থাকতে পারে তা তখনও কারও

মাথায় আসেনি। আবার গ্রিকদের

ভাবত, কোন বস্তুকে দেখার জন্য

আমাদের চোখ থেকে আলো

ঠিকরে বের হয়। তাই আমরা

বস্তুটিকে দেখতে পাই। দীর্ঘদিন

সেই ভুল ধারণা আঁকড়ে ছিল

গ্রিক পণ্ডিতরা। তবে এ ধরনের

রোমান সভ্যতাতেও সেই ভুল

ধারণা ভাঙেনি। তবে রোমানরা

আলো সম্পর্কে নতুন একটা কথা

প্রথম

লুক্রেটিয়াস

বললেন, 'সূর্যের

আলো ও তাপ

আলোর কণাবাদী তত্ত্ব। অনেক

যৌক্তিকভাবে পরিবেশন করেন

আলো সম্পর্কে যুগান্তকারী

বিজ্ঞানীদের হাতে। সেই কাজ

পুরো নাম আবু আলী আল

হাসান ইবনে আল হাইথাম।

ইউরোপে তিনি আল হাজেন

ইউরোপ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে

চরম খরা চলছে তখন ভারত,

জুলছিল আলোর মশাল।

ইউরোপের জ্ঞানের এই

চীন ও আরবের পণ্ডিতদের হাতে

বন্ধ্যাত্বকে এখন বলা হয় অন্ধকার

যুগ। সেটা শুধু ইউরোপের জন্য

প্রযোজ্য, বাকি বিশ্বের জন্য নয়।

সে যুগকে আরবের জন্য বলা হয়

বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ। সেই যুগেই,

থাকতেন আল হাজেন। আলো

বললেন, কোন বস্তু থেকে আলো

প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে

পড়লে, সেই বস্তু আমরা দেখতে

কোন আলো ঠিকরে বের হয় না।

মধ্য যুগে সেটাই ছিল যুগান্তকারী

আল হাজেনের তৈরি পিন হোল

ক্যামেরাও বেশ নামকরা। এই

যন্ত্রের সাহায্য দেয়ালে আলোর

খেলা দেখাতেন তিনি। আল

পাই। আমাদের চোখ থেকে

এক ভাবনা।

১০২০ সালের দিকে মিশরে

সম্পর্কে গ্রিকদের ভুল ধারণা

ভাঙেন এই বিজ্ঞানী। তিনি

নামেই বেশি পরিচিত। মধ্যযুগে

করেন মধ্যযুগে আরব গণিতবিদ

ও জ্যোতির্বিদ আল হাজেন। তার

পরে সেই তত্ত্বকে আরও

আইজ্যাক নিউটন।

ধারণার জন্ম হয় আরব

অতিক্ষুদ্র পরমাণু দিয়ে

্গঠিত।' এভাবে জন্ম নিল

শতাব্দীতে

রোমান পণ্ডিত

পণ্ডিতেরা।

খ্রিস্টপূর্ব

বলতে পেরেছিল।

मिक

ত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন ভারতীয়

আরও বড় ধরনের ভুল ধারণা

ছিল আলো সম্পর্কে। তারা

ভুল ধারণাও ছিল গ্রিকদের। তারা

ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে

আলো এমন এক ধরনের

স্বাধীন কোন অস্তিত্ব নেই।

মনে করত, আলো

সম্পর্কে প্রাচীন গ্রিক বা অন্য

কাঠামোকে উত্তেজিত করে।

সেটাই আমাদের কমলা রঙ

দেখার অনুভূতি যোগায়।

ও রঙ বোঝার জন্য এরকম

জটিল জৈবিক প্রক্রিয়া

অপরিহার্য।



মাথায় যদি প্রশ্ন আসে, পুরো মহাবিশ্বে সবচেয়ে বেশি আছে কোন্ জিনিসটি ? তার উত্তরে অনেকেই হয়ত তারাভরা রাতের কথা মনে করে গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ তথা বস্তুকণার কথা বলে বসবেন। সাধারণ কাগুজ্ঞানে অবশ্য তেমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, বস্তু বা পদার্থ নয়, যদি বলি গোটা মহাবিশ্বটা আলো দিয়ে তৈরি, তাতেও খুব বেশি ভুল হবে না। আসলে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি মুহুর্তে মহাবিশ্ব ভরে ছিল আলোর ঝলক আর শক্তি। সেগুলোই একসময় কোয়ার্কসহ অতিপারমাণবিক কণায় পরিণত হয়। কালে কালে গড়ে উঠে আমাদের চেনা মহাবিশ্ব। বিজ্ঞানীদের হিসেবে পুরো মহাবিশ্বটা যেনো আলোয় পরিপূর্ণ। হিসেব কষে দেখা গেছে, প্রতিটি অতিপারমাণবিক কণার বিপরীতে আলোর কণা ফোটনের পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি। আর মহাবিশ্বের পরমাণুর উপাদানসহ সবকিছুর মধ্যে হিসেব করলে দেখা যায়, ৯৯.৯৯ ভাগ জায়গা দখল করে আছে ওই ফোটন। মানে আলোর কণা। কাজেই মহাবিশ্ব যে আলো দিয়ে তৈরি সে কথায় কোন ভুল নেই। আর এখানে শুধু আমাদের চেনা পরিচিত দৃশ্যমান আলোই নয়, আসলে এসব আলোর বেশিরভাগটাই অদৃশ্য। সেগুলো ত্ত আমরা খালি

চোখে দেখতে

পাই না।

মহাবিশ্বে

বিস্ময়কর

আলো এক

চুমকীয় ক্ষেত্ৰ

অস্তিত্ব। রহস্যময়ও বটে। প্রাচীনকাল থেকে যুগে যুগে আলোর প্রকৃতি ও রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করে গেছেন পণ্ডিতেরা। লিখিত ইতিহাসে আলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনার উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রিস ও ভারতে। ভারতের প্রাচীন পণ্ডিতেরা আলো নিয়ে বেশ চিস্তাভাবনা করেছেন। তবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে সেগুলো নিয়ে তেমন আলোচনা শোনা যায় না। খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে। ভিশেশিকা সূত্রে বলা হয়েছে, আলো রঙিন এবং তা অন্যান্য পদার্থকে আলোকিত করে।' আলোকে তারা একটা পদার্থ হিসেবে বিবেচনা করেছিল। আলো সম্পর্কে আরও কিছু জ্ঞানও অর্জন করেছিল ভারতের পণ্ডিতেরা। ওদিকে সম্ভবত ভুল ক্রমেই গ্রিকরা আলোর মূল দিকটা আবিষ্কার করেছিল। তারা বলেছিল, পর্যবেক্ষক হিসেবে আমাদের কাছে আলোর স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। বর্তমানের পদার্থবিজ্ঞান অনুযায়ী, আলো হল চুম্বকীয় ও বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের পরস্পর বিজড়নে গঠিত। চুম্বকীয় বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র কোনটাই দেখতে পাই না। তাই সহজাতভাবেই এর মানে, আলো আসলে অদৃশ্য। আমরা যখন উজ্জ্বল কমলা রঙের সূর্যাস্ত দেখি, তখন সরাসরি প্রকৃত আলো চোখে ধরা পড়ে না। তার

বদলে এই বিদ্যুৎচুম্বকীয় পালস বা

প্রন্দন থেকে আসা শক্তি

আমাদের রেটিনা ও মস্তিষ্কের

কোটি কোটি নিউরনকে উদ্দীপ্ত

দির কড়া বার্তা দলের সাংসদদের



নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর।। সামনে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাবে নির্বাচন। তার আগে দলের নেতাদের ভাবমূর্তি উদ্ধারের ব্যাপারে সতর্ক করলেন নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার দলীয় সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি। সেখানে সংসদের

'নিজেদের বদলান, না হলে আপনাদের পাল্টে ফেলা হবে'

অধিবেশনে সাংসদদের আরও নিয়মিত উপস্থিত থাকার কথা বলে তাঁর সতর্কবার্তা, "আপনারা যদি নিজেদের না বদলান, তা হলে সময়ের সঙ্গে আপনাদেরও পাল্টে ফেলা হবে।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, "সংসদের অধিবেশনে আরও নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হবে। আপনারা কেউ বাচ্চা নন। তাই ক্রমাগত এক কথা বলতে আমারও ভাল লাগে না।" সংসদের শীতকালীন অধিবেশন সবে শুরু হয়েছে। সংসদ শুরু হতেই নানা বিষয় নিয়ে উত্তাল দুই কক্ষ। তিন বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হলেও ক্ষোভ কমেনি। ১২ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা, নাগাল্যান্ডে সেনার গুলি চালনার মতো ঘটনা নিয়ে প্রতিদিনই সংসদ সরগরম হচ্ছে। এরই মধ্যে মোদির এই সতর্কবাণী।

জয়পুরে কমতে পারে রান্নার সিলিভারের ওজন! 'আমরা চাই না যে মহিলাদের ভারি ওজন তুলতে হোক..'

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর।। রান্নার গ্যাসের সিলিভার নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের পথে হাঁটতে চলেছে কেন্দ্র। যার ফলে যেমন গৃহস্থের প্রাথমিক সুবিধা হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উপর বাড়তে পারে নতুন আর্থিক বোঝা। রান্নার গ্যামের ওজন কমানোর ব্যাপারে ভাবছে কেন্দ্র। মঙ্গলবার পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী সংসদে একটি প্রশ্নের জবাবে বলেন, "আমরা চাই না যে মহিলাদের ভারি ওজন তুলতে হোক। তাই সিলিভারের ওজন কম করার কথা ভাবা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ১৪.২ কেজি থেকে কমিয়ে পাঁচ কেজি করা যেতে পারে।"উল্লেখ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ইনডেন ইতিমধ্যে

টিকাপ্রাপকের

তালিকায় মোদি,

প্রিয়ান্ধা চোপড়া!

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর।। কে নেই

তালিকায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি,

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ,

কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী,

এমনকি অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা

চোপড়াও! বিহারের এক

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকার তালিকায় মোদি

থেকে প্রিয়াঙ্কার নাম প্রকাশ্যে

আসায় হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে।

ঘটনাটি রাজ্যের আরওয়াল জেলার

কার্পি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের। বিষয়টি

প্রকাশ্যে আসতেই গাফিলতির

অভিযোগ তুলে তড়িঘড়ি দুই

কম্পিউটার অপারেটরকে সাসপেভ

করেছে জেলা প্রশাসন। সম্প্রতি ওই

স্বাস্থ্যেকেন্দ্রে টিকাকরণ কর্মসূচি

চলছিল। টিকা নিয়েছেন যারা

তাদের নাম সরকারি পোর্টালে

দেখা যায়, টিকা নেওয়া ব্যক্তিদের

মধ্যে রয়েছেন মোদি, শাহ,

প্রিয়ঙ্কারা। জেলাশাসক জে

এনেছে। প্রাথমিকভাবে হয়তো মনে হতে পারে, ওজন কমলে সাধারণ মানুষের সুবিধাই হবে। কিন্তু ভরতুকিবিহীন রান্নার গ্যাসের দাম ক্রমেই বেড়েছে। তাই পাঁচ কেজি সিলিভারের দাম চূড়ান্ত হলে তবেই এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যাবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাস ধরে লাগাতার রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে। তবে ডিসেম্বরের শুরুতে অপরিবর্তিত হয়েছে গ্যাসের দাম। সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় ৯১১ টাকা ছিল এলপিজি সিলিভারের দাম। অক্টোবরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯২৬ টাকা। নভেম্বরে প্রায় সাড়ে নশো টাকায় কিনতে হচ্ছিল রান্নার

পাঁচ কেজির সিলিন্ডার বাজারে কেজি ওজনের এলপিজি সিলিন্ডার কিনতে খরচ করতে হচ্ছে প্রায় সাড়ে ন'শো টাকা। কিন্তু বেড়েছে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। একধাক্কায় ১০০ টাকা বাড়ে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম াকলকাতায় বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ছিল ২ হাজার ৭৩ টাকা ৫০ পয়সা। তবে এবার মহানগরীর বাসিন্দাদের সিলিন্ডার কিনতে খরচ পড়বে ২ হাজার ১৭৪ টাকা ৫ পয়সা। বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ের বাসিন্দাদের সিলিভার কিনতে দিতে হবে ২ হাজার ৫১ টাকা। আগে খরচ হত ১

হাজার ৯৫০ টাকা। যে হারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি করছে কেন্দ্র, তাতে রান্নার গ্যাসের ওজন কমানোর পর মধ্যবিত্তকে নতুন করে আর্থিক বোঝা বইতে হবে কি না তা নিয়ে গ্যাস সিলিভার। এমাসেও ১৪.২ ধোঁয়াশা রয়েই গেল

'বদলা' নেওয়ার হুমকি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের

কোহিমা, ৭ ডিসেম্বর।। 'নাগরিকদের রক্ত, হবে নাকো ব্যর্থ।' নাগাল্যান্ডে নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে ১৪ জন নিরীহ নাগরিকের মৃত্যু নিয়ে এবার সরব হল বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন এনএসসিএন (খাপলাং)। সরাসরি বদলা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে বিবৃতি জারি করেছে তারা। মঙ্গলবার নাগাল্যান্ডের ঘটনা নিয়ে নাগা আর্মির তরফে বিবৃতি জারি করা হয়েছে পিপলস রিপাবলিক অফ নাগাল্যান্ডের লেটারহেডে। এই পিপলস রিপাবলিক অফ নাগাল্যান্ড আসলে এনএসসিএনের তৈরি নির্বাসিত সরকার। যারা দেশের বাইরে থেকে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী এই সংগঠন তথা ভারতীয় সেনার সমান্তরাল নাগা আর্মির হুঁশিয়ারি, "যেদিনই হোক, নিরীহ নাগরিকদের এই মৃত্যুর বদলা নেওয়া হবে। আমাদের আশা আমাদের জনগণ বুঝতে পারছে, কবে, কখন কীভাবে পদক্ষেপ করতে হবে।" বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনটি চিঠিতে দাবি করেছে, ভারতীয় সেনার জবরদখলের বিরুদ্ধে আমরা এতদিন পদক্ষেপ করা থেকে বিরত থেকেছি কারণ, আমাদের জনগণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পছন্দ করে। কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ মানসিকতার বিরুদ্ধে এই জবরদখলকারীদের কাছ থেকে আমরা কী পেলাম ? কিছু না। শুধু অত্যাচার, ধর্ষণ, মানব সংহার। নাগা সংগঠনটির দাবি, ভারতীয় সেনার এই আগ্রাসন নতুন কিছু নয়। এটা নাগাদের বৈধ রাজনৈতিক লড়াইকে দমন করার চেষ্টা। যা অতীতেও হয়েছে।" প্রসঙ্গত, নথিভুক্ত করা হয়। সেই তালিকাতে নাগাল্যান্ড, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, অসম ও মায়ানমারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে নাগা স্বাধীনভূমি বা 'নাগালিম' গড়ার ডাক বহুদিনের। এই দাবিতে অনেক দিন ধরেই জঙ্গি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন এনএসসিএন। সংগঠনটি দু'ভাগ হয়ে যাওয়ার পর এরপর দুইয়ের পাতায় মুইভা গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা এরপর দুইয়ের পাতায়

সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকে অনুপস্থিত সাংসদ-অভিনেত্ৰী বৈঠকে ছিলেন না শিশির অধিকারী এবং দিব্যেন্দু অধিকারী। তাদের অবশ্য শোকজ করা হয়নি। দলের অন্দরে শৃঙ্খলা আনতে বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেক সাফ নির্দেশ, অধিবেশনে হাজির থাকতেই হবে। সকল নুসরত জাহান এবং মিমি চক্রবর্তী। সাংসদদেরই অধিবেশনে অংশ তৃণমূলের সংসদীয় কমিটির সাংসদদের তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে হাজির হতে হবে। এদিন দিল্লিতে দলীয় সাংসদদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন অভিষেক তৎপর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অধিবেশনের কৌশল ঠিক করতে

করেছিলেন সেই লক্ষ্যে দলীয় সাংসদদের আলোচনা হয় সেখানে। কিন্তু সেই বার্তা দিলেন অভিষেক।

একাধিক নির্দেশিকা দিলেন তিনি। বৈঠকেই ছিলেন না মিমি ও নুসরত। বলে রাখা দরকার, তৃণমূলের সাংসদদের ৯৭ শতাংশ ইতি পূর্বে সংসদে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাসের সময় সংসদে গরহাজির থেকেছেন অনুপস্থিতির কারণ জানতে চেয়ে নিতে হবে। সংসদের বিভিন্ন সাংসদ-অভিনেত্রীরা। তা নিয়ে তাঁদের শোকজ করল দল। দ্রুত কর্মসূচিতে অংশ নিতে হবে বিতর্কও হয়েছিল। এবার দলীয় জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া তাঁদের। অভিযেকের আরও বৈঠকে না থাকায় তাদের সরাসরি হয়েছে। মঙ্গলবার দিল্লিতে নির্দেশ, সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে শোকজ করল দল। এই প্রথমবার নয়, বাদল অধিবেশনের শুরুতেও দিল্লিতে সাংসদদের নিয়ে বৈঠক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেও দলের শুঙ্খলা রক্ষা নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। এবারও সেই

ওমিক্রনে আক্রান্ত ৯ জন, সকলেই উপসর্গহীন

জয়পুর, ৭ ডিসেম্বর।। রাজস্থানের জয়পুরে ৯ জনের দেহে ওমিক্রনের হদিশ মিলেছে। আক্রান্তরা সকলেই উপসর্গহীন। এমনই জানিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক নরোত্তম শর্মা সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেন, "যে ৯ জনের দেহে ওমিক্রনের হদিশ মিলেছে, তাঁদের মধ্যে কোভিডের কোনও উপসর্গ নেই। আমরা বিষয়টি খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। কনট্যাক্ট ট্রেসিং-ও করা হচ্ছে।" রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ৩৪ জন ফিরেছিলেন জয়পুরে। প্রত্যেকের নমুনা সংগ্রহ করে জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর জন্য পাঠানো হয়। তাঁদের মধ্যে ৯ জনের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এবং দেখা যায় তাঁরা সকলেই কোভিডের ওমিক্রন রূপে আক্রান্ত। বাকি ২৫ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। ওমিক্রনে মৃদু উপসর্গ ধরা পড়ছে। কিন্তু এ বার উপসর্গহীন ওমিক্রন আক্রান্তের হদিশ মেলায় উদ্বেগ বাড়ছে। দেশে প্রথম

এরপর দুইয়ের পাতায়

আন্দোলনে ইতি 🚪 টানছেন কৃষকেরা

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর।। সংসদে কৃষি আইন প্রত্যাহারের পরেও একাধিক দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে দাবি পুরণের বার্তা দেওয়ায় ১৫ মাস পরে দিল্লি সীমানা থেকে ধর্না তুলে ক্ষকেরা গ্রামে ফিরতে পারেন বলে মঙ্গলবার ইঙ্গিত মিলেছে। আন্দোলনকারী কৃষকদের যৌথ মঞ্চ 'সংযুক্ত কিসান মোর্চা' সূত্রের খবর, বুধবার দুপুর ২টোয় সিঙ্ঘু সীমানায় আনুষ্ঠানিক ভাবে সাময়িক কৃষক আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করা হতে পারে।কেন্দ্রের তরফে ইতিমধ্যেই আন্দোলনকারী কৃষকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার, মৃত কৃষক পরিবারগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার মতো একাধিক দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে বলে 'সংযুক্ত কিসান মোর্চা'র একটি সূত্র জানাচ্ছে। অন্য দাবিগুলি নিয়েও আলোচনায় রাজি হয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকার ৷গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবিগুলি বিবেচনার কথা জানিয়ে ফোন করেছিলেন। এর পর কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার জন্য পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করে 'সংযুক্ত কিসান মোর্চা'। মঙ্গলবার সেই কমিটির বৈঠকে আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সু কি'র ৪ বছরের কারাবাস উদ্বেগ প্রকাশ করলো ভারত

<mark>নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর।।</mark> মায়ানমারের নেত্রী আং সান সু কি-র জেলের সাজা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলো ভারত। মঙ্গলবার ভারতের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানায় যে সু কি'র রায় 'খুবই বিচলিত করার মতো'।সদ্য মায়ানমারের নেত্রী আং সান সু কি-কে চার বছরের জেলের সাজা শুনিয়েছে মায়ানমারের একটি আদালত। তার বিরুদ্ধে সেনার বিরুদ্ধে উসকানি দেওয়া ও করোনাবিধি লঙ্ঘন করার 'অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে'। এই বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী বলেন, ''সু কি'র সাজা নিয়ে আমরা বিচলিত। পড়শি এবং গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে মায়ানমারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে ভারত। আমরা বিশ্বাস করি আইন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ মেনে চলা উচিত। দেশের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে সব পক্ষেরই উচিত আলোচনার পথে হাঁটা।" উল্লেখ্য, জেলযাত্রা নতুন নয় মায়ানমারের গণতান্ত্রিক নেত্রীর। বরং তাঁর জীবনের অধিকাংশই কেটেছে কারাগারে। সেনা শাসনাধীন মায়ানমারে একাধিক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে সু কি-কে দীর্ঘ সময়ে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি মুক্তি পেয়ে গণতান্ত্রিক পথে হেঁটে, ভোটে লড়াই করে রাষ্ট্রপ্রধানও নির্বাচিত হন। মায়ানমারে ফিরে আসে গণতন্ত্র। কিন্তু সু কি দেশের প্রধান হয়ে কুরসিতে বসার পর পরই তাঁর বিরুদ্ধে ফের একাধিক অভিযোগ উঠতে থাকে। এমনকী নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগও ওঠে তার বিরুদ্ধে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে আচমকা দেশের ক্ষমতা কেড়ে নেয় সেনাবাহিনী। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারকে উপড়ে ফেলে নেত্রী আং সান সু কি-কে বন্দি করা হয়। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা চলছে। তারপরও গণতন্ত্র ফেরানোর দাবিতে দেশজুড়ে শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। পাল্লা দিয়ে দমনপীড়ন শুরু করে সর্বশক্তিমান জুন্টা। এপর্যন্ত সেনাবাহিনীর অত্যাচারে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে দেড় হাজার মানুষের।

আফস্পা প্রত্যাহার নিয়ে নাগাল্যান্ড সরকারের চিঠি



কোহিমা, ৭ ডিসেম্বর।। সেনার ২১ নম্বর প্যারা স্পেশাল ফোর্সের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত গণহত্যার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছিল নাগাল্যান্ড পুলিশ। তার পর ২৪ ঘণ্টাও কাটল না। এবার কেন্দ্রকে 'আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট' (আফস্পা) প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে চিঠি দিচ্ছে বলে জানালো নাগাল্যান্ড সরকার। একই সঙ্গে রাজ্যের আদিবাসীদের প্রভাবশালী সংগঠন 'কোনইয়াক ইউনিয়ন' আফস্পা প্রত্যাহারের পাশাপাশি অসম রাইফেলসের জওয়ানদেরও নাগাল্যান্ডের মন জেলা থেকে সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। উত্তর-পূর্বে ক্রমেই জোরালো হচ্ছে আফস্পা প্রত্যাহারের দাবি। নাগাল্যান্ডের রাজ্য মন্ত্রিসভার

জরুরি বৈঠকে কেন্দ্রকে চিঠি লিখে রাজ্য থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিয়ো বলেছিলেন, "আমার রাজ্যে অশান্তির কারণ হয়ে উঠছে আফস্পা। অবিলম্বে আফস্পা প্রত্যাহার করতে হবে।" কেন্দ্রকে যে চিঠি দেওয়া হবে, তাতেও আফস্পা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হবে বলে জানিয়েছে নাগাল্যান্ডের রিয়ো সরকার। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, বিজেপির জোট সঙ্গী তথা এনডিএ-এর অন্যতম সদস্য রিয়ো আফস্পা নিয়ে এ কথা বললে, তার তাৎপর্য বিপুল। এ দিকে শনিবারের ঘটনার জেরে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে নাগাল্যান্ডের হর্নবিল উৎসব। প্রতি বছর ১০ দিনের এই অনুষ্ঠানকে নাগাল্যান্ডের প্রধান উৎসব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মঙ্গলবার ছিল অনুষ্ঠানের ষষ্ঠ দিন। কিন্তু অশান্তির পরিবেশে এ বারের মতো অনুষ্ঠান মাঝপথে বাতিল করে দেওয়া হল। নাগাল্যান্ডের প্রভাবশালী আদিবাসী সংগঠন

'কোনইয়াক ইউনিয়ন'ও উত্তর-পূর্ব থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি নাগাল্যান্ডের মন রাইফেলসের জওয়ানদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবি রেখেছে তারা। 'কোনইয়াক ইউনিয়ন' ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তেরও দাবি জানিয়েছে। শনিবার সেনার গুলিতে ১৪ জন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। স্থানীয়দের পাল্টা হামলায় এক সেনা জওয়ানেরও মৃত্যু হয়। সোমবার সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, ভুল বোঝাবুঝির কারণেই সেনা গুলি চালায়। ঘটনায় সিট গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে সংসদকে জানিয়েছেন অমিত। অন্য দিকে সেনার ২১ নম্বর প্যারা স্পেশাল ফোর্সের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত গণহত্যার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছে নাগাল্যান্ড পুলিশ। সব মিলিয়ে গুলি চালনার অভিঘাতে এখনও উত্তপ্ত নাগা রাজ্য। তার আঁচ টের পাওয়া যাচ্ছে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের রাজধানী দিল্লিতেও।

সুস্থ থাকতে শীতকালে খান এই ৫ খাবার

শরীর থাকবে ভালো, জেনে নিন বিশেষজ্ঞের টিপস

শীতকালে রং-বেরঙের ফল ও সবজিতে বাজার ছেয়ে থাকে। এই ফল ও সবজিগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী হয়। অনেকে আবার শীতকালে বেশি করে চা ও কফি পান করতে শুরু করে দেন। তবে শীতের মরশুমকে ভালোভাবে উপভোগ করতে হলে এ সময় বিশেষ কিছু খাবার খাওয়া উচিত। সবুজ শাকসবজি, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ

কমলালেবু- এ সবই শীতের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তবে শীতকালে কোন কোন খাবার খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবেন, তা উল্লেখ করেছেন পুষ্টিবিদ রুজুতা দিবেকার। আখ- রুজুতা জানিয়েছেন যে, আখ লিভারকে পুনরুজ্জীবিত করে। পাশাপাশি ত্বককেও উজ্জ্বল রাখে। শীতকালে আখের রসকে নিজের ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করতে

পারেন। ফাইবার সমদ্ধ আখের রস আবার ওজন কম করতেও সাহায্য করে। এমনকী শরীরের মেটাবলিক রেট বাড়াতেও সাহায্য করে আখ। কুল- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে কুল। যে সমস্ত শিশুরা শীতকালে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে কুল উপকারী। রুজুতা দিবেকার

এ-ও জানিয়েছেন যে, কুল

আমাদের খাবারের বৈচিত্রতা উন্নত করতে সাহায্য করে। স্মাক বা ফলের স্যালাডে কুল অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। ভিটামিন সি ও অ্যান্টি অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ কুল ত্বকের জন্য খুব ভালো। এর ফলে কোষের ক্ষতি হয় না এবং মুখে বার্ধক্যের ছাপ দেখা দেয় না। **তেঁতুল**- রুজুতা আরও জানিয়েছেন, তেঁতুল একটি ভালো পাচক। দইয়ের সঙ্গে এটি



মিশিয়ে পান করতে পারেন। আমলকি- আমলকি সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। চ্যবনপ্রাশ, শরবত বা মোরব্বা হিসেবে এটি খেতে পারেন। **তিল ও গুড়**-

শীতকালে বেশি করে তিল-গুড খাওয়া উচিত। রুজুতা দিবেকারের মতে, হাড় ও জয়েন্টের জন্য অধিক উপকারী তিল-গুড়।





বিজয় হাজারে ট্রফিতে আজ নামছে ত্রি

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ঃ বিজয় হাজারে ট্রফিতে আগামীকাল অভিযান শুরু করছে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ অরুণাচল প্রদেশ। সুতরাং জয় পাওয়ার ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী রাজ্য দল। অবশ্য সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে পচা শামুকে পা কেটেছে ত্রিপুরার। মেঘালয়ের কাছে বিধ্বস্ত হয়ে এলিট গ্রুপে খেলার সুযোগ হাতছাড়া করেছে ত্রিপুরা। সুতরাং বিজয় হাজারে ট্রফি নিয়েও একটা আশঙ্কা থাকছে। আপাতদৃষ্টিতে ক্রিকেটিয় ইতিহাস বা কৌলিন্যের বিচারে পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির চাইতে ত্রিপুরা অনেকটাই এগিয়ে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ত্রিপুরার কাছে ওই সব রাজ্যগুলি মোটেই কঠিন হবে, প্রতিটি রাজ্যই তিনজন করে পেশাদার ক্রিকেটার খেলায়। আর ওই সব রাজ্য প্রকৃত গুণমানসম্পন্ন ক্রিকেটারদেরই পেশাদার হিসাবে বাছাই করে। পেশাদার ক্রিকেটার বাছাইয়ে টিসিএ-র মতো দুই নম্বরি পথ গ্রহণ করে না তারা। আর সীমিত ওভারের ক্রিকেটে দুই জন

ক্রিকেটারের ভালো পারফরম্যান্স শাস্ত্রীর অধীনে ভারতের

সব থেকে খারাপ ফল

জানালেন প্রাক্তন কোচ

মুম্বাই, ৭ ডিসেম্বর।। টি২০ বিশ্বকাপের পরে ভারতীয় কোচের পদ থেকে সরানো হয়েছে রবি শাস্ত্রীকে। তাঁর অধীনে কোহলিদের সব থেকে খারাপ ফল কী, জানিয়ে দিলেন শাস্ত্রী। তাঁর মতে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টে কোহলিদের ৩৬ রানে অলআউট হয়ে যাওয়া তাঁর কোচিং জীবনের সব থেকে খারাপ ফল। এক সংবাদপত্ৰকে শাস্ত্ৰী বলেন, "দেখুন কোচ সব সময় বন্দুকের নলের সামনে থাকে। এই পেশা এরকমই। আপনাকে সেই দিনটার অপেক্ষা করতে হয়। আমি জানতাম আমার পালানোর কোনও পথ নেই। ৩৬ রানে অলআউট হয়ে যাওয়া সব থেকে খারাপ ফল।"খারাপ ফলের জন্য অবশ্য দলের কাউকে দায়ী করেননি শাস্ত্রী। তিনি বলেন, "আমাদের হাতে ৯ উইকেট ছিল। তার পর আমরা ৩৬ রানে অলআউট হয়ে যাই। আরও ৮০ রান করলেই আমরা খেলায় থাকতাম। কিন্তু সে দিন আমরা যেন চিন্তা-ভাবনা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। ওই ফল আমাদের বড় ধাক্কা দিয়েছিল। কী ভাবে অত খারাপ খেলেছিলাম, সেটা আমরাই বুঝতে পারিনি।" দলের ব্যর্থতার সঙ্গে সাফল্যকেও তিনি সমান ভাবে উপভোগ করেছেন বলে জানিয়েছেন কোহলিদের প্রাক্তন কোচ। তিনি বলেন, "সবার আগে আমি হাত তুলে বলেছিলাম যে সব দায় আমার। কারণ লুকনোর কোনও জায়গা ছিল না। আমি দলের সবাইকে বলেছিলাম পরের ম্যাচের জন্য তৈরি হতে। ছেলেরা অসাধারণ খেলেছিল। এর এক মাসের মধ্যে আমরা অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জিতেছিলাম। আমি নিশ্চিত, যত দিন বেঁচে থাকব মানুষ সেই সিরিজের কথা বলবেন।"

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। বড় ইনিংস গড়ার সুযোগ পাবে। সুতরাং ত্রিপুরাকে আরও একবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে লড়াইয়ে নামতে হবে। স্থানীয় ক্রিকেটারদের অবশ্যই ভালো পারফম্যান্স করতে হবে। এবারই সম্ভবত ত্রিপুরা এমন সব পেশাদারদের নিয়ে মাঠে নামছে যাদের উপর ক্রিকেটপ্রেমীদের বিন্দুমাত্র ভরসা নেই। জয়পুরের কেএল সাইনি স্টেডিয়ামে স্থানীয় ক্রিকেটারদের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে ত্রিপুরাকে। মঙ্গলবার শেষ প্রস্তুতি সারলো। ব্যাটিং, বোলিং-র পাশাপাশি ফিল্ডিং-এও জোর দেওয়া হয়।যতদূর খবর, তিন পেশাদার ক্রিকেটারদের দলে রাখা হবে। পাশাপাশি পবন এবং সমিত-কে ৩ এবং ৪ নম্বরে নাকি ব্যাটিং করতে পাঠানো হবে। যদিও ৪ নম্বর জায়গায় ক্রিকেটপ্রেমীরা প্রতিপক্ষ নয়। কিন্তু মাথায় রাখতে মণিশংকর - কে ব্যাটিং করতে দেখতে চায়। কারণ এই দলের এক নম্বর ব্যাটসম্যান হলো মণিশংকর। শুধুমাত্র ব্যাটিং বা বোলিং যে কোন একটিতে দক্ষতা দেখিয়ে দলে জায়গা করে নিতে পারে। ৭ বা ৮ নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে অধিকাংশ সময় মণিশংকর-র বিশেষ কিছু করার থাকে না। কিন্তু উপরের দিকে ব্যাট করতে পাঠালে

সেটা জানা নেই। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে ব্যর্থতার স্বাদ পেয়েছেন ভিনরাজ্যের কোচ সমীর দীঘে। এবার বিজয় হাজারে ট্রফিতেও তার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। সাফল্য অবশ্যই নির্ভর করে ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের উপর।কিন্তু বিশাল অঙ্কের অর্থ খরচ করে যখন নামি কোচ নিয়োগ করা হয় তখন ধরে নিতে হবে যে, দলের সাফল্যের পেছনে এই কোচরা নিজেদের অবদান রাখবে। সেই অবদান রাখতে না পারলে ব্যর্থতার তকমা নিয়ে সরে যেতে হবে। এটাই পেশাদারি দুনিয়ার নিয়ম। এখন দেখার এটাই যে, বিজয় হাজারে টুফিতে নামি-দামি কোচের সুতরাং এক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাডভান্টেজ ত্রিপুরা। তারপরও যদি সুযোগ কাজে হবে রাজ্য ক্রিকেট আরও গভীর গাড্ডায়। প্রথম একাদশ গঠনে কোন প্রকার স্বজনপোষণ কিংবা ব্যাটিং অর্ডার নির্ধারণে দুই নম্বরি করলে তার ফল ভোগ করতেই হবে। ক্রিকেটপ্রেমীরা।

যদিও টিম ম্যানেজমেন্ট কি ভাবছে ট্রফির ব্যর্থতা ভুলে নতুন উদ্যমে শুধুমাত্র সাফল্যের জন্য সঠিকভাবে পরিচালিত হোক রাজ্য দল। সিনিয়র ক্রিকেটে অতীতে এলিট গ্রুপেও বেশ কিছু বড় ধরনের জয় পেয়েছিল ত্রিপুরা। সেদিক দিয়ে বিচার করলে পূর্বোত্তরের দলগুলি ত্রিপুরার কাছে কোন বাধা হয়ে দাঁড়াবে এমনটা আপাতভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে মুস্তাক আলি ট্রফিতে মেঘালয় বুঝিয়ে দিয়েছে দ্রুতগতিতে তারা এগিয়ে আসছে। হয়তো এমনও দিন আসতে চলেছে যখন পূর্বোত্তরের দলগুলিও ত্রিপুরার কাছে প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। তাই বিজয় হাজারে ট্রফিতে ক্রিকেটারদের পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধানে ত্রিপুরা কি করে? ভালো ফলাফল করা অত্যন্ত পূর্বোত্তরের সাধারণ মানের জরঃরি। একমাত্র ক্রিকেটিয় দলগুলির বিরুদ্ধে খেলতে হবে। যুক্তিতে প্রথম একাদশ গঠন করলেই সেটা সম্ভব হবে বলে মনে করছে ক্রিকেট মহল। স্থানীয় না লাগাতে পারে তাহলে বুঝতেই ক্রিকেটাররাই এবার ত্রিপুরাকে সাফল্য এনে দিতে পারে। কারণ যে মানের পেশাদার ক্রিকেটার রয়েছে দলে তাদের কাছ থেকে কিছুই আশা করছে না

ফের হারে ফিরল এসসি ইস্টবেঙ্গল

জঘন্য রক্ষণে আবার ডুবল লাল-হলুদ



পানাজি, ৭ ডিসেম্বর।। গোল করলে কী হবে, ম্যাচ জিততে হলে গোল আটকাতে হবে রক্ষণকে। এসসি ইস্টবেঙ্গলের যেন সেটাই নেই। পাননি গোলরক্ষক শুভম। গোল তাই ৩ গোল দিয়েও ৪ গোল খেতে হল। ফলে আইএসএল-এর চলতি মরসুমে এখনও জয়ের মুখ দেখল না লাল-হলুদ বাহিনী। চলতি আইএসএল মরসুমে দু'দলই এর আগে জয়ের মুখ দেখেনি। প্রথম দু'ম্যাচে হারের পরে তৃতীয় ম্যাচ ড্র করেছিল এসসি ইস্টবেঙ্গল। অন্য দিকে প্রথম তিন ম্যাচ হেরে খেলতে নেমেছিল এফসি গোয়া। তাই জয়ের তাগিদ দু'দলেরই ছিল। ফলে অনেক আক্রমণাত্মক খেলল দু'দল। শেষ পর্যন্ত ৪-৩ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে জয়ে ফিরল গোয়া। খেলার শুরু থেকেই আক্রমণ শুরু করে গোয়া। কিছুটা চাপে পড়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। তার ফলও মেলে। ১৪ মিনিটের মাথায় একক দক্ষতায় বেশ খানিকটা বল

নিয়ে গিয়ে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে ডান পায়ের জোরালো শটে গোল করেন নগুয়েরা। কোনও সুযোগ সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়ার সুয়োগ ছিল গোয়ার কাছে। ১৭ মিনিটের মাথায় নগুয়েরার পাস থেকে ওর্টিজের শট পোস্টের বাইরে দিয়ে অল্পের জন্য বেরিয়ে যায়।গোল খেয়ে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল।

২৬ মিনিটের মাথায় আমির দেরভিসেভিচের ফ্রিকিক থেকে ফিরতি বলে বাঁ পায়ের জোরালো শটে গোল করেন আস্তোনিও পেরোসেভিচ। যদিও সেই হাসি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৩২ মিনিটে ফের এগিয়ে যায় গোয়া। বক্সের মধ্যে ফাউল করায় পেনাল্টি পায় গোয়া। ঠান্ডা মাথায় গোল করে ●এরপর দুইয়ের পাতায়

ভালবলের স্বীকৃতিহীন আসবে অংশগ্রহণ করতে বারণ

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ঃ আগামী ২৪ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পশ্চিমবাংলার বর্ধমানে এক স্বীকৃতিহীন ভলিবল আসর অনুষ্ঠিত হবে। ৪৭-তম জুনিয়র জাতীয় আসরে রাজ্যের খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের তরফে আবেদন জানানো হয়েছে, যাতে এই স্বীকৃতিহীন প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ না করে। এই স্বীকৃতিহীন আসরে কোন বেআইনি সংস্থার ব্যানারে খেলোয়াডরা যদি অংশগ্রহণ করে তবে তার কোন দায় নেবে না ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন।

ডিসেম্বর মাসে ক্রিকেট মাঠ শূন্য! রাজনীতির ছোঁয়ায় ক্রিকেট আজ মৃতপ্রায়

মাসে ক্রিকেট মাঠগুলি ক্রিকেটহীন! রাজ্যের প্রাক্তন ক্রিকেটার, ক্রিকেট কোচ এবং ক্রিকেট সংগঠকদের মতে, এই ধরনের ঘটনা চিস্তার বাইরে। ক্রিকেট হয় না। প্রাক্তন ক্রিকেটার কেননা এরাজ্যে নভেম্বর মাসেই এবং ক্রিকেট মহলের অভিযোগ, পুরোপুরি ক্রিকেট সিজন শুরু হতো এতদিন। কোন কোন সময় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসেও এরাজ্যে ক্রিকেট সিজন শুরু হয়েছে। কিন্তু ডিসেম্বর মাসেও সংগঠনে পরিণত হয়েছে। শাসক টিসিএ-র ক্রিকেট সিজন শুরু না হওয়া, ক্রিকেট মাঠগুলি ক্রিকেট শুন্য থাকার ঘটনা প্রমাণ করে যে, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ক্রিকেট নয়, ক্রিকেটের সর্বনাশ করে চলছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং ক্রিকেট মহল অবশ্য এর জন্য রাজনীতিকেই নিশানা করছে। তাদের অভিযোগ, অতীতে টিসিএ করা ঠিক হয়নি। শাসক দল পন্থী

অতীতে শাসক দল ঘনিষ্ঠরাই টিসিএ-তে আসতেন। কিন্তু শাসক দল টিসিএ-তে আসতো না। আগে ক্রিকেট হতো এখন শাসক দলের ক্রীড়াক্ষেত্রে রাজনীতি আমদানির কুফল ভুগছে টিসিএ। টিসিএ আজ ক্রিকেটহীন একটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব টিসিএ-র দায়িত্বে থাকায় সদস্যরা ভয়ে মুখ খোলার সাহস পায় না। চোখের অনিয়ম হলেও রাজনৈতিক কারণে সদস্যরা চুপ। টিসিএ-র অনেক সদস্যই শাসক দল পন্থী। কিন্তু তারা মনে করেন, রাজনীতি আর খেলাধুলাকে এক

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ঃ ডিসেম্বর টিসিএ-তে রাজনীতি ছিল না। করেন যে, যেদিন টিসিএ-র কর্তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়েছেন সেদিনই এরাজ্যের ক্রিকেটের সর্বনাশ শুরু হয়ে গেছে। খেলার দেখা নেই, কিন্তু ক্যাম্প, স্টেডিয়াম, মাঠ ইত্যাদি খাতে কোটি কোটি টাকা উড়ে যাচ্ছে। বিনা টেন্ডারে কেনাকাটায় আজ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচেছ। টিসিএ-র শাসক দল পন্থী অনেক সদস্য আছেন যারা অতীতেও টিসিএ-তে ছিলেন। তারাও মনে করেন যে, বর্তমান সময়ে টিসিএ তার নীতি-আদর্শ যেমন হারিয়েছে তেমনি টিসিএ কেন এবং কাদের জন্য তা ভুলে যাওয়া হয়েছে। যেহেতু শাসক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব টিসিএ-র শাসনভার সামাল দিচেছন তাই নাকি রাজনৈতিকভাবে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। টিসিএ-র টাকায়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, গঠনে রাজনীতি হতো কিন্তু টিসিএ-র অনেক সদস্যই মনে চলছে বিলাসিতা, দুই গাড়ির জন্য টিসিএ-র বছরে খরচ হচ্ছে ১৮ লক্ষ টাকার মতো। এছাড়া অন্য অনেক কিছু তো আছেই। ক্রিকেট মহলের মতে, এরাজ্যের ক্লাব ক্রিকেট আজ ধ্বংসের মুখে। এরাজ্যের মহকুমা ক্রিকেট আজ শেষ হয়ে যাওয়ার পথে। ডিসেম্বর মাসে ক্রিকেট মাঠ খালি আর ফুটবল মাঠে খেলা হচ্ছে তা নাকি নজিরবিহীন। অভিযোগ, ক্রিকেটহীন টিসিএ-তে এখন নানা উপায়ে কিছু লোকের অবৈধ রোজগারই শুধু হচ্ছে। আগরতলা ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ। মহকুমা ক্রিকেট বন্ধ। রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট বন্ধ। নজিরবিহীনভাবে ক্রিকেটহীন আজ টিসিএ। ক্রিকেট মহলের দাবি, যতক্ষণ না পর্যন্ত রাজনীতির লোকদের টিসিএ থেকে সরানো হবে ততক্ষণ টিসিএ এবং রাজ্য ক্রিকেটের সর্বনাশ চলতেই থাকবে।

চলতি মাসে মহকুমাগুলিতে ক্রিকেট

শুরু হতে পারে প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ঃ টিসিএ শুধুমাত্র বয়সভিত্তিক এবং স্কুল ক্রিকেট করার প্রাথমিক উদ্যোগ নিয়েছে। সিনিয়র ক্রিকেট নিয়ে তাদের মধ্যে কোন আলোচনাই নাকি হয়নি। ক্লাবগুলিও পুরোপুরি অন্ধকারে। বিশেষজ্ঞরা সন্দিহান যে, বয়সভিত্তিক কিংবা স্কুল ক্রিকেটও হয়তো শেষ পর্যন্ত হবে না। যাই হোক, এই অবস্থায় কয়েকটি মহকুমা বেশ সাহসি অবস্থান নিতে চলেছে বলে খবর টিসিএ-র যুগ্মসচিব বেশ কিছুদিন আগে এক তালিবানি ফতোয়ার মাধ্যমে মহকুমাগুলিতে ক্রিকেট বন্ধ করে দিয়েছিলেন। টিসিএ-র আগাম অনুমতি ছাড়া মহকুমাগুলি ঘরোয়া ক্রিকেট করতে পারবে না বলে নির্দেশ দেন। এরপরই মহকমাগুলি ঘরোয়া আসর করা থেকে বিরত হয়। তবে বর্তমানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিছু কিছু মহকুমা ক্রিকেটিয় কাজকর্ম শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে। জানা গেছে, টিসিএ থেকে মৌখিক অনুমতি নিয়েই তারা ক্রিকেট শুরু করতে চলেছে। টিসিএ নাকি বুঝে গিয়েছে যে, এই ধরনের নির্দেশ জোর করে মানতে বাধ্য করলে তার ফলাফল ভালো নাও হতে পারে। তাই কয়েকটি মহকুমা টিসিএ-র কাছ থেকে মৌখিক অনুমতি পেয়েছে। চলতি মাসেই তারা ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করবে বলে জানা গেছে।

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ঃ যে কোন ক্ষেত্রের উন্নয়নে সঠিক গতি আনতে হলে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হয়। শুধুমাত্র মাঠে-ময়দানে গলা ফাটিয়ে উন্নয়নের ফিরিস্তি জাহির করলেই উন্নয়ন হয় না। দুর্ভাগ্য, বর্তমান ত্রিপুরায় উন্নয়নটা শুধুমাত্র ভাষণেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। রাজ্যের পূর্বতন ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব নাকি এক সময় ক্রিকেট খেলতেন। ক্রীড়া মন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নে জোয়ার এনে দেবেন। যদিও তিনি তা পারেননি। তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অতিথি গিয়েছিলেন। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরা ছাড়া আর কোন কাজই তিনি করতে পারেননি। কঠোর হাতে তিনি ক্রীড়া দফতরকে অনুশাসনের গণ্ডীতে বাঁধতে পারেননি বলেই এই অবস্থা হয়েছে। এমনটাই মনে করে রাজ্যের ক্রীড়া মহল। ক্রীড়া পর্যদ বা ক্রীড়া দফতরের কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তিনি কিছু বলতে চাইলেও তাকে নাকি সুযোগই দেওয়া হতো না। বলা যায়, মন্ত্রী হিসাবে তিনি কিছুটা নরম স্বভাবের ছিলেন বলেই সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি। বর্তমান ক্রীডামন্ত্রী তরুণ সুশান্ত

নেওয়ার পর তিনি এখনও পর্যন্ত অনেকগুলি অনুষ্ঠানে অতিথির ভূমিকায় ছিলেন। বেশ ইতিবাচক বক্তব্যও পেশ করেছেন। ঘটনা হলো, রাজ্যের ক্রীডা দফতরকে ভালোভাবে চিনতে হলে সময় দরকার। শীর্ষস্তরের আধিকারিক থেকে জুনিয়র পিআই পর্যন্ত প্রতিটি কর্মী এখানে নিজেদের শাসক দলীয় হিসাবে জাহির করে সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে চায়। ঘনিষ্ঠ মহলে প্রত্যেকেই নিজেদের ক্রীড়ামন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হিসাবে জাহির করে এবং সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়। ক্রীড়ামন্ত্রী হয়তো জানেই না যে, তার নাম ভাঙিয়ে কিভাবে একটা বিশেষ শ্রেণির কর্মচারী সুবিধা আদায় করে নেয়। কোন একটি প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে যে পদ্ধতিতে কাজ করা দরকার তার অভাব রয়েছে ক্রীড়া দফতরে। বর্তমান অধিকর্তা তবু অনেক আন্তরিক। কিন্তু কয়েক জন উপ-অধিকর্তা রয়েছেন যারা ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নের চেয়েও ক্রীড়ামন্ত্রী ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যকে বেশি গুরুত্ব দেন। সরকারিস্তরে বর্তমানে স্কুল ক্রীড়া ছাড়া আর কোন প্রতিযোগিতা হয় না। আগে কিন্তু পাইকা কিংবা অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কথা মাথায় রেখে সরকারি স্তবে আরও কিছু প্রতিযোগিতা হতো। এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে। করোনা পরবর্তী সময়ে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্র ধুঁকচছে। স্বশাসিত সংস্থাগুলি সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে

ক্রীড়াবিদদের একমাত্র ভরসার জায়গা হলো স্কুল ক্রীড়া। স্কুল ক্রীড়া শেষ হলেই সবাই আবার ঘরে বসে যাবে। তাহলে উন্নয়ন হবে কোথা থেকে? আরও দীপা বেরিয়ে আসবে কিভাবে? সংখ্যায় কম হলেও স্কুল ক্রীড়া আসরে বেশ কিছু খুদে প্রতিভা নজর কেড়েছে। দুর্ভাগ্য, তাদের স্পট করার মতো কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ প্রতিভাবানদের স্পট করে আরও ভালো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে ক্রীড়াক্ষেত্র সমৃদ্ধ হতো। স্পোর্টস স্কুল ছাড়া এখন আর প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ উঠে আসে না। পর্ষদ পরিচালিত সেন্টারগুলি নামেই চলছে। আর দফতর ঘটা করে শতাধিক সেন্টার চালু করলেও সেগুলিতে কোন শিক্ষার্থী নেই। সুতরাং সমস্যা অনেক। সমাধানের কোন ব্যবস্থা নেই। ভাষণই যদি উন্নয়নের চাবিকাঠি হতো তাহলে অনেক আগেই ত্রিপুরা উন্নতি করে ফেলতো। কিন্তু তা হওয়ার নয়। সুতরাং মাঠে নেমে ঠিকভাবে কাজ করার সময় হয়েছে। রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমীরা আশাবাদী, নতুন ক্রীডামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী পূর্বতন ক্রীডামন্ত্রী জিতেন চৌধুরী, তপন চক্রবর্তী, সহিদ চৌধুরী, মনোজ কান্তি দেব-দের দেখানো রাস্তায় হাঁটবে না। অর্থাৎ ভাষণেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকবেন না। সঠিক উন্নয়নের দিশা তিনি মাঠে নেমেই দেখাবেন। এই আবেদন জানিয়েছে ক্রীড়াপ্রেমীরা।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ঃ প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী হায়দরাবাদের কাছে পরাস্ত হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে দুর্বল বিহারের বিরুদ্ধে চালকের আসনে ত্রিপুরা। ক্রিকেট অবশ্যই মহান অনিশ্চয়তার খেলা। সুতরাং ম্যাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, দ্বিতীয় দিনের শেষে রীতিমত দাপট দেখানোর জায়গায় চলে এসেছে ত্রিপুরা। দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া মাঠে কোচবিহার ট্রফিতে বিহারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরা ২৫৭ রানে এগিয়ে। ম্যাচের বাকি আরও দুইদিন। প্রথম ইনিংসে বোলাররা যেরকম ছন্দে ছিল দ্বিতীয় ইনিংসেও সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারলে জয় তুলে নেওয়া অসম্ভব নয়। ত্রিপুরার ব্যাটিং অবশ্যই সাধারণ মানের। তবে বিহারের

৭৬ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে চাপে শাকিবরা

মুম্বাই, ৭ ডিসেম্বর।। বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম টেস্টে চাপে বাংলাদেশ। চতুর্থ দিন ব্যাট করতে নেমে ৭ উইকেট হারিয়েছেন শাকিব আল হাসানরা। নেপথ্যে পাকিস্তানের স্পিনার সাজিদ খান। তিনি একাই নিয়েছেন ৬ উইকেট।চতুর্থ দিনের শেষে ২২৪ রানে পিছিয়ে বাংলাদেশ। প্রথম ইনিংসে দ্বিতীয় দিনের শেষে ২ উইকেটে ১৮৮ রান ছিল পাকিস্তানের। সেখান থেকে শুরু করে ৪ উইকেটে ৩০০ রান তুলে ইনিংস ছেড়ে দেয় পাকিস্তান। দিনের শুরুতেই ৫৬ রান করে আউট হন আজহার আলি। বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি অধিনায়ক বাবর আজমও। ৭৬ রান করে আউট হন তিনি। তার পরে জুটি বাঁধেন উইকেটরক্ষক মহম্মদ রিজওয়ান ও ফাওয়াদ আলম। দু'জনেই অর্ধশতরান করেন। ৪ উইকেটে ৩০০ রানে ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন বাবর। জবাবে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে পর পর উইকেট পড়তে থাকে বাংলাদেশের। শুরু থেকেই স্পিন আক্রমণ আনেন বাবর। কাজ করে দেখান সাজিদ। নাজমুল হোসেন ও শাকিব ছাড়া বাংলাদেশের কোনও ব্যাটার দু'অক্ষে পৌঁছতে পারেননি। নাজমুল ৩০ করে আউট হন। দিনের খেলা শেষ হওয়ার সময় ৭ উইকেটে ৭৬ রান বাংলাদেশের। শাকিব ২৩ রানে ব্যাট করছেন। প্রথম ইনিংসে এখনও ২২৪ রানে পিছিয়ে রয়েছেন শাকিবরা। অবশ্য বৃষ্টির কারণে অনেক সময় নষ্ট হওয়ায় আর বাকি রয়েছে মাত্র এক দিন। তাই বাংলাদেশ বেশ চাপে থাকলেও ম্যাচের ফয়সালা হবে কি না তা নির্ভর করবে সময়ের উপর।

ব্যাটিং আরও খারাপ। ত্রিপুরার তবু একটা আনন্দ ভৌমিক রয়েছে। বিহারের তাও নেই। সূতরাং এই বিহারের বিরুদ্ধে প্রথম দুইদিন দূরন্ত দাপট দেখানো ত্রিপুরা জয় পাবে এটা প্রায় নিশ্চিত। যদি এই অবস্থাতেও তারা জয় না পায় তবে বুঝতে হবে, জয় পাওয়ার কোন অধিকার তাদের নেই। ত্রিপুরার প্রথম ইনিংস ১৯৩ রানে শেষ হয়। প্রথম দিনের শেষে বিহারের রান ছিল ৪ উইকেটে ১৭। মঙ্গলবার তারা অসমাপ্ত ইনিংস শুরু করে। ত্রিপুরার তিন স্পিনার সৌরভ দাস, সন্দীপ সরকার এবং অর্কজিৎ দাস-র দাপটে বেসামাল হয়ে উঠে বিহারের ইনিংস। এক জন ব্যাটসম্যানও রুখে দাঁড়াতে পারেনি। মাত্র ৭০ রানে শেষ হয়ে যায় বিহারের ইনিংস। সর্বোচ্চ ২৫ রান করে তরুণ কুমার দাস ২টি উইকেট নেয়। ১২৩ রানে এগিয়ে থাকা ত্রিপুরা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে। দীপজয় দে এবং আরমান হোসেন-র ওপেনিং জুটি আরও একবার শোচনীয় ব্যর্থ। রান

চৌধুরী রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রকে

নতুন দিশা দেখাতে পারেন কি না

কিভাবে করতে হয় সেটাই সম্ভবত জানে না তারা। তবে উইকেটে টিকে থাকার কৌশল অবশ্যই রপ্ত করেছে। দীপজয় ৩ এবং আরমান ৩ রানে বিদায় নেয়। ওয়ানডাউনে নামা সেন্টু সরকার দীর্ঘ সময় ব্যাটিং করেও ৬২ বলে ১৬ রানে বিদায় নেয়। ব্যর্থতার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানদের মধ্যে। এই অবস্থায় আরও একবার রুখে দাঁড়ায় আনন্দ ভৌমিক। প্রথম ইনিংসে অনবদ্য শতরান করা আনন্দ দ্বিতীয় ইনিংসেও ত্রিপুরার হয়ে সর্বোচ্চ ৩৫ রান করে। দিনের শেষে ত্রিপুরার রান ৭ উইকেটে ১৩৪। সৌরভ দাস ২৩ এবং সন্দীপ সরকার ১৩ রানে অপরাজিত আছে। বোলাররা যে দার্গ সুযোগটা এনে দিয়েছে ইনিংসে হয়তো দাঁড়াতে পারেনি। ব্যাটসম্যানরা সেই সুযোগটা কাজে সিং। ত্রিপুরার হয়ে সৌরভ দাস ৪টি, লাগাতে পারেনি। এই ধরনের ভঙ্গুর তারা ছন্দ ফিরে পাবে। বিশেষজ্ঞরা সন্দীপ সরকার ৩টি এবং অর্কজিৎ স্যাটিং লাইনআপ নিয়ে অতীতে মনে করছেন যে, ৩০০ রানের লিড কখনও জাতীয় আসরে খেলতে নামেনি ত্রিপুরা। আনন্দ ভৌমিক যদি এই দলে না থাকতো তবে কি হতো ? বলার মতো বিষয় একটাই, বিহারের ব্যাটিং-র হাল আরও

খারাপ। তাই দ্বিতীয় দিনের শেষে ২৫৭ রানে এগিয়ে থাকা ত্রিপুরা ম্যাচে সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে। বিহারের হয়ে আদিত্য আনন্দ ৩টি এবং সাকিব হোসেন ২টি উইকেট নেয়। আগামীকাল ম্যাচের তৃতীয় দিন। ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানরা শেষ পর্যন্ত কত রানের লিড এনে দেয় সেটাই দেখার। বিহারের ব্যাটিং প্রথম ইনিংসে খুব খারাপভাবে ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংসে তারা কি করে সেদিকেও লক্ষ্য থাকবে। কারণ মনে রাখতে হবে. বিহার একটা সময় বেশ বড মাপের শক্তি ছিল। এরকম একটি ঐতিহ্যশালী রাজ্য রাতারাতি খারাপ হয়ে যেতে পারে না। যে কোন কারণেই হোক ব্যাটসম্যানরা প্রথম কে জানে দ্বিতীয় ইনিংসেই হয়তো থাকলে কিছুটা নিশ্চিত হয়ে বোলিং করতে পারবে ত্রিপুরার বোলাররা। বোলারদের উপর যাতে কোন চাপ তৈরি না হয় সেই বিষয়টাও নিশ্চিত ●এরপর দইয়ের পাতায়

শীতের বৃষ্টিতে বেহাল উমাকান্ত মাঠ

৪৪ মাসে ক্রীড়া উন্নয়নের চিত্ৰ সামনে উঠে আসছে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, সময়ের সংস্কার প্রয়োজন ছিল। আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ঃ ডাবল ইঞ্জিনের সরকার রাজ্যে। রাজ্য সরকার এবং ক্ষমতাসীন দল দাবি করে আসছে যে, বর্তমান সরকারের আমলে রাজ্যে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে। আমরা অবশ্য এসব তর্কে যাচ্ছি না যে, রাজ্যে কতটা উন্নয়ন হয়েছে বা আদৌ কোন উন্নয়ন হয়েছে কি না। তবে এটা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, বর্তমান সরকারের আমলে সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত খেলাধুলা।ক্রীড়া উন্নয়ন এবং ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নে বর্তমান সরকার পিছিয়ে। যার বড় উদাহরণ খোদ রাজধানী আগরতলা শহরে এখন আদর্শ ফুটবল মাঠ বলতে একমাত্র উমাকান্ত। কিন্তু ক্রীড়া প্রশাসন, শিক্ষা দফতর, ক্রীড়া পর্যদ এবং টিএফএ-র চরম উদাসীনতায় উমাকান্ত মাঠও আজ তার অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। আমরা কিন্তু বার বার বলার চেষ্টা করছি যে, উমাকান্ত মাঠ সঠিকভাবে সংস্কার করা হচ্ছে না। বৰ্তমান সময়ে উমাকান্ত মাঠ যে অবস্থায় রয়েছে তাতে আগামী কয়েক মাস ভালো ফুটবল বা আদর্শ ফুটবল সভাব নয়। দুই দফায় উমাকান্ত মাঠ যেভাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত

কিন্তু ক্রীড়া দফতর, ক্রীড়া পর্যদ এবং টিএফএ-র ফাঁকির খেলা খেলে। কোনভাবে মাঠের জঙ্গল পরিষ্কার এবং ঘাস কেটে খেলা শুরু করে দেয়। আমরা বলেছিলাম যে, বৃষ্টি হলেই মাঠের আসল চেহারা সামনে উঠে আসবে। সোমবার যারা মাঠে এসেছিলেন তারা নিশ্চয় দেখেছেন যে, শীতের বৃষ্টিতেই উমাকান্ত মাঠ কি অবস্থায়। টিএফএ আপাতত চারটি ম্যাচ বাতিল করেছে। তবে আমি নিশ্চিত যে, বৃষ্টি থামলেও এই মাঠে আপাতত ফুটবল ম্যাচ করা ঝুঁকিপুর্ণ হবে। বৃষ্টিতে মাঠের আসল কঙ্কালসার চেহারা সামনে উঠে এসেছে। টিএফএ-র এক কর্তা বলেন, উমাকান্ত মাঠ এখন যে অবস্থায় আছে তাতে সত্যি সত্যি আপাতত এই মাঠে ম্যাচ করা কঠিন। কিন্তু আমরা তো নিরুপায়। বাধারঘাট মাঠে কাজ চলছে। আস্তাবল মাঠে ফুটবল অসম্ভব। পুলিশ মাঠ পাওয়া যায় না। সুতরাং অন্য মাঠ কোথায় যেখানে ফুটবল হতে পারে। এই শহরে এখন ফুটবল খেলার মতো বিকল্প মাঠ নেই। আর এই অবস্থায় দুইদিন পর হলেও উমাকান্ত মাঠেই ফুটবল করতে হবে। তবে আজ

উচিত। উমাকাস্ত মাঠের ভেতরের মাটি ভীষণভাবে নরম হয়ে আছে। এছাড়া মাঠের জল বের হওয়ার রাস্তা বা ড্রেনগুলি তো এক প্রকার বন্ধ। টিএফএ তো ঠুঁটো জগন্নাথ। তাদের না আছে নিজস্ব মাঠ, না আছে টাকা, না আছে কোন পরিকাঠামো। আর এতে করে আদতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হচ্ছে ফুটবল। টিএফএ-র ওই কর্তা স্বীকার করে নেন, তারা বিভিন্ন সময়ে নানা আশ্বাস, নানা প্রতিশ্রুতি পান কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার কোন সুফল বা প্রতিফলন কিন্তু দেখা যায় না। একদিনের শীতের বৃষ্টিতে উমাকান্ত মাঠের যে হাল হয়েছে তাতে কিন্তু এরাজ্যে ক্রীড়া উন্নয়নের আসল চিত্রটা নগ্নভাবে সামনে উঠে এসেছে।রাজ্যে সরকার বদলের পর তিলে তিলে বিবেকানন্দ ময়দানকে হত্যা করা হয়েছে। ৪৩-৪৪ মাসে বিবেকানন্দ মাঠে ফুটবল ছাড়া সব হয়েছে। করোনার সৌজন্যে উমাকান্ত মাঠ অসুস্থ হয়ে পড়ার পর না টিএফএ না ক্রীড়া প্রশাসন এই অসুস্থ মাঠকে সঠিকভাবে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেছে। বলতে দ্বিধা নেই, ক্রীড়া উন্নয়নের ক্ষেত্রে গত ৪৪ মাসে রাজ্য সরকার তথা ক্রীড়া প্রশাসন কিন্তু বাস্তবের পরীক্ষায় ফেল।

হয়েছে তাতে এই মাঠের লম্বা মাঠে গিয়ে মনে হয়েছে, এখন স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক **অনল রায় চৌধুরী** কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, এিপুরা – ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। **ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১**

প্রধানশিক্ষকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ৭ ডিসেম্বর।। ভাড়া বাড়িতে প্রধানশিক্ষকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় কুমারঘাটে। মঙ্গলবার সকালে কুমারঘাট থানাধীন মাস্টারদা সূর্যসেন লেনের এক বাড়িতে কুমারঘাট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক অজিত দত্তের ঝুলস্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। জানা গেছে, তার বাড়ি আগরতলায়। কুমারঘাটের আগে তিনি চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। এদিন সকালে হঠাৎ প্রধানশিক্ষকের মৃতদেহ উদ্ধারের খবরে তার সহকর্মীরা ভাড়া বাড়িতে ছুটে আসেন। খবর যায় পুলিশের কাছে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। ঘটনাটি আদৌ আত্মহত্যা নাকি অন্যকিছু তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। দাবি উঠছে পুলিশ যাতে সঠিকভাবে ঘটনার তদন্ত করে। অজিত দত্তের সহকর্মীরা জানিয়েছেন, তাকে কখনই অস্বাভাবিক দেখা যায়নি। বরং তিনি সবার সাথে হাসি-খুশি থাকতে পছন্দ করতেন। বিদ্যালয়ের

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে বন্ধু সুলভ আচরণ করতেন তিনি। এদিন বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ের আসার পর হঠাৎ জানতে পারেন প্রধানশিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। এই খবর শুনে সহকর্মীরা ভাড়া বাড়িতে চলে আসেন। তারা এসে দেখতে পান অজিত দত্তের ঝুলস্ত মৃতদেহ। এখন প্রশ্ন উঠছে ঘটনার পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে। এদিকে পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়ে তার পরিবারের লোকজনও কুমারঘাট ছুটে যান। তারা মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। প্রশ্ন উঠছে পারিবারিক কোনো ঝামেলার কারণেই কি তিনি আত্মহত্যা করেছেন? নাকি এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে?

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৭,৭০০ ভরি ঃ ৫৫,৬৫০

১১৬ নম্বর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ।। আরও এক স্থায়ী সমাধান। চাকরিচাত ১০৩২৩'র শিক্ষক নীরেন সিনহা (৫০) মারা গেলেন। সোমবার রাত সাডে বারোটা নাগাদ তিনি জিবিপি হাসপাতালে আনার পথে মারা যান। তিনি শ্রীরামপুর দাদশ বিদ্যালয়ে স্নাতক শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার বাডি কমলপুরের আভাঙায়। চাকরি হারানোর পর থেকেই মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন নীরেন। সোমবার রাত ৭টা নাগাদ কমলপুরের বাড়িতেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিবারের লোকজন তাকে রাতে কমলপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে



চিকিৎসকরা জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেন। রাতেই কমলপুর থেকে আনা হয় আগরতলায়

রাতে মারা গেছেন নীরেন। তার মৃত্যুর ঘটনায় শোক জানিয়েছে চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ সংগঠনগুলি। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি এই ঘটনায় শোক জানিয়েছে। সংগঠনের পক্ষে কমল দেব জানান, সরকার চাইলে এই মৃত্যু মিছিল বন্ধ করতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ১১৬জন সহযোদ্ধাকে আমরা হারিয়েছি। আর কতজন মারা গেলে সরকার মানবিক হবে তা বুঝতে পারছি না। আমরা এখনও আশাবাদী বিজেপি সরকার চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের নিয়ে ভালো সিদ্ধান্ত নেবেন। সবারই চাকরির স্থায়ী সমাধান কবে। কিন্তু প্রতিনিয়তই মারা যাচ্ছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। এভাবে ধৈর্যের সীমা লঙ্খিত হচ্ছে।

জিবিপি হাসপাতালে। এখানেই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, রাবার কিনতে চেয়েছিলেন। উদয়পুর, ৭ ডিসেম্বর ।। লক্ষ দোকানের নাম বলা হয় এনএস টাকার প্রতারণার শিকার হয়েও দুই এন্টারপ্রাইজ। ওই লোকটির সঙ্গে জেলার থানায় মামলা নথিভক্ত কথা বলার পর নান্টুবাবু রাবারের করাতে পারছেন না রাবার ব্যবসায়ী মূল্য ঠিক করেন। যথারীতি ওই নান্টু সাহা। তিনি মোহনপুরে লোকটি তাকে বলেন, রাবারের শিটগুলি নিয়ে মোহনপুর তার প্রতারণার শিকার হয়েছেন। উদয়পুরের ফুলকুমারী পলট্রি রোড ভাইয়ের দোকানে যেতে হবে। সেখান থেকেই টাকা পরিশোধ করা এলাকার বাসিন্দা নান্টু সাহা প্রতারণার মামলা করতে সিধাই হবে। নান্টু ওই ব্যক্তির কথা অনুযায়ী থানা থেকে আরকেপুর থানায় তিনি-সহ পাড়ার নিখিল দাস নামে আরেকজনের রাবার শিট নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন। কিন্তু কোনও থানাই মামলা নিতে রাজি না। এক মোহনপুর চলে যান। সেখানে তার রাবার শিটগুলি অর্থাৎ ৭৬৫ কিলো থানা অন্য থানার এলাকার ঘটনা বলে নান্টুকে ঘুরিয়ে যাচ্ছে। এনিয়ে রাবার এনএস এন্টারপ্রাইজে দেন। প্রতিবাদ করেছেন নান্টু। তিনি কিন্তু একটি দোকানে নিয়ে তাদের জানান, গত ২ ডিসেম্বর বেলা ১টা চা খাইয়ে লোকটি পালিয়ে যায়। নাগাদ একজন অপরিচিত লোক এখন ওই দোকানে গেলেও মালিক তার পাড়ায় এসেছিলেন। তিনি বলে দিচ্ছেন তিনি নান্টুকে চেনেন

শহরে মোমবাতি মাছল

না। প্রতারণা টের পেয়ে নান্টু ছুটে যান সিধাই থানায়। সেখানে লিখিত অভিযোগও দাখিল করেন। কিন্তু পুলিশ এই মামলা নিতে নারাজ। সিধাই থানার বক্তব্য, নান্টুর বাড়ি উদয়পুর। রাবার বিক্রির জন্য চুক্তিও করেছেন উদয়পুরে। তাই মামলা করতে হবে আরকেপুর থানায়। সিধাই থানার কথা অনুযায়ী নান্টু আরকেপুর থানায় যান। সেখানে বলা হয়, প্রতারণার ঘটনাটি হয়েছে সিধাইয়ে। তাই মামলাও সিধাইয়েই করতে হবে। দুই জেলার দুই থানায় ঘোরাফেরা করলেও কোনও থানায় মামলা নথিভুক্ত করাতে পারলেন না নান্টু। এখন তিনি বিচার চাইছেন। এই বিচার চেয়েই সাংবাদিকদের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

কর্মসচির ডাক দেওয়া হয়।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আইন

অমান্য চলার সময় ড. শ্যামা প্রসাদ এরপর দুইয়ের পাতায়

দেওয়ার চেষ্টা করে সুমন। এই ঘটনায় তার বিরুদ্ধে পশ্চিম থানার পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৩, ৩২৩ এবং ৪২৮ ধারায় চার্জশিট

সাম্প্রদায়িক

চার মামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ।। রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানোর অভিযোগে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা নিলো ত্রিপুরা পুলিশ তাদের থানায় হাজির হতে নোটিশও দেওয়া হয়েছে। চারটি মামলা নেওয়া হয়েছে জিরানিয়া বাইখোরা এবং মেলাঘর থানায় টিএসআর'র দুই জওয়ান হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক হিংসামূলক পোস্ট ব্যাপকহারে করা হচ্ছে। বাঙালি বিদ্বেষী কথাবার্তা বলে বহু পোস্ট করা হয় সামাজিক মাধ্যমে। অনেকেই বিচার বিভাগের হাতে না দিয়ে খুনি সুকান্ত দাসকে তাদের হাতে তলে দিতে দাবি করে। এভাবে সাম্প্রদায়িক হিংসা বাডানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে আগেই মামলা নেওয়ার কথা জানিয়েছিল ত্রিপুরা পুলিশ। শেষ পর্যন্ত চারটি মামলা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দুর্টিই জিরানিয়া থানায়। জিরানিয়া থানায় একটি মামলা নেওয়া হয়েছে বাপী দেববর্মার বিরুদ্ধে। বাপীর বাড়ি আগরতলায়। তার বিরুদ্ধে ১২০(বি), ১৫৩(এ) এবং ৫০৪ ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে। মামলার নম্বর ৫৬/২০২১। বাইখোরা থানায় চারকবাই'র বাসিন্দা সম্রাট মজুমদারের নামে মামলা নেওয়া হয়েছে। মামলার নম্বর ৩২/২০২১। ভারতীয় দগুবিধির ১৫৩(এ) এবং ৫০৪ ধারায় এই মামলাটি নেওয়া হয়েছে। জিরানিয়া থানায় আরও একটি মামলায় তদন্ত শুরু হয়েছে। ১৫৭ (১) সিআরপিসি অনুযায়ী

এরপর দুইয়ের পাতায়

নিরাপদহান রাজভবন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ।। পুরাতন রাজভবনের দরবার হলে চুরি। দরবার হলে স্ট্যান্ড ফ্যান, সিলিং ফ্যান-সহ বেশ কিছু মূল্যবান জিনিস চুরি হয়েছে। এনিয়ে এনসিসি থানায় রাজ্য সরকারের অবর সচিব একে চক্রবর্তী একটি মামলা করেছেন। মামলার নম্বর ১৮/২১।ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০ এবং ৪২৭ ধারায় মামলাটি হয়েছে। এই ঘটনা ঘিরে সরকারি উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ পুরাতন রাজভবনটি ত্রিপুরার জন্য ঐতিহাসিক। এখানেই রাজ আমল থেকে অনেক বিশিষ্ট অতিথিরা থেকেছেন। রাজ্যের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী এই রাজভবন থেকে কয়েক বছর আগেই মহাকরণের

সঙ্গে রাজ্যপাল ভবন সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু পুরাতন রাজভবনের সুন্দর বাড়িটি আর দেখভালের উদ্যোগ নেই। নজরদারির অভাবে রাজভবনটি দিনদিন ধুঁকছে। ভেতরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হতে চলেছে। বাইরে থেকে দেখলেও এখন আগের সৌন্দর্য্য শেষ। শহরবাসীদের অনেকেরই এই রাজভবনটি পর্যটনের জন্য সাজিয়ে রাখতে দাবি করা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই রাজভবনের দেখভালের উদ্যোগ নেই। শেষ পর্যন্ত এই রাজভবনের দরবার হলেই চোরদের সমাগম শুরু হয়ে গেছে।খুব দ্রুত যদি রাজভবনটির নজরদারি না রাখা হয় তাহলে আরও বহু চুরি হবে। রাজভবনের ইট পর্যন্ত খুলে নেবে চোর চক্র। এমনটাই বক্তব্য শহরবাসীদের।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ।। ৭০ বছর পুরোনো মনসা মন্দিরে চুরি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা জিবি বাজারের ৭৯টিলা এলাকায়। আশিস রায়ের বাড়িতে ৭০ বছর আগে এই মনসা মন্দিরটি স্থাপন করা হয়েছিল। আশিসের বাডির এলাকাতেই এই মন্দিরটি। মন্দির থেকে একটি পিতলের ঘট চরি হয়েছে। আশিস জানিয়েছেন, ৭০ বছর ধরে তাদের পরিবার এখানে থাকছেন। কখনো মন্দিরে চুরি হয়নি। সকালেও তিনি মন্দিরে পুজা দিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় নিদ্রা দিতে এসে দেখেন ঘটটি উধাও। কিছুদিন আগেও আশিসের বাড়িতে ভাঙচুর করেছিল দুষ্কৃতিরা। এরপর দুইয়ের পাতায়

খাত্ৰাকে তুলে নিয়ে ধৰ্ষণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ ডিসেম্বর ।। দুই স্কুল পড়ুয়াকে তুলে নিয়ে বহির্রাজ্যে ধর্ষণ। শুধু তাই নয়, ওই রাজ্যেই পাচারের চেষ্টা। গুরুতর এই অভিযোগ ঘিরে এখন উত্তেজনা ধর্মনগরে। এই ঘটনায় দুই যুবকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এই দুই যুবক হলো জিতেন্দ্র শব্দকর (২০) এবং কাজল দাস (২১)। ধর্মনগর মহিলা থানা এই ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬(ক), ৩৬৩, ৩৭৬, ৫০৬ এবং পকসো আইনের ৪ ধারায় মামলা নিয়েছে। মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে। পুলিশের হাতে দুই অভিযুক্ত গ্রেফতারও হয়েছে। জানা গেছে, ওই দুই ছাত্রীকে ভালোবাসার ফাঁদে ফেলেছিল কাজল এবং জিতেন্দ্র।

দৃই ছাত্রীর মধ্যে একজন সাবালিকা। তাদের প্রলোভন দেখিয়ে তুলে নিয়ে আসামের কাছাড় নেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকেই দুই ছাত্রী পালিয়ে এসেছে। জানা গেছে, গত ২ ডিসেম্বর কৃষ্ণপুরের একটি স্কুলের দুই ছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পালায় জিতেন্দ্র এবং কাজল। তাদের পালিয়ে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এই দুই ছাত্রীকে তাদের বাড়িতে জানানোরও সুযোগ দেওয়া হয়নি। গাড়িতে তুলে নিয়ে রাজ্যের বাইরে চলে যায় জিতেন্দ্র এবং কাজল। তাদের না পেয়ে যথারীতি ধর্মনগর থানায় মিসিং এন্ট্রিও করেছিল অভিভাবকরা। এদিকে দুই ছাত্রীকে আসামের কাছাড় নিয়ে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। এরপরই

হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরবর্তী

সময় ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ

পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া

হয়। এখন প্রশ্ন উঠছে মাখন পালের

মৃত্যু কিভাবে হয়েছে? পরিবারের

সদস্যরা এই ঘটনায় একেবারে

কান্নায় ভেঙে পড়েন। কল্যাণপুর

থানার পুলিশও খবর পেয়ে ছুটে

আসে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা

নিয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু

করেছে। সবাই এখন অপেক্ষায়

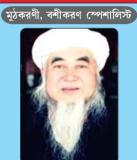
আছেন মৃতদেহের ময়নাতদন্তের

রিপোর্ট কি আসে তা জানার জন্য।

তাদের পাচারকারীদের হাতে বিক্রি করার চেষ্টা করা হয়। দুই ছাত্রী নিলামবাজারে তাদের মাসীর বাডিতে গিয়ে উঠে। সেখান থেকেই তাদের আত্মীয়রা ৫ ডিসেম্বর ধর্মনগর নিয়ে যায়। ধর্মনগর থানায় সবকিছু জানিয়ে মামলা করা হয়। মহিলা থানা থেকেই দুই মেয়ের অভিভাবকদের ডাকানো হয়। অভিভাবকরা সব কিছু জানার পর বাজারিছড়া গিয়ে দুই প্রতারক প্রেমিককে আটক করে। তাদের পরে আসাম পুলিশের

এরপর দুইয়ের পাতায়





বাবা আমিল সুফি

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট

> CONTACT 9667700474

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ।। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সাইনবোর্ড ভাঙার চেষ্টার অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস পেলো যোগেন্দ্রনগরের সুমন কর্মকার। পশ্চিম জেলার প্রথম শ্রেণির বিচারক (কোর্ট নং-১) সুমনকে খালাস দিয়েছে। ২০১৮ সালের ৯ আগস্ট সারা ভারত কিষান সভার ডাকে আগরতলায় আইন অমান্য

প্যারাডাইস চৌমুহনিতে এই কর্মসূচি চলার সময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় আন্দোলন সমর্থকদের। এই ধস্তাধস্তির মধ্যে কাঁদানো গ্যাস পর্যন্ত ছুড়তে হয় পুলিশকে। কয়েকজন বামপন্থী কর্মীকে গ্রেফতারও করা হয়। এই ঘটনার জের ধরেই পশ্চিম থানার পলিশ একজনের বিরুদ্ধে মামলা নেয়। অভিযুক্ত করা হয় যোগেন্দ্রনগরের সুমন কর্মকারকে।

মুখার্জীর সাইনবোর্ডটি ভেঙে দাখিল করে। পুলিশেরে উপর আক্রমণ করার অভিযোগ আনা হয় সুমনের বিরুদ্ধে। এই মামলায় সুমনের পক্ষে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা।

মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সেখানে ছুটে আসেন। কিন্তু তাদের মিলে মাখন পালকে কল্যাণপুর

আসার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে

পড়েন মাখন পাল। তারা সবাই

কল্যাণপুর, ৭ ডিসেম্বর।। পঞ্চাশোর্ধ এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কল্যাণপুর থানাধীন পূর্ব কল্যাণপুর পঞ্চায়েতের তোতাবাড়ি গ্রামে এই ঘটনা। মৃত ব্যক্তির নাম মাখন পাল। বাবা মৃত হরেন্দ্র পাল। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল থেকেই তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের লোকজন মাখন পালকে খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নিয়েছিলেন। দুপুর ২টা নাগাদ বাড়ির পাশেই অচৈতন্য অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। পরিবারের সদস্যরাও ঘটনার খবর পেয়ে

Flat Booking Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে। Mob - 8416082015

WANTED MR MEDI PHARMA AGT

For Madicine Saleing Sallary-**Starting 10,000** (Per Month)

Mob - 878777701

T @ C apply

ዂ নাইটিংগেল নার্সিং হোম ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিষেবা।

· গাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো

VISION Admission Point MBBS/BDS/BAMS TOP PRIVATE
MEDICAL COLLEGES IN INDIA Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana , Bihar, Orissa & Other) LOW PACKAGE 45 LAKH NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY Call Us: 9560462263 / 9436470381



ঔষধের দোকানের লাইসেন্সের জন্য D. Pharma Course এ ভর্তির বিশেষ সুযোগ রয়েছে। Agartala - Colonel Chowmuhani > Ker Chowmuhani Contact :9862622076 / 9862622086 / 8837335227

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। শহরে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করলো তিপ্রা মথা আগরতলা সিটি জেলা কমিটি। টিএসআর ৫ম বাহিনীর নিহত সুবেদার মার্ক সিং জমাতিয়া ও নায়েব সুবেদার কিরণ কুমার জমাতিয়ার মৃত্যুর ঘটনায় এদিন শহরে মোমবাতি মিছিল সংগঠিত হয়েছে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণ থেকে মিছিলটি শুিরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আবার এখানে এসে শেষ হয়েছে। এই তিনি সেখানকার টিএসআর ৫ম

মোমবাতি মিছিল থেকে ওই ঘটনার দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়। তার পাশাপাশি শোকাহত পরিবার পরিজনদের প্রতিও সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এদিকে, মঙ্গলবার ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার দেওয়ান বাড়ি ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত কোয়ার কামিতে যান। সেখানে গিয়ে

বাহিনীর নিহত সুবেদার মার্ক সিং জমাতিয়ার বাড়িতে যান এবং শোক সম্ভপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। এর পর মুখ্যনির্বাহী সদস্য শ্রীজমাতিয়া অপর নিহত নায়েব সুবেদার কিরণ কুমার জমাতিয়ার বাড়ি ধ্বজনগর গকুলপুরেও যান, শোকাকৃল পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। পরিশেষে মুখ্যনির্বাহী সদস্য নিহতদের অপরাধীকে কঠোর হস্তে শাস্তি দেওয়ার জন্য দাবি

মুখ্যনির্বাহী সদস্যের সাথে ছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের নির্বাহী সদস্য কমল কলই নিহতদের প্রত্যেক পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার জন্য মহারাজার ঘোষণার কথা জানান। দোষীকে কঠোর হস্তে শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি দাবি জানান। এছাড়া এই সময়ে মুখ্যনির্বাহী সদস্যের সাথে ছিলেন মৎস্য দফতরের নির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা। উল্লেখ্য সুবেদার মার্ক সিং জমাতিয়া ও নায়েব সুবেদার কিরণ কুমার জমাতিয়া কোনাবন ওএনজিসি প্ল্যান্টে কর্মরত অবস্থায় গত ৪ ডিসেম্বর সহকর্মীর বন্দুকের গুলিতে নিহত হন। এদিকে, এই ইস্যুতে আগামী ৯ ডিসেম্বর মাধববাড়িতে গণঅবস্থান সংগঠিত হবে। সকাল ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। টিএফএফ'র তরফে এই কর্মসূচি সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছে সংগঠন। টিএফএফ'র সাথে নেসো'র আহ্বানে এই কর্মসূচি

জানান। নিহত পরিবার সদস্যদের পাশে সর্বদাই থাকবেন বলে তিনি

আশ্বাস দেন। এই সময়

সার্জারী। ः योगीयोगः 0381-2320045 / 8259910536 / 879810677 সংগঠিত হচ্ছে।

